অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

[redacted]
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গ্রন্থাগার
সাভার ঢাকা

আবুল খায়ের মোঃ সামিউল ইসলাম প্রধান

প্রকাশকঃ
আবুল খায়ের মোঃ সামিউল ইসলাম প্রধান
রহমতে রাব্বানা
গোমস্তাপাড়া
রংপুর।
টেলিফোন ঃ ০৫২১-৩৭৫৯

BPATC LIBRARY
Accession No. 77777
Class No. ৩৩৬.২৪/প্রবীণ
Source Cost

336.24/PRA
1994

প্রথম প্রকাশঃ ৭ই জুন, ১৯৯৪ সন।

স্বত্ব ঃ *লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।*

শ্রেণীকরণ সংখ্যা ৩৩৬.২
ISBN : 984-30-0093-5

কমপিউটার কম্পোজ
সিটি কমপিউটার বিভাগ
৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা।

মুদ্রণে ঃ সেলিম আর্ট প্রেস (সহযোগিতায় বই বিচিত্রা)

মূল্য ঃ ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা মাত্র

উ ৎ স র্গে

মরহুম ইউসুফ-উল-মুলক্ প্রধান

মরহুমা মছিরন নেসা

মরহুম পনির উদ্দিন আহমেদ

মরহুমা মালেকা খাতুন

ও

মরহুম আহামেদ হোসেন প্রধান

মুখবন্ধ

আমার পরম স্নেহস্পদ তরুন লেখক আবুল খায়ের মোঃ সামিউল ইসলাম প্রধান "অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি" এই জটিল বিষয়ের ওপর তার চিন্তার ফসল দেশবাসীকে বইয়ের আকারে উপহার দিয়েছে। বইটিতে সে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রথাগত দিকগুলি সুনিপুনভাবে যেমন আলোচনা করেছে তেমনি অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের পদ্ধতিতে নবনব কলা কৌশলের সুপারিশ করেছে যা বইটিকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। এইসব নবনব কলাকৌশলগুলি আমাদের বিদ্যমান পদ্ধতির সাথে সংযোজিত হলে আমাদের কর পদ্ধতি প্রবৃদ্ধি সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। প্রবৃদ্ধি সহায়ক করনীতি শুধু বর্দ্ধিত সম্পদ সংগ্রহেরই সহায়ক নয়, তা অর্থনীতিকে গতিশীল করে সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। বইটিতে সরকার কর্তৃক প্রাক্কলিত রাজস্ব সংগ্রহের ব্যর্থতার অর্থনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যাবলীও আলোচিত হয়েছে। এতে সম্পদ সংগ্রহের বিভিন্ন দিক পুংখানুপুংখরূপে বিশ্লেষিত হওয়ায় বইটি বহুগুণে সহজবোধ্য হয়েছে যা পাঠক পাঠিকার উপকার সাধন করবে। বইটিতে বিভিন্ন নূতন কলাকৌশল সংযোজিত হওয়ায় এটি রাষ্ট্রীয়নীতি নির্ধারকদেরও সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

আমি বইটি পাঠ করে আশান্বিত হয়েছি। আমি উত্তরোত্তর তার উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি যে, ভবিষ্যতে সে দেশবাসীকে এইরূপ লেখা আরও উপহার দিতে পারবে।

আমানুল্লাহ আহমদ ৭.৭.৯১

(আমানুল্লাহ আহমদ)
উপাচার্য
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

"অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি" শিরোনামে লিখিত এই গ্রন্থটি মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা হইতে বাজারমুখী প্রতিযোগিতামূলক অর্থ ব্যস্থায় উত্তরণের লক্ষ্যে গৃহীত কর সংস্কার কর্মসূচীর সহায়ক হইবে বলিয়া আমি আশা পোষণ করি। গ্রন্থকার ব্যক্তিগত আয়করকে রাজস্বের মুখ্য উৎস হিসাবে গণ্য করার সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর সংস্কার কর্মসূচীর তুলনামূলক তথ্য আলোচিত হইয়াছে। কর সংস্কারের দার্শনিক ভিত্তিসহ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধানাবলী বিশ্লেষিত হওয়ায় গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, অর্থনীতি, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা এবং ফিন্যান্স এণ্ড ব্যাংকিং বিষয়ে অধ্যায়নরত অনার্স ক্লাসের ছাত্র/ছাত্রীদের এবং সি. এ. ও. আই. সি. এম. এ. কোর্সের ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠ্য বই ও রেফারেন্স বই হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। পাকিস্তান, ভারত, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ আদালত সমূহের একাধিক সিদ্ধান্তসহ আইন ব্যাখ্যার নিয়মাবলী বিশ্লেষিত হওয়ায় ইহা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা, আয়কর ব্যবহারজীবি এবং পেশাজীবি চার্টার্ড একাউন্টেটগণের সহায়ক হইবে বলিয়া আমি মনে করি। পরিশেষে আমি লেখকের সাফল্য কামনা করি।

রফিকুল ইসলাম।
৪/৪/১৯৯৪ ইং

(রফিকুল ইসলাম)
প্রাক্তন সভাপতি, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ এবং
প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ফাইন্যান্স
এণ্ড ব্যাংকিং বিভাগ–রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
সভাপতি,
স্কুল অব বিজনেস, কপারবেল্ট বিশ্ববিদ্যালয়, জাম্বিয়া।
ভিজিটিং প্রফেসার, নর্থ–সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

স্নেহভাজন আবুল খায়ের মোঃ সামিউল ইসলাম প্রধান "অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি" সম্পর্কে এই ছোট বইটি লিখে এর একটি ভূমিকা লেখার জন্য আমাকে অনুরোধ জানায়। জীবনের এই প্রাথমিক পর্যায়ে সে যে এই উদ্যগ নিয়েছে, প্রথমতঃ সেটাই আমার শুভকামনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয়তঃ স্বল্প পরিসরে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের বিবিধ আইন ও পদ্ধতি এবং কর সংস্কার কর্মসূচী সে অত্যন্ত দক্ষভাবে তুলে ধরেছে। আমাদের করারোপ পদ্ধতি কিভাবে অর্থনৈতিক চাহিদার সংগে অসঙ্গতিপূর্ণ তার একটা তুলনামূলক চিত্র এই বই–এ আছে এবং সম্পদ সমাবেশের ভিত্তি সম্প্রসারণের জন্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া কিভাবে সংস্কার সাধন করা যায় তারও একটা ইতিবাচক বক্তব্য সে দিতে চেষ্টা করেছে। তার ধারণা ও প্রস্তাবগুলি তরুণ বয়সের অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস হিসেবে ধরা যায় না। প্রস্তাবগুলো ভাবনার সঞ্চার করে এবং পাঠকের মনকে অনিবার্যভাবে সংস্কারমুখী করে তোলে।

এই বই–এর ভাষা তার বিষয়বস্তুর দুরহতার দরুণ প্রায়শঃই টেকনিক্যাল এবং গুরুগম্ভীর। এই বিষয় নিয়ে যারা কায়কারবার করেন এবং পড়েন তাদের কাছেই এর গ্রহণযোগ্যতা হবে সর্বাধিক।

আমি সামিউল ইসলাম প্রধানের এই প্রথম প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই এবং বইটির বিপুল প্রচার কামনা করি।

বিচারপতি মোস্তাফা কামাল
প্রাক্তন বিচারক
সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ

ঢাকা

২১শে এপ্রিল, ১৯৯৪

"অবতরণিকা"

মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা হইতে বাজারমুখী প্রতিযোগিতামূলক অর্থ ব্যবস্থায় উত্তরণের লক্ষ্যে কর সংস্কার আবশ্যক। কর ব্যবস্থাকে প্রগতিশীল ও স্থিতিস্থাপক করাই কর সংস্কার কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। "অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি" শিরোনামে লিখিত এই গ্রন্থে প্রবৃদ্ধিতে অধিকতর অবদান রাখিতে সমর্থ এইরূপ সৃষ্টিধর্মী ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনশীল কর্মশীলতায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর ব্যবস্থাপনায় আয়করের অনুপাত বৃদ্ধি এবং কর ব্যবস্থাকে প্রগতিশীল ও স্থিতিস্থাপক করার লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ করিয়াছি।

এই গ্রন্থটি কর সংস্কার কর্মসূচীর সহায়ক হইবে বলিয়া আমি আশা করি। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারক, পেশাজীবি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রীরা এই গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হইবে বলিয়া আমি আশা করি।

আমার আব্বা জনাব আব্দুল খালেক প্রধান ও আম্মা জনাবা রওশন আরা প্রধান বিভিন্ন সময়ে এই গ্রন্থের পান্ডুলিপি প্রণয়নে আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়াছেন এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী। এই গ্রন্থের পান্ডুলিপি প্রণয়নে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগার ও বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক গ্রন্থাগার হইতে যথেষ্ট সহযোগিতা পাইয়াছি এজন্য এ প্রতিষ্ঠান দুইটিরনিকট আমি ঋণী।

কর সংস্কার সংক্রান্ত আমার সুপারিশমালা কর ব্যবস্থাকে প্রগতিশীল ও স্থিতিস্থাপক করিতে সহায়ক হইলে এই পান্ডুলিপি প্রণয়নে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে। গ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের উপকারে আসিলে পরবর্তীতে গ্রন্থের পরিসর বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইব।

বিনীত,

গ্রন্থপ্রণেতা

অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

সূচী পত্র

(প্রথম খণ্ড)

		পৃষ্ঠা
১।	আয়কর	১
২।	একক ব্যক্তির আয়কর	২
৩।	মুখ্য রাজস্ব উৎসরূপে প্রয়োগ সম্পর্কিত শর্তসমূহ	২
৪।	কর ব্যবস্থাপন[redacted]করের অনুপাত বৃদ্ধির কৌশল	৪
৫।	গ্লোবাল, সিডিউলার এবং মিশ্র পদ্ধতি	৮
৬।	কর হার ও অব্যাহতি	১২
৭।	করপোরেট আয়কর ও হার	১৪
৮।	কর ভিত্তি এবং আয়ের আন্তর্জাতিক দ্বৈত করারোপণ	১৫
৯।	কর ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা	১৬
১০।	আয়কর ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত উদ্দীপকসমূহ	২১
১১।	আয়কর আইনের গঠন প্রকৃতি	২৫
১২।	আয়কর আইনের সার পদার্থ	২৬
১৩।	আয়কর আইনের প্রধান অংশসমূহ	২৬
১৪।	আয়কর আইনে সন্নিবেশিত ধারাসমূহের শ্রেণীকরণ	২৭
১৫।	শিরোনামা	২৭
১৬।	আয়কর আইনের উপাদানসমূহ	২৮
১৭।	দফাসমূহ	২৯
১৮।	হিসাব পদ্ধতি	৩২
১৯।	অর্থ এবং বলিতে ----- অন্তর্ভুক্ত হইবে	৩২
২০।	সংযোজক ও বিয়োজক	৩৩
২১।	স্বেচ্ছা-ক্ষমতা ও আদেশমূলক ক্ষমতা	৩৩
২২।	স্বাভাবিক বিচারনীতি বা প্রিন্সিপল অব ন্যাচারাল জাষ্টিস	৩৫
২৩।	সংশোধন, সাংবিধানিক বৈধতা এবং পিছনের দিন হইতে কার্যকারিতা	৩৬

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রারম্ভিক

ধারাঃ

১।	সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন	৪১
২।	সংজ্ঞা	৪১

কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

১১।	আপীলাত ট্রাইব্যুনালের প্রতিষ্ঠা	৫৫
১২।	বেঞ্চের দ্বারা ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা প্রয়োগ	৫৫
১৩।	বেঞ্চের সিদ্ধান্ত	৫৫
১৪।	একজন সদস্যের দ্বারা ক্ষমতার প্রয়োগ	৫৬
১৫।	কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ	৫৬

আয়কর আরোপ

১৬।	আয়কর ধার্য	৫৬
১৭।	মোট আয়ের পরিধি	৫৭

আয় গণনা

২০।	আয়ের খাতসমূহ	৫৮
২১।	বেতন	৫৮
২২।	লগ্নিপত্রের ওপর সুদ	৬০
২৩।	লগ্নিপত্রের ওপর সুদ হইতে উপপাদন	৬০
২৪।	গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয়	৬১
২৫।	গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয় হইতে উপপাদন	৬২
২৬।	কৃষি আয়	৬৪
২৮।	ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়	৬৪
৩১।	মূলধনী মুনাফা	৬৫
৩২।	মূলধনী মুনাফা গণনা	৬৬
৩৩।	অন্যান্য উৎস হইতে আয়	৭২
৩৪।	অন্যান্য উৎস হইতে আয় হইতে উপপাদন	৭২
৩৭।	লোকসান পূরণ	৭৪
৩৮।	ব্যবসার লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা	৭৫
৩৯।	ফটকা ব্যবসার লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা	৭৬
৪০।	"মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা	৭৬
৪১।	"কৃষি আয়" খাতের অধীন লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা	৭৭
৪২।	লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানার শর্ত ও সীমাবদ্ধতা, ইত্যাদি	৭৮
৪৩।	মোট আয় গণনা	৮১

অব্যাহতি ও ভাতা

৪৪।	অব্যাহতি	৮৪

দ্বৈত করারোপণ উপশম

১৪৪।	দ্বৈত করারোপণ পরিহার চুক্তি	৯২
১৪৫।	বাংলাদেশের বাহিরে উদ্ভূত আয় সম্পর্কে রেহাই	৯৩

বিবিধ

১৮২।	মামলা ও অভিযোগ বারিত, ইত্যাদি	৯৩
১৮৩।	কর ধার্য সংক্রান্ত আইনগত বিধান, অনিস্পন্ন থাকা সত্ত্বেও অধ্যাদেশ কার্যকর থাকিবে	৯৩

বিধি ও রহিতকরণ

১৮৫।	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	৯৪
১৮৬।	রহিতকরণ ও হেফাজত	৯৫
১৮৭।	অসুবিধা দূরীকরণ	৯৬

আয়কর

রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত অর্থ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন কর ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ কর ব্যবস্থা রাষ্ট্রের বাজেট ব্যবস্থাপনায় প্রাধান্য পাইবে। রেজিমেন্টেড সোশ্যালিষ্ট ইকোনমি বলিয়া অভিহিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় এবং সরকারী পর্যায়ে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাপনা তথা সরকারী হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ সম্বলিত মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় একক ব্যক্তির আয়কর ও করপোরেট আয়কর প্রভৃতি করদায়িকের উৎসের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রগতিশীল প্রত্যক্ষ করসমূহ রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান না রাখিলেও গণতান্ত্রিক জনকল্যাণমুখী অর্থ ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকৃত বাজারমুখী প্রতিযোগিতামূলক অর্থ ব্যবস্থায় তাহারা দীর্ঘকাল অবধি অত্যুত্তম কর ব্যবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে যেহেতু তাহারা কর প্রদানের সামর্থ্য অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে স্বীকার করে। তাহাদের ক্ষেত্রে করের প্রভাব ও আপতন একই ব্যক্তির ওপর থাকিয়া যায়, বিধায় তাহারা মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), আবগারী শুল্ক, আমদানি শুল্ক, বিক্রয় কর প্রভৃতি যে সকল করের ক্ষেত্রে করের প্রভাব ও আপতন একই ব্যক্তি বহন করে না অর্থাৎ কর-চালনা সম্ভব সেই সকল পরোক্ষ করসমূহের ন্যায় করদায়িকের অত্যাবশ্যকীয় ভোগের প্যাটার্ণকে প্রচলিত রীতি হইতে পরিবর্তনে বাধ্য করে না, বরং করদায়িকের আয় উপার্জনের প্যাটার্ণ প্রভাবিত করিয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গতিবর্ধক করে, সরকারের রাজস্ব চাহিদা পূরণ করে, বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে পুঁজি বিনিয়োগে বা পুনঃবিনিয়োগে উৎসাহিত করে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার সুদৃঢ় করে এবং দাতাগোষ্ঠীর কঠোর শর্তের বৈদেশিক ঋণ ও উক্ত ঋণ প্রাপ্তির অনিশ্চিত প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে তাহাদের সার্থক প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তথাপি এই সকল রাষ্ট্র বাধা অতিক্রম করিবার পথ খুঁজিতেছে এবং আয়করের ওপর তাহাদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করিতেছে। সাধারণতঃ, স্বল্প উন্নত রাষ্ট্রসমূহের কর ব্যবস্থাপনায় প্রগতিশীল আয় ও মুনাফা কর হইতে গৌণ অংশ এবং বিশেষ আবগারী শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও ষ্ট্যাম্প শুল্ক হইতে মুখ্য অংশ প্রাপ্তির কারণে অধিকতর উন্নত রাষ্ট্রসমূহের চাইতে স্বল্প উন্নত রাষ্ট্রসমূহের কর ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা কম বলিয়া অনুমান করা হয়। ভোগ করসমূহের লক্ষণীয় বিদ্যমানতা ও প্রগতিশীল প্রত্যক্ষ করসমূহ ধার্যে বাধার কারণে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের কর ব্যবস্থা অবনতিশীল বলিয়া প্রায়ই বিবেচনা করা হয়।

তাত্ত্বিক বিচারে বাজারমুখী প্রতিযোগিতামূলক অর্থ ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ কর কার্যকর হইতে পারে, কিন্তু কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন হইতে পারে না। ব্যাপক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক দক্ষতার আকাঙ্ক্ষিত নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে মূল্য, মজুরি ও সামাজিক সেবাসমূহ নির্দিষ্টকরণের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও ব্যক্তিগত আয়ের বন্টন নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

মানবতাবোধ সম্পন্ন উদার ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থ ব্যবস্থার সহিত কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থার তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় কর ধার্যের দ্বারা মুনাফার হার কিছুটা পরিবর্তন করার বা আয়ের বন্টন সংশোধন করার প্রয়োজন হইতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থাভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ উপরোক্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করে না। পূর্ব ইউরোপে আয়কর প্রয়োগ হয়, যদিও তাহাদের প্রদত্ত অংশ অন্যান্য অঞ্চল হইতে কম। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে আয়কর ধার্য করা হয়, কিন্তু ইহার অভিলাষ প্রধানতঃ বিদেশী একক ব্যক্তি, কোম্পানী ও যৌথ-উদ্যোগের ওপর কর ধার্য করা। ইহার উচ্চ ব্যক্তিগত অব্যাহতির কারণে, ১৯৮০ সনে গৃহীত একক ব্যক্তির আয়কর কেবল প্রায় বিশ জন চীনার ওপর ধার্য করা যাইবে বলিয়া প্রত্যাশা করা হইয়াছিল, যাহারা সকলে অভিনেতা, চিত্রকর বা গ্রন্থকার ছিল।

একক ব্যক্তির আয়কর

একক ব্যক্তির আয়কর একটি "আধুনিক" কর হিসেবে অনুভূতি জাগায় যেহেতু অন্যান্য করের চাইতে ইহা অধিকতর পক্ষপাতশূন্যভাবে একক ব্যক্তির ওপর ধার্য করা যাইতে পারে। ইহা কর প্রদানের সামর্থ্যের একটি স্বীকৃত মানদণ্ড প্রয়োগ করে। একটি প্রত্যক্ষ কর হিসেবে, ইহা করদায়িকের আবশ্যকতা বিবেচনা করিতে সমর্থ, যাহা তাহার নির্ভরশীলগণের সংখ্যা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত অবস্থার দ্বারা নির্দেশ করে। ইহা প্রগতিশীল হার অবলম্বন করিবার উপযুক্ত। ইহা একক ব্যক্তির ডিসপোজএবল ইনকাম হ্রাস করে অর্থাৎ ইহার অর্থনৈতিক ফলাফল সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ নয়। যদিও ইহার অর্থনৈতিক ফলাফল সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য নয়, তথাপি অধিকাংশ আবগারী শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও বিক্রয় কর গণনার ফলে প্রাপ্ত বিষয় অপেক্ষা একটি উত্তম একক ব্যক্তির আয়কর গৃহস্থালি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কতিপয় অনভিপ্রেত ও ক্রিয়াহীন প্রভেদ অন্তর্ভুক্ত করে। উপসংহারে, একক ব্যক্তির আয়করের উৎপাদ অত্যধিক পরিমাণে স্থিতিস্থাপক হইতে পারে।

এই সকল সুবিধা একটি উত্তমরূপে প্রণীত ও ন্যায্যভাবে পরিচালিত একক ব্যক্তির আয়করে সংসৃষ্ট হয়। বাস্তবে, অনেক রাষ্ট্রের একক ব্যক্তির আয়কর অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আদর্শ হইতে প্রস্থান করিয়াছে। অন্যান্য জটিল কৌশলের ন্যায়, আয়কর ত্রুটিপূর্ণভাবে কাজ করিতে পারে এবং ক্ষতি করিতে পারে যদি ইহা সাবধানতার সহিত প্রণীত ও যথাযথভাবে প্রয়োগ না হয় এবং কর প্রশাসন দুর্বল ও অনুপযোগী হয়।

মুখ্য রাজস্ব উৎস রূপে প্রয়োগ সম্পর্কিত শর্তসমূহ

প্রত্যেক রাষ্ট্র একক ব্যক্তির আয়কর মোটামুটি প্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু ইহা মুখ্য রাজস্ব উৎস হইতে পারে কেবল যদি নির্দিষ্ট পূর্ব শর্তসমূহ পূরণ করে। ১৯৫১ সনে প্রস্তাবিত শর্তসমূহের একটি তালিকা নিম্নে অন্তর্ভুক্ত করা হইলঃ (১) প্রবলভাবে মুদ্রা অর্থনীতির অস্তিত্ব; (২) সাক্ষরতার উচ্চ মান তথা পড়িবার লিখিবার এবং মৌলিক গণিত

বুঝিবার যোগ্যতা; (৩) ন্যায়পর ও নির্ভরযোগ্য হিসাবের সাধারণ প্রচলন অর্থাৎ হিসাব পদ্ধতিতে অশোধ্য বা অনাদায়ী এবং অনিশ্চিত ঋণ, অবচয় বা বৈদেশিক বিনিময় ঝুঁকি প্রভৃতি সহ আন্তর্জাতিক হিসাব মানসমূহের অন্তর্ভুক্তিকরণ ও তাহাদের যথাযথ প্রয়োগ এবং কোম্পানী ও উহার সাবসিডিয়ারিসমূহের মধ্যে হিসাবের সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা ইত্যাদি; (৪) করদায়িকগণের পক্ষে ব্যাপক মাত্রায় স্বেচ্ছাধীন কর পরিপালন; (৫) নিজ স্বার্থের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী ব্যক্তিবর্গ প্রভাববিস্তার করিতে পারিবে না এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং (৬) সৎ ও পরিমিতভাবে দক্ষ প্রশাসন।

এই সকল সাধারণশ্রেণীভুক্তি বারংবার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হইতেছে কিন্তু অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে না; খুব সম্ভবতঃ ইহাদিগকে সেইরূপে পরীক্ষা করা যাইতে পারে না, যেহেতু প্রথম দুইটি ব্যতীত অবশিষ্ট শর্তসমূহ বিচার্য বিষয়ের অপরিহার্য উপাদান। একজন সমালোচক যুক্তি-প্রদর্শন করিয়াছেন যে, প্রস্তাবিত শর্তসমূহ অত্যন্ত কঠোর এবং তাহারা (প্রস্তাবকগণ) কাল্পনিক শর্তসমূহ আরোপ করিয়াছেন। কোথাও স্বেচ্ছাধীন কর পরিপালনের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি প্রত্যাদেশে সন্দেহাকুল এবং তিনি যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে, ল্যাটিন আমেরিকা ও অন্যান্য অঞ্চলে যেখানে সম্পদ অত্যধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত সেখানে বিপুল অঙ্কের রাজস্ব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির ওপর দয়ালেশশূন্যভাবে বলবৎ কর হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

সর্বসম্মতিক্রমে, সাক্ষরতা ও মুদ্রায়নের উচ্চ মাত্রা পর্যাপ্ত করের সর্বাপেক্ষা প্রাসঙ্গিক এবং মুখ্য রাজস্ব উৎস হওয়ার উদ্দেশ্যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ওপর আয়কর আরোপ করার প্রয়োজন হয় না। ১৯৩৯ সনে আমেরিকায় আয়কর জনসংখ্যার কেবল শতকরা ৫ ভাগকে অন্তর্ভুক্ত করিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর রাজস্বের প্রায় শতকরা ১৮ ভাগ উৎপাদন করিত। তৎসত্ত্বেও, একক ব্যক্তির আয়করের ন্যায় একটি জটিল পরিমাপনের পক্ষপাতশূন্য সক্রিয়তার জন্য স্বেচ্ছাধীন কর পরিপালন, নির্ভরযোগ্য হিসাব এবং যোগ্য প্রশাসন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদিও এই সকল শর্ত বাস্তবভাবে মূল্যায়ন করা দুঃসাধ্য, তাহাদের সর্বব্যাপিতা, তথ্যাভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকগণের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আয়করের আপেক্ষিক অবদানের সহিত নিশ্চিতভাবে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়। এতদ্ভিন্ন, যে সকল রাষ্ট্রে আয় ও সম্পদ অত্যধিক পরিমাণে কেন্দ্রীভূত সেখানে জনসংখ্যার ক্ষুদ্র অংশের ওপর প্রবল প্রগতিশীল করসমূহ বলবৎ করা যাইতে পারে কিনা তাহা অনিশ্চিত। অনুরূপ করসমূহের স্থায়ী প্রয়োগের চাইতে স্বত্বনিরসন সহ আকস্মিক উত্তোলন সম্ভবতঃ অধিকতর সম্ভব।

বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, একক ব্যক্তির আয়কর মূল নিয়মের দিক দিয়া যদিও ন্যায়বিচারপূর্ণ, তথাপি ইহা ন্যায্যভাবে আরোপ করা যে অত্যন্ত কঠিন তাহা নূতন কিছু নয়। উনবিংশতিতম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে লিখিত গ্রন্থে, জন ষ্টুয়ার্ড মিল দাবি করিয়াছেন যে, আয়কর সম্ভবতঃ অতীব অসমভাবে আরোপ করা এবং অতীব ব্যাপকভাবে কৌশলে এড়ানো হইয়াছিল বলিয়া গুরুতর জাতীয় সঙ্কটের জন্য ইহা বিশেষ অর্থ-সংগ্রহের উপায় হিসেবে সঞ্চয় হইতে পারে, যেখানে বিপুল অতিরিক্ত রাজস্বের প্রয়োজন সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করে। ব্রিটেন মিলের উপদেশ গ্রহণ করে নাই এবং কিছুকাল পরে যুদ্ধবিগ্রহহীন শান্তির সময় ব্রিটিশ আয়কর রাজস্বের মুখ্য উৎস এবং সংবিধিবদ্ধ আইন [illegible] কর পরিপালনের একটি মডেল হইয়া ওঠে।

উপসংহারে বলা যায় যে, স্বল্প উন্নত রাষ্ট্রসমূহ আয়কর পরিত্যাগ করিবে না। অতি প্রচলিত রাজনৈতিক ভাবপ্রবণতা বা অনুভূতি ইহার প্রয়োগ দাবি করে। নিশ্চয়ই, উন্নয়নের প্রারম্ভিক বা মধ্যবর্তী পর্যায়ে এই সকল রাষ্ট্রের সরকারগণ একক ব্যক্তির আয়করকে মুখ্য রাজস্ব উৎস গণ্য করিবে না। সীমিত পরিধির কর এবং মাঝারি ধরনের হার লইয়া অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে, এই সকল রাষ্ট্র ইহা প্রসারিত ও বৃদ্ধি করিতে পারে। এই প্রক্রিয়া আঁকড়াইয়া ধরা প্রয়োজন হয় না যদি কেবল ইহা শিল্পপণ্যোৎপাদী রাষ্ট্রে উন্নতিলাভ করে।

কর ব্যবস্থাপনায় আয়করের অনুপাত বৃদ্ধির কৌশল

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে কল্যাণমূলক কর্মসূচীগুলির গড় সুবিধার অধিকাংশই ভোগ করে অধিক আয়ের পরিবারগুলি, অথচ কর ব্যবস্থাপনায় প্রগতিশীল প্রত্যক্ষ আয় ও মুনাফা কর হইতে গৌণ অংশ এবং ভোগ করসমূহ হইতে মুখ্য অংশ প্রাপ্ত হয়। এই সকল রাষ্ট্রে অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের জনগণের ওপর করের আপতন অধিক এবং অর্জিত প্রবৃদ্ধির সুফল অধিক ন্যায্যতা ও সার্থকতার সহিত জনগণের মধ্যে বন্টন করা সম্ভব হয় না এবং ভোগ করসমূহের অতি প্রচলনের বিপক্ষে জনমত অত্যন্ত প্রবল। এই সকল রাষ্ট্রে নাগরিক পিছু আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির হার অত্যন্ত নিম্ন এবং মুখ্য রাজস্ব উৎস হিসেবে আয়করের সার্থক প্রয়োগ যে সকল শর্তের ওপর নির্ভর করে সেই সকল শর্ত উন্নয়নের প্রারম্ভিক বা মধ্যবর্তী পর্যায়ে অনেক রাষ্ট্রে পূরণ হয় না। তৎসত্ত্বেও, স্বল্প উন্নত রাষ্ট্রসমূহ আয়কর পরিত্যাগ করে নাই। অতি প্রচলিত রাজনৈতিক ভাবপ্রবণতা বা অনুভূতি ইহার প্রয়োগ দাবি করে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে ইহার সার্থক প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তথাপি এই সকল রাষ্ট্র বাধা অতিক্রম করিবার পথ খুঁজিতেছে এবং আয়করের ওপর তাহাদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করিতেছে। কর ব্যবস্থাপনায় আয়করের অনুপাত বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ, স্বদেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের পরিমাণ ও এর গুণগতমান বৃদ্ধি, আর্থিক খাত তথা ঋণ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, কালোপযোগী আয়কর আইন ও ইহার নিরপেক্ষ প্রয়োগ, কর প্রশাসনের সহিত সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাঁহাদের স্বেচ্ছা–ক্ষমতার ক্ষেত্র হ্রাস, স্বেচ্ছাধীন কর পরিপালন, ন্যায়পর ও নির্ভরযোগ্য হিসাবের সাধারণ প্রচলন, যুক্তিযুক্ত কর হার এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মশীলতার গ্রস প্রফিট মার্জিন সম্পর্কিত বর্ণনামূলক তথ্য ও উপাত্ত অত্যন্ত প্রয়োজন।

কর সংশোধন সম্পর্কিত কর্মের পরিধি এক রাষ্ট্র হইতে অপর রাষ্ট্রে ভিন্ন হওয়া প্রারম্ভিক কর পদ্ধতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, প্রশাসনিক বাধা এবং সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের ওপরে নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে কর সংশোধনের সঠিক লক্ষ্য সম্পর্কিত কয়েকটি সর্বজনগত সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতা হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কর হার নিম্নতর অবস্থায় আনয়ন করা এবং উহার ফলে মিথ্যা বর্ণনা যথাসম্ভব হ্রাসকৃত করা। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যতদূর সম্ভব কর নেটের মধ্যে আনিতে হইবে।

কর অব্যাহতি কেবল সর্বাপেক্ষা অধিক বাধ্য বিষয়ে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। তুলনামূলকভাবে দ্রুত–বাড়ন্ত খাতসমূহে কার্যকরভাবে কর ধার্য নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কঠোর প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে, যদিও এই প্রচেষ্টা তাহাদিগকে অত্যধিক চাপ দেয় এবং এই সকল খাতে অতীব শ্বাসরোধ করা পদক্ষেপ অবশ্যই বাধা দিতে হইবে। প্রশাসনিক সংস্কার সহ অনুরূপ একটি কর কাঠামোর সমন্বয় কর আদায় বিলম্বের বা পিছাইয়া পড়ার পরিমাণ হ্রাস করে, আয় বৃদ্ধি করিয়া কর পদ্ধতি প্রতিবেদনশীল করিতে পারে এবং এইভাবে সরকারী ব্যয়ের তুলনায় পিছনে পড়িয়া থাকা কর রাজস্বের ক্রমবৃদ্ধি ঘটিতে না দেওয়ার স্বেচ্ছাধীন কর আইনের বারংবার প্রয়োজন যথাসম্ভব হ্রস্বীকৃত করে।

অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা (সারণী ১) আরও প্রস্তাব করে যে, অল্প সংখ্যক উদ্দীপক, উপপাদন ও অব্যাহতি হ্রাস, কর ভিত্তিতে প্রান্তিক সুবিধাসমূহের অন্তর্ভুক্তি ও ধারণাভিত্তিক কর নির্ধারণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগত আয়করের ভিত্তি এবং ব্যক্তির সংজ্ঞায় সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্তি, অল্প সংখ্যক কর উদ্দীপক ও সম্পত্তির ওপরে সর্বাল্প কর আরোপ করিয়া করপোরেট আয়করের ভিত্তি সাধারণতঃ সম্প্রসারণ করার চেষ্টা করা যায়। যদিও, এই সকল সংস্কারের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইয়া ওঠিতে সময় লাগিতে পারে, সংস্কারের এই লক্ষ্যসমূহ আধুনিক কর তত্ত্বের মূল বাণীর সহিত ঘনিষ্ট সাদৃশ্য হয়, যাহা নিম্ন হার এবং অব্যাহতি ও উপপাদন হ্রাসের দ্বারা করের ভিত্তি সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দেয়।

সারণী ১ ঃ ক। কর সংস্কার ব্যবস্থা ঃ ব্যক্তিগত আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণ

	প্রান্তিক সুবিধাসমূহের অন্তর্ভুক্তি ক	ধারণাভিত্তিক কর নির্ধারণ খ	পরিমিত উপপাদন গ	প্রতিরোধী বৃদ্ধি ঘ
বলিভিয়া		×	×	×
কলম্বিয়া		×	×	
ইন্দোনেশিয়া	×		×	
জ্যামেকা	×		×	×
মালাবি	×			
মেক্সিকো		×	×	
মরক্কো		×		
তুরস্ক	×	×		×

খ। কর সংস্কার ব্যবস্থা ঃ করপোরেট ভিত্তি সম্প্রসারণ

	সম্পত্তির ওপরে সর্বাল্প কর	সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্তি	অল্প সংখ্যক কর উদ্দীপক
বলিভিয়া	×	×	×
কলম্বিয়া		×	×
ইন্দোনেশিয়া		×	×
মালাবি		×	
মেক্সিকো	×		×
মরক্কো	×		
তুরস্ক		×	×
জিম্বাবুয়ে		×	

[ক] নির্দেশ করে যে, নিয়োগকর্তার-যোগানো সুবিধাসমূহ যেমন বাসস্থান ভাতা (উদাহরণস্বরূপ, জ্যামেকায়), উত্তাপ ভাতা (উদাহরণস্বরূপ, তুরস্কয়) এবং কোম্পানীর গাড়ী ব্যবহার (উদাহরণস্বরূপ, মালাবিতে) করযোগ্য আয়ের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

[খ] করযোগ্য আয়ের ধারণাভিত্তিক কর নির্ধারণের ভিত্তি হইতেছে ব্যবসায়ে খাটানো মোট মূলধন (উদাহরণস্বরূপ, মেক্সিকোয়), সম্পদ ধারণ (উদাহরণস্বরূপ, কলম্বিয়ায়) বা ভোগ নির্দেশক (উদাহরণস্বরূপ, তুরস্কয়)।

[গ] অনেক রাষ্ট্র বহুসংখ্যক ব্যক্তিগত উপপাদন এক পাশে ঝাঁটাইয়া **অপসরণ** করিয়াছে এবং একক ব্যক্তিগত ভাতা দ্বারা তাহাদিগকে প্রতিস্থাপন করিয়াছে।

[ঘ] উৎসে প্রতিরোধী কর শ্রম আয়ের ওপর প্রয়োগ হইতে পারে, সকল উৎসের আয় (উদাহরণস্বরূপ, বলিভিয়া) সুদ আয় (উদাহরণস্বরূপ, তুরস্ক) বা উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় (উদাহরণস্বরূপ, তুরস্ক)।

টীকা ঃ × নির্দেশিত করে সেই বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল।

Source : Wayne R. Thirsk, "Recent Experience with Tax Reform in Developing Countries", Ricerche Economiche (April–September 1990), pp. 321–348.

কৃষি ভূমির ওপরে কর রাজস্বের বহু পুরাতন উৎস যাহা সেকালে ভারত উপমহাদেশ, চীন, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য রাষ্ট্রে কর রাজস্বের বৃহৎ ভগ্নাঙ্ক উৎপাদন করিত। বিগত অর্ধ শতাব্দী বা ইহার চাইতে বেশী সময় যাবৎ, অন্যান্য করের সম্প্রসারণ ও অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের কারণে উহাদের অনুরূপ অংশ প্রদান হ্রাস পাইতেছে এবং কয়েকটি রাষ্ট্রে প্রকৃত অর্থে উহাদের সুনিশ্চিত উৎপাদন সম্ভবতঃ হ্রাস পাইতেছে।

একটি সাথর্ক করের কতিপয় অপরিহার্য প্রয়োগিক ও প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তভাবে কেবল এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, একটি আর্থিক জরীপ প্রয়োজন হয়। এইটি প্রত্যেক এলাকার ভূমির অবস্থান, আয়তন, এবং স্বত্ব বা ভোগদখলের নথি; ইহা চাষের মাটি (যেমন, দো–আঁশ মাটি)র নমুনা, ব্যবহারের ধরন ও উপযুক্ত মূল্য সংক্রান্ত, তথ্যও অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে। প্রায়ই একটি জরীপ প্রস্তুতের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে কাল্পনিক মানচিত্র অঙ্কন। অত্যধিক বিস্তারিত জরীপসমূহ ব্যয়বহুল এবং শেষ করিতে অনেক সময় লাগিতে পারে, তৎসত্ত্বেও সহজ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভূমি অবশ্যই ইহার বার্ষিক ভাড়া মূল্য বা ইহার মূলধনী মূল্য অনুযায়ী মূল্যাবধারণ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ভূমি (রিম) বা মালিক (পারসোনাম) এ দুয়ের মধ্যে কোনটির ওপর কর আরোপ করা হইবে এই আইন–সংক্রান্ত প্রশ্নে (সিদ্ধান্ত) গ্রহণ করিতে হইবে। অধিকাংশ রাষ্ট্রে, এই কর রিম কর রূপে বিবেচনা করা হয়। এর অর্থ মালিকের মোট সম্পদ বা আয় বিবেচনা ব্যতিরেকে, ঐ অংশ একক রূপে ধার্য করা হইবে এবং ঐ কর প্রয়োজনীয় শর্তে ভূমি বাজেয়াপ্ত করায় বাধ্য করিতে পারে, যদি মালিককে খুঁজিয়া বাহির করা না যায়। ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্র, পারসোনাম

কর বাছিয়া লইয়াছে এবং তাহাদিগকে আদায় করার কাজ অবশ্যই মালিকের বিরুদ্ধে নির্দেশিত করিবে। যদিও পারসোনাম অভিগমন ভূমির মালিকানা কেন্দ্রীভূতকরণ হ্রাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ও কর প্রদানের সামর্থ্যের সহিত অধিকতর স্পষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, রিম কর পরিচালনা করা অনেক সহজ এবং অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের নিকট পছন্দনীয়। চতুর্থতঃ, কর হার ও হার কাঠামো (পছন্দ অনুযায়ী) বাছিয়া লইতে হইবে। কোন রিম করের জন্য, ক্ষুদ্র ভূ-ভাগের জন্য কার্যকর অব্যাহতিসহ, কেবল একটি সমানুপাতিক হার যথোচিত হইবে। প্রগতিশীল হার পারসোনাম কর-এ ব্যবহৃত হইতে পারে এবং কয়েকটি ল্যাটিন আমেরিকার কর-এ তাহারা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং অন্যান্য অঞ্চলের জন্য প্রস্তাবিত বিষয়। তৎসত্ত্বেও, এক রকম সম্পদের মোট মূল্যের ওপরে করের জন্য; প্রগতিশীলতা কর প্রদানের সামর্থ্য নীতি হইতে সামান্য সমর্থন লাভ করে, এবং পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে মালিকানার কৃত্রিম বিভাজনের দ্বারা প্রগতিশীল হার এড়ানো যাইতে পারে। **উপসংহারে**, প্রয়োগিক সমস্যাবলী কাটাইয়া ওঠা সম্ভব না হইলে একটি পৃথক দপ্তরের দ্বারা অযৌক্তিকভাবে ভূমি উন্নয়ন কর ধার্যের পরিবর্তে আয়কর ধার্য যুক্তিসঙ্গত হইবে।

নীট সম্পদের ওপরে কর আয় করারোপণের সম্পূরক অংশ রূপে সনির্বন্ধ আবেদন করে। কয়েকটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে ইহা আরোপ করা হয় কিন্তু সামান্য রাজস্ব উৎপাদন করে এবং অধিকাংশ রাষ্ট্রে অবশ্যই অকার্যকর বিবেচনা করা হইবে। শহুরে সম্পত্তির ওপরে বাছিয়া লওয়ার ক্ষমতাবিশিষ্ট সম্পদ কর কয়েকটি ব্রিটিশ-প্রভাবিত রাষ্ট্রে মধ্যমভাবে অর্থপূর্ণ হয় কিন্তু বিদেশী পরামর্শদাতাগণের সুপারিশ সত্ত্বেও, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় নাই। একমাত্র উরুগুয়ে, যেখানে একক ব্যক্তির আয়কর নাই, ইহা সাম্প্রতিক বৎসরসমূহে মোট কর রাজস্বের শতকরা এক ভাগ অতিক্রম করিয়াছে। সম্পদ করের উচ্চ হার করদায়িককে আয়ের সঠিক তথ্য স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রকাশে নিরুৎসাহিত করে এবং আয় গোপন বা ব্যয়স্ফীতকরণের দ্বারা কর ফাঁকি দিতে উৎসাহিত করে। উপরোক্ত কারণে আয়করের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনেক রাষ্ট্র সম্পদ কর ব্যবস্থায় উচ্চ কর অব্যাহতি ও নিম্ন কর হার প্রতিস্থাপন করিয়াছে।

দান কর অনেক রাষ্ট্রে আরোপ করা হয়, কিন্তু সাধারণতঃ উদার অব্যাহতি ও পরিহার সম্ভাবনা হেতু ইহার উৎপাদ ন্যূন। ইহাকে গতানুগতিক রাজস্ব পরিমাপনের চাইতে বরং সামাজিক নীতির দলিল রূপে বিবেচনা করিতে হইবে। এ কারণে আয়কর ব্যবস্থায় রাজস্ব ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে আয়করের পরিপূরক ও সম্পূরক হিসেবে অনেক রাষ্ট্র দান কর প্রবর্তন করিয়াছে।

প্রাসঙ্গিক জরীপ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মশীলতার গ্রস প্রফিট মার্জিন সম্পর্কিত সঠিক ও নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ,কর কর্মকর্তাগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাঁহাদের স্বেচ্ছা-ক্ষমতার ক্ষেত্র হ্রাস প্রভৃতির মাধ্যমে কর নেটের বাহিরে অবস্থানরত করদায়িকগণকে কর নেটের ভিতরে আনয়ন এবং কর ধার্য আয় বা ইহার অংশ বিশেষ ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে গোপন, অথবা কর নির্ধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন, অথবা ব্যয়স্ফীতকরণ, অথবা কম করিয়া কর ধার্য, অথবা অত্যধিক উপশম বা

প্রত্যর্পণ প্রভৃতির দ্বারা কর নেটের ভিতরে অবস্থানরত করদায়িকগণ যে কেসসমূহে কর ফাঁকি দিয়াছেন সেই সকল কেস পুনর্বিবেচনা বা, ক্ষেত্রমত, পুনঃনির্ধারণ করিয়া কর ব্যবস্থাপনায় আয়করের অনুপাত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তবে করদায়িককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া কোন নিষ্পন্ন কেস পুনর্বিবেচনা বা, ক্ষেত্রমত, পুনঃনির্ধারণ করা যাইবে না অর্থাৎ স্বাভাবিক বিচারনীতি বা প্রিন্সিপল অফ ন্যাচারাল জাষ্টিস অনুসরণ করিতে হইবে।

কর ব্যবস্থাপনায় আয়করের অনুপাত বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্ব উল্লিখিত প্রক্রিয়াসমূহ অবলম্বন করা সত্ত্বেও আয়কর কর ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতে পারে না- যদি রাষ্টে দায়-বোধ সম্পন্ন স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা বজায় থাকে অর্থাৎ কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে দায়-বোধ সম্পন্ন স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আয়করের প্যারফরমেন্স ভাল।

গ্লোবাল, সিডিউলার এবং মিশ্র পদ্ধতি

একক ব্যক্তির আয়কর গ্লোবাল (বা ইউনিটারী), সিডিউলার, বা মিশ্র পদ্ধতি রূপে শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে। কোন প্রাপ্তিকে একক ব্যক্তি করদায়িকের আয়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে কি হইবে না যে কোন কর পদ্ধতিতে এই প্রশ্নের জবাব উক্ত প্রাপ্তি আয় না মূলধন তাহার ওপর নির্ভরশীল। আইনের দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে বহির্ভূত আয় ব্যতীত যে কোন আয়ের প্রাপ্তিকে যে কোন কর পদ্ধতিতে একক ব্যক্তি করদায়িকের আয়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। যে সকল আয়ের প্রাপ্তি আইনের দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে মোট আয় হইতে বহির্ভূত হইবে উক্ত আয়ের প্রাপ্তিসমূহকে মোট আয় হইতে বহির্ভূত আয় বা অকরধার্য আয় বলা হয়। প্রকৃত গ্লোবাল কর-এ, আয় উপার্জনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যয় এবং ব্যক্তিগত কর অব্যাহতি বাদ দেওয়ার পরে, সকল উৎস হইতে আয়ের মোট করা হয় এবং একক কর হার বা কর হার ক্রমাঙ্কিত সেটের সাপেক্ষ করা হয়। প্রকৃত সিডিউলার পদ্ধতিতে, প্রধান আয়ের উৎসের প্রতিটি-বেতন ও মজুরি, লভ্যাংশ, রেন্ট, ব্যবসায়িক মুনাফা এবং এইরূপ সমস্ত-একটি পৃথক কর হারের অধীন। সিডিউলসমূহের মধ্যে হারের পার্থক্য হইতে পারে তৎসত্ত্বেও ক্রমাঙ্কিত হয় না; ব্যক্তিগত কর অব্যাহতি বাদ দেওয়া হয় না এবং আয় উপার্জনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যয় কেবল বাদ দেওয়া হয়। মিশ্র পদ্ধতি গ্লোবাল ও সিডিউলার করের কতিপয় বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করে।

প্রকৃত গ্লোবাল বা প্রকৃত সিডিউলার পদ্ধতি বর্তমানে বিরল। সাধারণতঃ নামেমাত্র গ্লোবাল পদ্ধতিতে মূলধনী মুনাফা ও কতিপয় উপার্জিত আয় তথা ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা উদ্যমের দ্বারা অর্জিত আয়ের ওপর কার্যকর কর হার অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের ওপর কার্যকর কর হারের চাইতে নিম্ন। মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার ওপর নিম্ন কার্যকর কর হারের স্বপক্ষে দুইটি যুক্তি রহিয়াছে, যথাঃ- (১) জাতীয় আয়ের আয়তন বা আকার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়নে অধিক অবদান রাখিতে সমর্থ এইরূপ ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনশীল খাতসমূহে বিনিয়োগে উৎসাহ দান, (২) শেয়ার বাজারে তারল্য ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। উপার্জিত আয়ের ওপর নিম্ন কার্যকর কর হারের স্বপক্ষে

একাধিক যুক্তি রহিয়াছে, যথাঃ- (১) বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক শ্রমের জন্য ব্যক্তিকে অবকাশ ত্যাগ করিতে হয়, (২) ব্যক্তি কর্ম সম্পাদনে সক্ষম হইলেই কেবল উপার্জিত আয় অর্জনে সমর্থ হয়, (৩) ব্যক্তির অক্ষমতা বা অসুস্থতা বা মৃত্যুর কারণে উপার্জিত আয় অর্জন বন্ধ হইয়া যায়, (৪) অনুপার্জিত আয়ের চাইতে উপার্জিত আয় তুলনামূলকভাবে অনিশ্চিত এই অর্থে যে, ব্যক্তির পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপার্জিত আয় অর্জন করা সম্ভব, (৫) সাধারণতঃ উপার্জিত আয় অর্জনের সহিত ব্যয় সংশ্লিষ্ট থাকে, (৬) উপার্জিত আয়ের ওপর কার্যকর নিম্ন কর হার ব্যক্তিকে কঠোর পরিশ্রম করিতে অধিকতর উৎসাহ দান করে, (৭) উপার্জিত আয়ের ওপর উচ্চতর কর হার ব্যক্তির কর্ম স্পৃহা ও সঞ্চয় প্রবণতার ওপর প্রতিকূল প্রভাব রাখে।

আয় মূলতঃ দুইটি উৎস হইতে উদ্ভুত হয়ঃ (১) ব্যক্তিগত সেবা বা কর্মের কৃতিত্ব, অর্থাৎ, যে কোন ধরনের কাজের অঙ্গীকার; (২) ভূমি ও মূলধনের ন্যায় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা-অর্থাৎ, যে কোন ধরনের সম্পত্তি (যথাঃ-সকল স্থাবর ও অস্থাবর, বস্তুগত ও নির্বস্তুগত সকল প্রকার সম্পত্তি, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগ এবং অনুরূপ সম্পত্তি বা উদ্যোগের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন স্বত্ব বা অংশ),- উৎপাদনে সহায়তা করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। নিম্নের চিত্রে আয়ের বিভিন্ন উৎস দেখানো হইল।

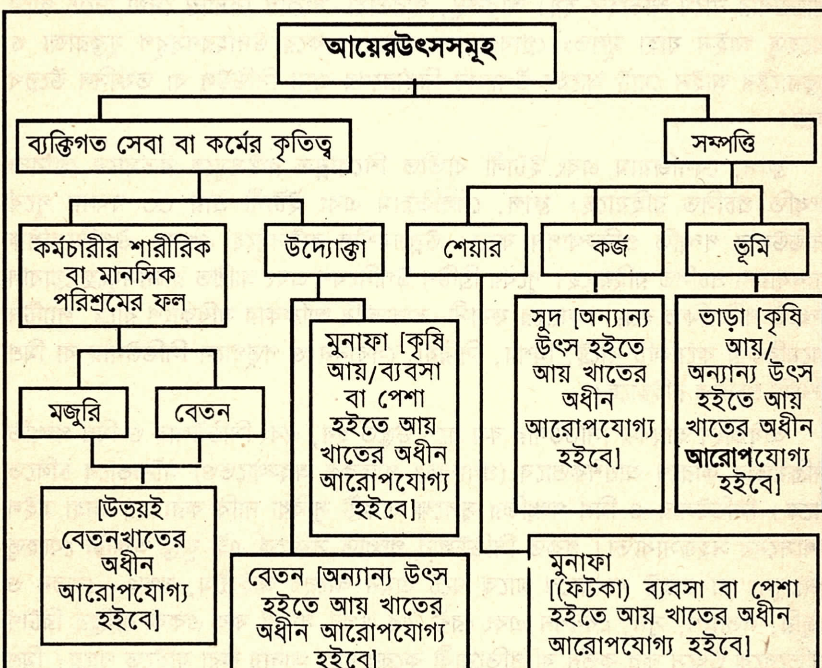

উদ্যোক্তার মুনাফা অর্জনে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক পরিশ্রম তথা ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা উদ্যমের ন্যায় সম্পত্তি, পুঁজি এবং অন্যান্য বাহ্যিক কারণও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ উদ্যোক্তার মুনাফা উপার্জিত ও অনুপার্জিত আয়ের বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত রূপ। এ কারণে অনেক রাষ্ট্রের আয়কর কর্তৃপক্ষ উদ্যোক্তার মুনাফার ক্ষেত্রে উপার্জিত আয় ভাতা অনুমোদন করে না। আবার, অনেক রাষ্ট্রের আয়কর কর্তৃপক্ষ উদ্যোক্তার মুনাফার চাইতে উদ্যোক্তা ও কর্মচারীর কর্মের গুণ ও পরিমাণের স্বীকৃতি সূচক পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে অধিকতর উপার্জিত আয় ভাতা অনুমোদন করে। উপার্জিত আয় অভিব্যক্তি তৎসত্ত্বেও, ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্ব-নিয়োজিত ব্যক্তি হিসেবে বা কোন কর্মচারী হিসেবে, যাহা হউক না কেন, বেতনসমেত নিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয় বুঝাইতে প্রয়োগ হয়, যে আয় অনুপার্জিত আয় হইতে পৃথক যাহা, কর ধার্যের উদ্দেশ্যে, সুদ ও লভ্যাংশ হইতে প্রাপ্ত আয়।অধিকাংশ রাষ্ট্রের আয়কর কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগ আয়ের চাইতে উপার্জিত আয়ের ওপর অধিকতর সদয়ভাবে কর ধার্য করে।

গ্লোবাল পরিপূরক কর, ব্যক্তিগত কর অব্যাহতির বিধান এবং কতিপয় সিডিউলের ক্রমাঙ্কিত হার সংযোজনের দ্বারা প্রকৃত সিডিউলার পদ্ধতি হইতে প্রায়ই মিশ্র পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। মিশ্র পদ্ধতিসমূহ তাহাদের কর্তৃত্বকর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রায়ই গ্লোবাল বা সিডিউলার নামে অভিহিত হয়। অধিকন্তু, পরিভাষা-সংক্রান্ত বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে যেহেতু আইন যাহা মূলতঃ গ্লোবাল কর আরোপ করে উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের আইন মোট আয়ের উপাদান নির্ধারণের জন্য সিডিউল বা তফসিল উল্লেখ করে।

ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ইটালী ব্যতীত শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে বর্তমানে গ্লোবাল পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ইটালী প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্বে সিডিউলার পদ্ধতি প্রতিস্থাপন করে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে এখনও ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণা প্রচলিত রহিয়াছে। পূর্বের ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং আশ্রিত রাজ্যসমূহে গ্লোবাল পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়; পক্ষান্তরে ফরাসী-ভাষাভাষি আফ্রিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রে, ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে, মিশর, সিরিয়া, লেবানন ও পর্তুগালে সিডিউলার বা মিশ্র পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে।

অধিকাংশ আয়কর সিডিউলার কর রূপে উদ্ভূত হয়, এবং সিডিউলার ও মিশ্র পদ্ধতি নিষ্ক্রিয়তার কারণে আংশিকভাবে (প্রধানতঃ প্রতিকূল অবস্থাতেও) অটলভাবে চলিতে থাকে। সিডিউলার ও মিশ্র পদ্ধতির স্বপক্ষে একটি সুবিধা দাবি করা হয় তাহা হইল প্রশাসনের সহজসাধ্যতা। প্রকৃত সিডিউলার পদ্ধতি সম্পর্কে এই যুক্তি অকাট্য যেহেতু পুনঃপুনঃ বা প্রায়ই বা মাঝে মাঝে ঘটে এমন আয়ের আইটেম, যথাঃ- বেতন ও মজুরি, লভ্যাংশ, সুদ, পেনশন এবং রেন্ট এর ওপর সম্পূর্ণ কর একক ব্যক্তির রিটার্ণ ব্যতিরেকে উৎসে কর কর্তন বা প্রতিরোধী করের দ্বারা আদায় করা যাইতে পারে। মিশ্র পদ্ধতিতে, তৎসত্ত্বেও, বিভিন্ন অংশ অন্তর্ভুক্ত করে এইরূপ একটি রিটার্ণ সাধারণতঃ

প্রয়োজন হয়, এবং কতিপয় আয়ের আইটেমের সঠিক সিডিউল নির্ধারণে জটিলতা উদ্ভূত হইতে পারে। মিশ্র পদ্ধতি, তৎসত্ত্বেও, প্রশাসনিকভাবে সহজ হইতে পারে যদি পরিপূরক কর সকল করদায়িকের কেবল সামান্য সংখ্যার ওপর আরোপ করা হয়, এবং যদি কেবল বেতন ও মজুরি প্রাপক ব্যক্তির ওপর আরোপযোগ্য সিডিউলার ও পরিপূরক উভয়বিধ কর একক ব্যক্তির রিটার্ণ ব্যতিরেকে উৎসে কর কর্তন বা প্রতিরোধী করের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আদায় করা হয়, যে রীতি কয়েকটি রাষ্ট্রে প্রচলিত রহিয়াছে। যদিও উৎসে কর কর্তন বা প্রতিরোধী কর গ্লোবাল পদ্ধতিতেও প্রয়োগ হয়, তৎসত্ত্বেও, একক ব্যক্তির করদায়িতা ও উৎসে কর কর্তনের সমষ্টির বিয়োগফল নির্ধারণের জন্য একক ব্যক্তির রিটার্ণ ও চূড়ান্ত কর গণনার প্রয়োজন হয়। প্রকৃত করদায়িতা ও উৎসে কর কর্তনের সমষ্টির বিয়োগফল যদি শূন্য হয়, একক ব্যক্তি করদায়িক রিটার্ণের পরিবর্তে উৎসে কর কর্তনের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে পারিবে এবং অনুরূপ দাখিলকৃত সার্টিফিকেট আয়কর আইনের সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রিটার্ণ বলিয়া গণ্য হইবে।

সিডিউলার পদ্ধতির স্বপক্ষে আরেকটি সুবিধা কখনও কখনও দাবি করা যায় তাহা হইল আয় গোপন, ব্যয়স্ফীতকরণ ও কর ফাঁকি সত্ত্বেও কর হার ক্ষতিপূরণ মিটাইয়া দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বেতন ও মজুরির চাইতে ব্যবসায়িক মুনাফা ও পেশাগত আয়ের ওপর কর হার উচ্চতর হইতে পারে যেহেতু ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, প্রথমোক্ত আয়ের উৎসের চাইতে শেষোক্ত আয়ের উৎসসমূহের বিবরণী কম শুদ্ধ হইবে। কোন নির্দিষ্ট ধরনের আয়ের সকল প্রাপকের ফাঁকির মাত্রা কেবল যদি একই হয়, তৎসত্ত্বেও, অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া প্রকৃত একই ধরনের ফলোৎপাদক করারোপণ সম্পাদন করিতে পারে। কর হারের বিজ্ঞানসম্মত পৃথকীকরণ আয়ের অশুদ্ধ তথ্য প্রদানকারী করদায়িকগণকে অপরাধাদি মার্জনাপূর্বক শাস্তি হইতে অব্যাহতি দেয় এবং আধিকারিকগণকে ক্ষমা করে। নানা মাত্রার প্রতারণায় নীরব বশ্যতার কারণে যে পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হইতে পারে তাহা কর হারের পার্থক্যের দ্বারা মোটামুটিভাবে পূরণ শক্তিশালী আয়কর ব্যবস্থার বিরুদ্ধ চরিত্রের।

আয় করারোপণের বৈশিষ্ট্যসূচক সৌকর্য-প্রগতিশীলতা এবং করদায়িকের ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থার স্বীকৃতি- কেবল গ্লোবাল বা ইউনিটারী কর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। ইহার উৎকৃষ্টতা ব্যাপকভাবে স্বীকার করা হইতেছে। চাদ, গ্যাবন এবং কোন্গোতে গ্লোবাল কর গৃহীত হইয়াছে, যদিও কতিপয় বিশেষ ব্যবস্থাধীনে বেতন ও মজুরি প্রাপকগণ ক্রমাগত সুবিধা ভোগ করে। ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রে বর্তমানে ইউনিটারী কর প্রচলিত রহিয়াছে। যদি না কোন রাষ্ট্র একটি সম্পূর্ণরূপে পুনঃপরীক্ষিত কর হারের সেট প্রবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকে এবং কর প্রশাসন শক্তিশালী হয়, গ্লোবাল কর দ্বারা সিডিউলার বা মিশ্র পদ্ধতি প্রতিস্থাপনের ফলে বেশ রাজস্ব ক্ষতি হইতে পারে যেহেতু সকল ধরনের আয়ের প্রাপকগণের জন্য ব্যক্তিগত কর অব্যাহতি অনুমোদন করা হয়! অতএব, প্রকৃত গ্লোবাল পদ্ধতির লক্ষ্যে যে বেগে গমন করিতে হইবে তৎবিষয়ে ভিন্নমত থাকিতে পারে।

কর হার ও অব্যাহতি

সিডিউলার পদ্ধতিতে ও কয়েকটি গ্লোবাল আয়কর আইনে, আয়ের উৎসসমূহ পরপর উল্লেখ করিয়া করের আওতাভুক্ত আয়ের সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়, সাধারণতঃ, অন্তর্ভুক্তিকারী শব্দসমষ্টি (Catchall Phrase) সংযোজনের দ্বারা বিশেষভাবে উল্লিখিত নহে এইরূপ আইটেমসমূহকে আয়ের আওতাভুক্ত করা হয়। প্রধানতঃ গ্লোবাল করের জন্য, আয়ের সাধারণ সংজ্ঞা সহায়ক বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, যে সংজ্ঞা কোন নির্দিষ্ট আইটেমকে করযোগ্য আয়ে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে কিনা তাহা নির্ধারণ সহজ করিতে পারে। বর্তমানে অধিকাংশ কর বিশেষজ্ঞ পরিবৃদ্ধি ধারণা (accretion concept) সমর্থন করে, তাঁহাদের মতে আয় হইতেছে একক ব্যক্তির ভোগ ও তাঁহার ধনদৌলত বা সম্পত্তির নীট মূল্য বৃদ্ধির বীজগাণিতিক সমষ্টি। স্পষ্টভাবে সংজ্ঞাভুক্ত কতিপয় আইটেমের ওপর প্রশাসনিক দুঃসাধ্যতার কারণে (উদাহরণস্বরূপ, আরোপিত খরচ ও অনাদায়ী মূলধনী মুনাফা) বা নীতিগত কারণে (উদাহরণস্বরূপ, নূতন প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করিবার জন্য যে মুনাফা অব্যাহতিপ্রাপ্ত) সাধারণতঃ কর আরোপ করা হয় না।

অনেক উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে গ্লোবাল আয়করের বা পরিপূরক করের প্রারম্ভিক হার অত্যধিক নিম্ন ও সর্বোচ্চ হার অত্যধিক উচ্চ হইতে পারে। শতকরা ৩ হইতে ৫ ভাগের মতো নিম্ন প্রারম্ভিক কর হার, ব্যক্তিগত কর অব্যাহতির অতিরিক্ত আয়ের ওপর প্রয়োগের ফলে অনেক করদায়িকের করদায়িতা অত্যধিক নিম্ন হয় যাহা কর নির্ধারণ ও আদায়ের খরচ পরিশোধ করে। অন্ততঃ শতকরা ৬হইতে ১০ ভাগ প্রারম্ভিক হার সাধারণতঃ অধিকতর মানানসই। ব্যক্তিগত কর অব্যাহতির কারণে, কেবল প্রারম্ভিক কর হারের আওতাধীন করদায়িকগণের কার্যকর কর হার, অবশ্যই, অত্যধিক নিম্ন হইবে। সর্বোচ্চ প্রান্তিক কর হার প্রায়ই অবাস্তবানুগভাবে উচ্চ হয়, কখনও কখনও শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী হয়। অত্যধিক কর হার সম্ভবতঃ কঠোর প্রচেষ্টা ও বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে এবং আয় ও সম্পদ বন্টনে প্রতিকূল ফলাফল সহ ব্যাপক কর পরিহার ও ফাঁকি ঘটায়। এই কারণে, আয়করের ন্যায়বিচার লক্ষ্যসমূহ ঠিকভাবে কাজ করে না। যেখানেই কর প্রশাসন দুর্বল ও কর হার অত্যন্ত উচুঁ সেখানেই কর আদায় কমিয়া আসে। একটি অধিকতর কার্যকর ও ন্যায়বিচারপূর্ণ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হইতে হইবে পর্যাপ্ত কর অব্যাহতি সহ নিম্ন এবং, সর্বাধিক হিসেবে, ধীরভাবে প্রগতিশীল প্রান্তিক কর হার। কেবল মুদ্রাস্ফীতির ফলে কর বন্ধনী উচ্চ হারের সূচক হইতে পারে। যেহেতু উদ্দীপক ও কর পরিপালন উন্নত করিতে হইবে, যাহাতে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। পর্যাপ্ত কর অব্যাহতি ও একটি মোটামুটি সম কর হার কাঠামোর সমম্বয় সত্ত্বেও আয়ের পুনর্বন্টনের ফলাফল অর্থপূর্ণ হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, অনেক নিম্ন আয়ের কর্মচারী কর পরিশোধ করার একেবারেই প্রয়োজন বোধ করে না। ওপরে উল্লিখিত, অনুরূপ সংশোধনের সামগ্রিক ফলাফল, তৎসত্ত্বেও, আয়করের বিস্তৃত পরিধি, রাজস্ব কর্তৃপক্ষের নিকট আয়ের সঠিক বিবরণ প্রদান এবং ফলপ্রদ কর আদায় নিশ্চিত করিবার জন্য প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা প্রতিষ্ঠার ওপর সংকটপূর্ণভাবে নির্ভর করে।

ব্যক্তিগত কর অব্যাহতি ধর্তব্যের মধ্যে না আনিয়া কর হার মূল্যাবধারণ করিতে পারে না। গ্লোবাল ও পরিপূরক কর ব্যক্তিগত ভাতা বা কর অব্যাহতি অনুমোদন করে, যাহা কোন নির্দিষ্ট আয়ের অঙ্ককে কর হইতে রেহাই দেয়, এবং নির্ভরশীল পতি/পত্নী ও সন্তান এবং অন্যান্য খুব ঘনিষ্টভাবে জ্ঞাতিত্ব বন্ধনে আবদ্ধ নির্ভরশীলগণের জন্য ইহারা সাধারণতঃ অতিরিক্ত অব্যাহতি বা ভাতা অনুমোদন করে। যদি কর হার ক্রমাঙ্কন না হয়, তবু ব্যক্তিগত কর অব্যাহতির ফলে করদায়িতা প্রগতিশীল হইবে; অনেক করদায়িক সম্পর্কে কর হার ক্রমাঙ্কনের চাইতে কর অব্যাহতি প্রগতিশীলতায় অধিকতর অবদান রাখে। কত সংখ্যক একক ব্যক্তি করের আওতাধীন হইবে কর অব্যাহতির স্তর তাহা নির্ধারণ করে, যে বিষয় কর বিভাগের রিটার্ণ প্রক্রিয়া করার যোগ্যতার আলোকে সাবধানতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। সর্বাধিক শিল্পোন্নত রাষ্টসমূহের চাইতে স্বল্প উন্নত রাষ্টসমূহে গড় আয়ের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি উচ্চতর রাখা যুক্তিসঙ্গত যেহেতু শেষাক্ত রাষ্টসমূহের প্রশাসন সাধারণতঃ দুর্বল এবং কর আধিকারিকগণের বেতন, যাহা প্রশাসনিক ব্যয়ের মুখ্য উপাদান, বৈশিষ্ট্যগতভাবে গড় আয়ের তুলনায় ঢের বেশী।

স্বামী, স্ত্রী এবং সন্তান সহ আত্মীয়তা বা বিবাহের দ্বারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য সাময়িক নির্ভরশীলগণ লইয়া গঠিত পাশ্চাত্ত্যের নিউক্লিয়ার পরিবারের নিকটে ব্যক্তিগত কর অব্যাহতি সম্পর্কিত বিধানাবলী আদর্শস্বরূপ। আফ্রিকা এবং এশিয়ার অনেক প্রসারিত বংশ রীতিতে যেখানে নির্ভরশীলগণের প্রতি নৈতিক বাধ্যবাধকতা অত্যধিক মাত্রায় ব্যাপক তবে কিছুটা কম স্পষ্টভাবে নির্দেশিত সেখানে ব্যক্তিগত কর অব্যাহতি সম্পর্কিত বিধানাবলী উত্তমরূপে গৃহীত হয় নাই। নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, চিরাচরিত খাতের চাইতে আধুনিক খাতে, যেখানে আয়কর মুখ্যতঃ প্রয়োগ হয়, সেখানে প্রসারিত বংশ প্রবণতা কম প্রচলিত। তৎসত্ত্বেও, আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট যে নির্ভরশীলগণের জন্য অব্যাহতি দেওয়া হইবে তাহার্দের সংখ্যা সীমিত ধার্য করা সমীচীন মনে করে। ভারতে, একজন অভিন্ন পুরুষ পূর্বপুরুষের পুরুষ বংশধরগণ সহ তাহাদের ওপর নির্ভরশীল স্ত্রী ও অবিবাহিত কন্যারা লইয়া গঠিত হিন্দু যৌথ পরিবার সদস্যগণের ব্যক্তিগত অব্যাহতি সমম্বয় ব্যতিরেকে একক সত্তা রূপে কর ধার্য করা হয়। ইসলামিক রাষ্টসমূহে, সাধারণতঃ কেবল একজন স্ত্রীর জন্য অব্যাহতি দেওয়া হয়।

যেখানে আয়করের কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গর্ভে ধারণ করিয়াছিল সেখান হইতে ভিন্ন কোন পরিবেশে ইহা রোপণের একটি নমুনা হইতেছে ভাগফল পদ্ধতি যাহা আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট ফ্রান্স হইতে গ্রহণ করিয়াছে। এই পদ্ধতিতে পরিবারের সদস্য সংখ্যার সহিত সম্বন্ধযুক্ত উৎপাদক দ্বারা আয় ভাগ করিয়া ইউনিটারী করের বা পরিপূরক করের অধীন মোট আয়ের ওপর প্রযোজ্য হার নির্ধারণ করা হয়। স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকে একক হিসেবে এবং সন্তানদের প্রত্যেকে অর্ধেক হিসেবে গণনা সহ, পরিবারের সদস্য সংখ্যা সাধারণতঃ ভাজক হয়। ভাজক স্থিরকৃত সর্বাধিকের শর্তাধীন হইতে পারে। করযোগ্য আয়ের এই খন্ডীতকরণ ক্রমাঙ্কিত সিডিউলসমূহের উচ্চ হারসমূহ হ্রাস করিয়া নাগালের মধ্যে স্থাপন করে এবং করদায়িতা ও প্রগতিশীলতা অবনমিত করে। ফ্রান্সে

ভাগফল পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল পিছাইয়া পড়া জন্মহার উদ্দীপিত করা, আফ্রিকায় যাহার সুবিধা অসঙ্গত হইতে পারে এবং সম্ভবতঃ তাহা পাইতে চেষ্টা করে না। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের জন্য ভাগফল পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

করপোরেট আয়কর ও হার

এখানে উল্লিখিত কোম্পানী শব্দটি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করিবার অভিপ্রায় করে, যাহার সব-কয়টি আইনসম্মত ব্যক্তি সত্তার অধিকারী এবং তাহাদের স্বত্বাধিকারীগণ হইতে পৃথক। আংগলো-আমেরিকান ঐতিহ্য, যাহা ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রসমূহে অনুসৃত হইতেছে, তাহা তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয়ঃ এক-মালিকানা, অংশীদারীত্ব এবং কোম্পানী। কেবল তৃতীয় ধরনের পৃথক আইনসম্মত সত্তা আছে। ইহার অর্থ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, প্রতিষ্ঠানের ঋণের জন্য ইহার স্বত্বাধিকারীগণ দায়বন্ধ নন এবং প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ইহার শেয়ারহোল্ডার-স্বত্বাধিকারীগণের অস্তিত্ব হইতে পৃথক (পরিমিত অংশীদারীত্ব এবং অনিবন্ধিত ব্যক্তি-সংঘের অস্তিত্ব এই চিত্রের সাদাসিধা ভাব লেপিয়া মুছিয়া একাকার করিয়াছে, যাহারা সন্দেহাতীত সম্বন্ধে কোম্পানীর সদৃশ হয়।)

একটি কার্যকর ব্যক্তিগত আয়কর - যেখানে কোম্পানীর সমস্ত মুনাফা শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে বন্টন করা হয়- সেখানে একটি পৃথক কোম্পানী করের প্রয়োজন দূর হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনুরূপ কর, তৎসত্ত্বেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। এই সম্পর্কিত একটি ব্যাখ্যা হইতেছে যে, ব্যক্তিগত আয়করের অধীন আন্তর্জাতিক কোম্পানীর মুনাফা কার্যকরভাবে ধার্যে প্রশাসনিক সমস্যা জট পাকায়। কোম্পানী কর সংক্রান্ত আরেকটি যুক্তি-অন্য কোথাও হইতে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে অধিকতর প্রযোজ্য-তাহা হইতেছে কোম্পানীর ওপর কর ধার্য করা সহজ। কোম্পানী কর, তৎসত্ত্বেও, কেবল বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্তির ওপরই নয় বিনিয়োগের ওপরও ধার্য হয়। যেহেতু অবচয় ও অন্যান্য বিনিয়োগ ভাতার বর্তমান পদ্ধতি কর হইতে বিনিয়োগের কেবল আংশিক রেহাই দেয়। অধিকন্তু, করারোপণের পদ্ধতি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে বিকৃত করে। নীতিগতভাবে নূতন বিনিয়োগের পূর্ণ ব্যয় বিনিয়োগে কর নিরুৎসাহ দূর করে। তবে ইহা দেওয়া হইলে অবচয় ভাতাসমূহের পর্বের বর্তমান বিন্যাসের তুলনায় ইহা কর রাজস্ব তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস করিবে। প্রাথমিক অবচয় ভাতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও খাতসমূহে তাহাদিগকে অবিচলভাবে ক্রশাকারে প্রয়োগ এবং অন্যান্য সকল ভাতা বাদ দিয়া বিরোধাদির আপোষ-মীমাংসা হইতে পারে।

সাধারণতঃ কোম্পানী আয়কর বড় কোম্পানীতে সম হার প্রয়োগ করে। কর হার ধার্যে, স্বল্প উন্নত রাষ্ট্রসমূহের সরকারগণ সাধারণতঃ বিদেশ হইতে বিনিয়োগ নিরুৎসাহজনক এড়ানোর চেষ্টা করে এবং এইজন্য নিকটবর্তী রাষ্ট্রসমূহের কাছাকাছি ও প্রধান শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত হারের চাইতে উচ্চ নহে এইরূপ একটি হার পছন্দ করে।

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

হ্রাসপ্রাপ্ত কর হার ক্ষুদ্র কোম্পানীতে প্রায়ই প্রয়োগ করা হয়, যদিও এই রীতি যুক্তিসঙ্গত করা কঠিন। যদি এই রীতি প্রবর্তন করা হয়, কোম্পানীকে নামেমাত্র স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে পৃথক করিবার বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ প্রবর্তন করা যুক্তিসঙ্গত হইবে যেহেতু তাহাদিগকে বড় কোম্পানীর অংশ রূপে পরিচালিত করিতে পারে।

কর ভিত্তি এবং আয়ের আন্তর্জাতিক দ্বৈত করারোপণ

আয়ের আন্তর্জাতিক দ্বৈত করারোপণ, বা আয়ের ওপর কর সম্পর্কিত রাজস্ব ফাঁকি ঘটিতে পারে যেহেতু বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাদের করের অধিক্ষেত্র নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন কর ভিত্তি পছন্দ করে। দুইটি প্রধান কর ভিত্তির একটি উৎস বা টেরিটোরিয়াল, যে নীতি অনুযায়ী কোন রাষ্ট্র উহার রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে উদ্ভূত আয়ের ওপর কর ধার্য করে, এবং আরেকটি আবাসিক, যে নীতি অনুযায়ী আবাসিকের বিশ্বব্যাপী আয়ের ওপর কর ধার্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি X Y Z কোম্পানী "ক" রাষ্ট্রে আবাসিক হয় এবং "খ" রাষ্ট্রে উহার সকল কার্যাবলী পরিচালিত হয়, উহার আয়ের ওপর দুইবার কর আরোপ হইতে পারে যদি "ক" রাষ্ট্র আবাসিক নীতি এবং "খ" রাষ্ট্র উৎস নীতি অনুসরণ করে। অনেক রাষ্ট্র কোন কোম্পানীর আবাসিক বিবেচনা করে যে স্থানে ইহা নিবন্ধিত এবং ইহার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত, পক্ষান্তরে অন্যান্যরা আবাসিক বিবেচনা করে যে স্থান হইতে কার্যকরী ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রিত হয়। আবাসিক কোম্পানী স্বদেশী কোম্পানী এবং অনাবাসিক কোম্পানী বিদেশী কোম্পানী নামে অভিহিত হইবে।

সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জাপান সহ পুঁজি-রফতানীকারক রাষ্ট্রসমূহ আবাসিকের বিশ্বব্যাপী আয়ের ওপর করারোপ করে, পক্ষান্তরে পুঁজি-আমদানিকারক রাষ্ট্রসমূহ উৎস নীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। ভিন্ন বিশ্লেষণে আবাসিক নীতি গ্লোবাল আয়করের ঐতিহ্য অনুসরণকারী রাষ্ট্রসমূহের জন্য উপযুক্ত, পক্ষান্তরে উৎস নীতি সিডিউলার আয়করের ঐতিহ্য অনুসরণকারী রাষ্ট্রসমূহের দ্বারা প্রায়শঃ আকৃষ্ট হয়।

সকল রাষ্ট্র উৎস নীতিকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাহাদের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে উদ্ভূত আয় তাহাদের কর আইনের আওতাধীন। আর্জেন্টিনা, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, হাইতি, পানামা এবং ভেনিজুয়েলা সহ কয়েকটি রাষ্ট্র কেবল উৎস নীতি অনুসরণ করে। অধিকাংশ রাষ্ট্র, তৎসত্ত্বেও, আবাসিক ও উৎস নীতির কতিপয় সংযুক্তি আরোপ করে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ড আবাসিক একক ব্যক্তিগণের বিশ্বব্যাপী আয়ের ওপর কর আরোপ করে তবে স্বদেশী কোম্পানীসমূহের করযোগ্য আয় হইতে তাহাদের বৈদেশিক-উৎসের অধিকাংশ বা সমস্ত আয় বাদ দেয়। অধিকন্তু, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং ফিলিপাইন কর অধিক্ষেত্রের একটি তৃতীয় ভিত্তি সমর্থন করে এবং সকল নাগরিককে তাহাদের বিশ্বব্যাপী আয়ের ওপর কর প্রদানে বাধ্য করে এমনকি যদিও তাহারা বিদেশে বসবাস করে।

দ্বৈত করারোপণ প্রতিরোধ করিবার আন্তর্জাতিক কোন কর্তৃপক্ষ বা আন্তর্জাতিক আইনের সাধারণ বিধিমালা না থাকা সত্ত্বেও ইহা অন্যায্য এবং অর্থনৈতিকভাবে অবাঞ্ছিত বলিয়া ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। যদিও বৈদেশিক কর রেয়াত দ্বৈত করারোপণ অপনোদন করিতে পারে, তথাপি বিশেষ কর উদ্দীপক বা নিম্ন কর হারের প্রস্তাব পুঁজি-আমদানিকারক রাষ্ট্রের বিনিয়োগ আকর্ষণ করিবার সুযোগ সংক্ষিপ্ত করিতে পারে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের বিকৃত পরিবেশ বিনিয়োগের উপযোগী হইতে পারে যদি কর ধার্যের উদ্দেশ্যে আয়ের ষ্ট্যান্ডার্ড সংজ্ঞা ও বাদানুবাদ মীমাংসা পদ্ধতি বিকশিত হয়।

কর ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা

কর কাঠামো প্রবৃদ্ধি সহায়ক হইলে কর ব্যবস্থা স্থিতিস্থাপক হইবে। কর কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ দিক হইতেছে কর প্রাপ্তির স্থিতিস্থাপকতা। ইহা হইতেছে কর রাজস্বের আনুপাতিক পরিবর্তন ও জাতীয় আয় বা উৎপাদন, সাধারণতঃ জি. এন. পি বা জি.ডি.পি এর বিস্তৃত আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক। এককের স্থিতিস্থাপকতা অর্থ প্রকাশ করে যে, মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রত্যেক এক শতাংশের পরিবর্তনের সহিত কর রাজস্বের এক শতাংশের পরিবর্তন হইবে; একের চাইতে কম স্থিতিস্থাপকতা অর্থ প্রকাশ করে যে, রাজস্বের শতকরা হারে পরিবর্তন মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা হারে পরিবর্তনের চাইতে কম হইবে; এবং একের চাইতে বেশী স্থিতিস্থাপকতা অর্থ প্রকাশ করে যে, রাজস্বের শতকরা হারে পরিবর্তন মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা হারে পরিবর্তনকে অতিক্রম করিবে। সাধারণতঃ একটি পদ্ধতি বা একটি নির্দিষ্ট কর স্থিতিস্থাপক বলিয়া অভিহিত হয় যদি পরিমিতি এক অতিক্রম করে এবং অস্থিতিস্থাপক বলিয়া অভিহিত হয় যদি ইহা একের চাইতে কম হয়। নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ কালে, স্থিতিস্থাপকতা কেবল উল্লেখ করে কর রাজস্বের পরিবর্তন যাহা কর হার বা প্রশাসনে কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকে এবং কোন নূতন কর আরোপ বা বিদ্যমান কর প্রত্যাহার ব্যতিরেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে। ইহা কখনও কখনও built-in elasticity বলিয়া অভিহিত হয়। ইহা বয়অ্যান্সি হইতে পৃথক হইবে, যাহা রাজস্বের স্বয়ংক্রিয় সাড়া এবং কর পদ্ধতি বা কর প্রশাসনের অনুমতিদায়ক পরিবর্তন উভয়কে প্রতিবিম্বিত করে।

অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির পর্যায়ে, একটি স্থিতিস্থাপক কর পদ্ধতি সরকারের জন্য অত্যন্ত সুবিধাদায়ক যেহেতু প্রায় ক্ষেত্রেই সরকারী ব্যয় রাজস্ব আয়ের চাইতে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। ঘনঘন কর হার বৃদ্ধি বা নূতন কর আরোপের পরিবর্তে একটি স্থিতিস্থাপক কর পদ্ধতির স্বয়ংক্রিয় সাড়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় রাজনৈতিকভাবে অনেক সহজ। অধিকন্তু, কর প্রশাসনের জন্য ইহা অধিকতর সুবিধাজনক এবং ইহা কর পরিবর্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা অবনমিত করে। মুদ্রাস্ফীতিজনিত পরিস্থিতিতে ইহা বিশেষভাবে কাম্য যেহেতু কর রাজস্ব সরকারী ব্যয়ের সহিত তালে তাল মিলাইয়া চলে। কর রাজস্ব পিছাইয়া পড়ার পরিণাম,

স্বভাবতঃই, ঘাটতি বৃদ্ধি করিবে, যাহা মুদ্রা সৃষ্টির দ্বারা অতিরিক্ত অর্থ সংস্থান করিতে প্ররোচিত করিতে পারে এবং মুদ্রাস্ফীতিজনিত পেঁচ চিরস্থায়ী করিতে পারে। যদি কর রাজস্বের স্থিতিস্থাপকতা সরকারী ব্যয়ের সীমা ছাড়াইয়া যায়, ঘাটতি হ্রাস পাইবে এবং মুদ্রাস্ফীতি ধীরগামী হইবে। ঐ ফলাফল, তৎসত্ত্বেও, অনুপযোগী যখন মুদ্রাস্ফীতি বেগবান হয়, এবং কোন কোন দোষদর্শী যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, ইহা অবাঞ্ছিত হইতে পারে যেহেতু বাজেটের ক্রমোন্নতির ওপর চাপ শিথিল হইতে পারে। ৭২-৭৩ হইতে ৯০-৯১ অর্থ বৎসরসমূহের বাজেট ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণের অভাবে প্রত্যেক বাজেটে প্রকৃত রাজস্ব ব্যয় প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করিয়াছে, অথচ প্রকৃত রাজস্ব আয় প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছিতে পারে নাই।

কর পদ্ধতির স্থিতিস্থাপকতা হইতেছে করের বিভিন্ন উপাদানের যে কোনটির স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের গড়। একটি নির্দিষ্ট করের স্থিতিস্থাপকতা দুইটি উপাদানে বিভক্ত হইতে পারে-ভিত্তির স্থিতিস্থাপকতা এবং ভিত্তি সম্পর্কে প্রাপ্তির স্থিতিস্থাপকতা। অতএব কর পদ্ধতির স্থিতিস্থাপকতা মোট জাতীয় উৎপাদনের চাইতে দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া আইটেম বা খাতসমূহে করারোপণ এবং ভিত্তি সম্পর্কে সমানুপাতিক বা প্রগতিশীল কর প্রয়োগের দ্বারা বাড়ানো যাইতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে আয়করের ভিত্তি মোট দেশজ উৎপাদনের চাইতে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে যেহেতু উন্নয়নের গতিধারায় কর বহির্ভূত খাতসমূহের অংশ হ্রাস পাইতে পারে। ব্যক্তিগত কর অব্যাহতি এবং প্রগতিশীল কর হারের কারণে স্বল্প মেয়াদে আয়করের প্রাপ্তি বিক্রয় করের চাইতে অধিক স্থিতিস্থাপক হইবে।

কর ভিত্তির স্থিতিস্থাপকতা উন্নয়নে অধিকতর অবদান রাখিতে সমর্থ এইরূপ ঝুঁকিপূর্ণ খাতসমূহে স্বদেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। আয়ের আন্তর্জাতিক দ্বৈত করারোপণ, বা আয়ের ওপর কর সম্পর্কিত রাজস্ব ফাঁকি ঘটিতে পারে যেহেতু বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাদের করের অধিক্ষেত্র নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন কর ভিত্তি পছন্দ করে। যদিও বৈদেশিক কর রেয়াত দ্বৈত করারোপণ অপনোদন করিতে পারে, তথাপি বিশেষ কর উদ্দীপক বা নিম্ন কর হারের প্রস্তাব পুঁজি-আমদানিকারক রাষ্ট্রের বিনিয়োগ আকর্ষণ করিবার সুযোগ সংক্ষিপ্ত করিতে পারে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের বিকৃত পরিবেশ বিনিয়োগের উপযোগী হইতে পারে যদি কর ধার্যের উদ্দেশ্যে আয়ের ষ্ট্যান্ডার্ড সংজ্ঞা ও বাদানুবাদ মীমাংসা পদ্ধতি বিকশিত হয়।

উন্নয়নশীল যে সকল রাষ্ট্রে শ্রম মূল্য সস্তা, শ্রমশক্তি অপেক্ষাকৃত কম বয়সী-অর্থাৎ বেশী কর্মঠ, তাহাদের স্বাস্থ্য সেবা বা অবসর সুবিধার জন্য প্রায় কোন ব্যয় করিতে হয় না, পরিবেশ দূষণ রোধের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও প্রায় কোন ব্যয় করিতে হয় না ও পণ্যের সম্ভাব্য বাজার রহিয়াছে অথচ মূলধনের অভাব তীব্র সেই সকল রাষ্ট্র সংরক্ষণবাদী অনুভূতি তথা বাণিজ্য বাধা বা ট্রেড্ ব্যারিয়ারের মাধ্যমে অর্থাৎ ব্যবসা করিতে হইলে ফ্যাক্টরি নির্মাণ করিতে হইবে বা ফ্যাক্টরি না থাকিলে কোন কিছুই বিক্রয়

করা যাইবে না এইরূপ পূর্বশর্ত আরোপ ও কার্যকর করার মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধি করিতে পারে এবং উহার ফলে কর ব্যবস্থাপনায় আমদানি শুল্কের পরিবর্তে প্রগতিশীল প্রত্যক্ষ আয় ও মুনাফা করের এবং পরোক্ষ অথচ প্রগতিশীল মূল্য সংযোজন করের অনুপাত বৃদ্ধি করিতে পারে এবং কর ব্যবস্থা প্রগতিশীল ও স্থিতিস্থাপক হইতে পারে। পুঁজি-আমদানিকারক রাষ্ট্রে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ থাকিলে এবং করপোরেট কর হার যুক্তিযুক্ত হইলে বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ সংরক্ষণবাদী অনুভূতি তথা ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বাধা বা ট্রেড্ ব্যারিয়ার কাটাইয়া ওঠার জন্য এবং নিম্ন শ্রম মূল্য এবং অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়ে শ্রমশক্তির স্বাস্থ্য সেবা বা অবসর সুবিধার ব্যবস্থা ও পরিবেশ দূষণ রোধের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমাইয়া আন্তর্জাতিক বাজারে টিকিয়া থাকার জন্য পুঁজি প্রত্যাশী রাষ্ট্রে ফ্যাক্টরি নিমার্ণে আগ্রহী হইতে পারে, যদিও তাহারা যে রাষ্ট্রের নাগরিক বা তাঁহাদের শিল্প যে রাষ্ট্রে অবস্থিত সেই রাষ্ট্রের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার চাইতে পুঁজি প্রত্যাশী রাষ্ট্রের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা তুলনামূলকভাবে কম হইতে পারে এবং ভাষাগত সামর্থ্য ও ভিন্ন সংস্কৃতির সহিত খাপ খাওয়ানোর মতো যোগ্যতা সম্পন্ন লোক সংগ্রহের সমস্যা ও শ্রমশক্তির উন্নয়নে বিনিয়োগ তথা শ্রমিকদের প্রশিক্ষন ও কার্যপদ্ধতির সহিত পরিচিত ঘটানোর প্রশ্নটি থাকিয়া যায়।

বৃহদায়তন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের ইকুইটি (সুদের হার অনির্দিষ্ট এমন লগ্নিপত্র বা শেয়ার বা বিনিময়যোগ্য বন্ড) বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীগণের নিকট ইস্যু বা বিক্রয়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধি করিতে পারে এবং উহার ফলে কর ব্যবস্থাপনায় প্রগতিশীল প্রত্যক্ষ আয় ও মুনাফা করের এবং পরোক্ষ অথচ প্রগতিশীল মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এর অনুপাত বৃদ্ধি করিতে পারে এবং কর ব্যবস্থা প্রগতিশীল ও স্থিতিস্থাপক হইতে পারে। ইকুইটি ইস্যুরার বা বিক্রয়কারী কোম্পানীসমূহের বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস সফল হইতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে, যদি-পুঁজি প্রত্যাশী রাষ্ট্র ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান যে রাষ্ট্রে অবস্থিত উহাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বৈত করারোপণ পরিহার এবং আয়ের ওপর কর সম্পর্কিত রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের লক্ষ্যে চুক্তি বলবৎ থাকে এবং পুঁজি প্রত্যাশী রাষ্ট্রে শেয়ার মালিকানার ওপর কোন ধরনের বিধি নিষেধ না থাকে। উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বা ইন্সটিটিউশন্যাল ইনভেষ্টমেন্ট সম্ভব হইলে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ইকুইটি বিক্রয়কারী কোম্পানীর সহিত স্থিতিশীল ও দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। আর ইহা করা গেলে ইকুইটি বিক্রয়কারী কোম্পানী স্বল্পকালীন অংশীদারী স্বার্থের শাঁখের করাত হইতে রেহাই পাইবে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক হিসাব মানসমূহের প্রয়োগের প্রসার ঘটিবে অর্থাৎ ন্যায়পর ও নির্ভরযোগ্য হিসাবের প্রচলন ঘটিবে এবং ক্রমাগত হিসাব পদ্ধতির দুর্বলতা দূর হইবে এবং বাণিজ্য মান বা বিজনেস ষ্ট্যান্ডর্ডসমূহের সহিত পরিচয় ঘটিবে। উপরোন্ত বিদেশী বিনিয়োগকারীগণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের কারণে বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করিতে সমর্থ কোম্পানীসমূহ যৌথ-উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করিত

এবং উহার ফলে তাহাদের প্রদেয় কর হার কমিয়া আসিত যদি আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে ধারা ২ (২০) (খখ) অন্তর্ভুক্ত করা না হইত। কর কৌশলে এড়ানো প্রতিরোধের লক্ষ্যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে উপরোক্ত ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

বিনিয়োগ বৃদ্ধি কর হার, বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এবং ধীরভাবে বিনিয়োগের উপচয়ের ওপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক প্রতিকূলতা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে লক্ষ্যণীয়ভাবে প্রগতিশীল কর পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাবনা একটি অস্বাভাবিক বিষয়। যখন আয়করের উচ্চ ক্রমানুযায়ী হার প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়, বর্ধিত কর পূর্ব আয় যাহা পর্যাপ্ত উপার্জনে সমর্থ ব্যক্তিবর্গকে দেশ ত্যাগে প্রবৃত্ত করে উহার কারণে এবং আর্থিক মূলধনের বহির্মুখ প্রবাহের কারণে উহাদের প্রভাব হ্রাস পাইতে পারে। শেয়ারহোল্ডারগণকে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য কোম্পানীকে বাধ্য করিবার কোন বিধান কর কাঠামোতে সন্নিবেশিত না থাকিলে শেয়ারহোল্ডারগণ লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত হইতে পারে।

কর ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতা যুক্তিযুক্ত কর নির্ধারণের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কর নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত হইলে করদায়িক কর পরিশোধ করিতে উৎসাহিত হইবে এবং আপীলের সুযোগ থাকিবে না। এর ফলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাইবে। কর নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত না হইলে করের ভিত্তি সম্প্রসারিত করিয়াও জাতীয় আয়ের অনুপাতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না। আয়কর, সম্পদকর, দানকর প্রভৃতি করদায়িকের উৎসের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রগতিশীল প্রত্যক্ষ করসমূহ পরিশোধের কারণে করদায়িক কোন প্রত্যক্ষ সুবিধা পান না। এ কারণে উপরোক্ত করসমূহ পরিশোধ করিতে করদায়িক উৎসাহ বোধ করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে করদায়িক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ণ, হিসাব ও বিবরণী দাখিল করে না। এমনকি নোটিশে উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও করদায়িক রিটার্ণ, হিসাব ও বিবরণী দাখিল করিতে উৎসাহিত হয় না। যখন হিসাবের নথিপত্র মেলে না, কর কর্মকর্তাগণ আয়ের সর্বাধিক বিচার ভিত্তিক বা প্রশাসনিক কর নির্ধারণের জন্য অন্যান্য প্রামাণিক তথ্যের আশ্রয় বা সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। প্রশাসনিক বা এক তরফা কর নির্ধারণ পদ্ধতিতে পরোক্ষ বা বাহ্য নির্দেশক দ্বারা আয় নির্ধারিত হয়। প্রশাসনিক কর নির্ধারণ পদ্ধতি ও প্রচলিত কর নির্ধারণ পদ্ধতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আইনগত পার্থক্য রহিয়াছে, তবে কার্যকারিতার প্রশ্নে ইহারা একই ধরনের হইতে পারে।

যখন হিসাবের নথিপত্র হইতে ব্যাপক ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য মেলে না কর কর্মকর্তাগণকে সর্বাধিক বিচার ভিত্তিক কর নির্ধারণ করিতে সহায়তা করার জন্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োগের একটি নমুনা হইতেছে ইসরাইলী তাকশিভ। তাকশিভিম আদর্শ কর নির্ধারণ নির্দেশিকা যাহা বিভিন্ন ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে কর বিভাগের অর্থনীতিবিদগণ কর্তৃক প্রণীত হয় এবং বারংবার হাল সময়ের সমস্ত তথ্যাদি সংবলিত অবস্থায় লইয়া আসা হয়।

ফ্রান্স ইহার ফরফেইট পদ্ধতির দ্বারা প্রচলিত নথিপত্রের ভিত্তিতে লোক-দেখান কর নির্ধারণ পরীক্ষা করিয়া দেখার পরিবর্তে নির্দেশক প্রয়োগের দ্বারা প্রাক্কলিত আয় নির্ধারণের আইনসম্মতভাবে বিকল্প কর নির্ধারণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে [illegible] বেশী দূরে

হয় তো উপস্থিত হইয়াছে। কৃষক, অনিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এবং পেশাদার ব্যক্তিবর্গ যাহাদের মোট আয় নির্ধারিত স্তরের নিচে অবস্থান করে তাহাদের আয়কর ধার্যের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফ্রান্সে ফরফেইট পদ্ধতি প্রয়োগ হয়। কৃষির জন্য, ফরফেইট বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন ধরনের খামারের জন্য প্রতি হেক্টরে প্রাপ্তির গড় হার প্রতিবিম্বিত করে, যাহা কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রাক্কলিত হয়। অন্যান্য ফরফেইটের জন্য, ফ্রান্সের কর পরিদর্শকগণের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা বা অর্থনৈতিক কর্মশীলতা সম্পর্কিত মনোগ্রাফ, তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহারের বা নিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে যাহা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মশীলতা বা উৎপাদনের গ্রস প্রফিট মার্জিন সম্পর্কিত বর্ণনামূলক উপাদান ও তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে। কর বিভাগের গবেষণা অনুবিভাগ কর্তৃক জাতীয় বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে মনোগ্রাফসমূহ প্রণীত হয়, এবং তাহাদের সম্পর্কে মতামত নেওয়ার জন্য ব্যবসা বা পেশাদার সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবর্গকে আমন্ত্রণ জানায়। অধিকন্তু, ফ্রান্সের কর প্রশাসনের করদায়িকের জীবন রীতি সংক্রান্ত কতিপয় বাহ্য নির্দেশক অনুযায়ী আয়কর ধার্য করার বিধিবদ্ধ ক্ষমতা রহিয়াছে। বাহ্য নির্দেশকসমূহ জাতীয় পরিসংখ্যান ইনষ্টিটিউটের গৃহস্থালি ভোগ জরীপসমূহ হইতে প্রাথমিকভাবে সংগৃহীত হয়। ইহারা ব্যক্তির আবাসিক গৃহ-সম্পত্তির ভাড়া মূল্য, মোটর গাড়ী, মোটর–সাইকেল, জাহাজ, বিমান, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, এবং আরোহণোপযোগী ঘোড়ার মালিকানা, এবং কর্মচারী/কর্মকর্তার নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করে।

ফ্রান্সের চাইতে অপেক্ষাকৃত কম বিশদ আকার সত্ত্বেও, আফ্রিকার কয়েকটি রাষ্ট্রে ফরফেইট কর নির্ধারণ করা হয়। নিয়মমাফিক ফরফেইটের জন্য বা কেবল প্রশাসনিক সহায়তার জন্য যাহাই হউক না কেন, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে নীট আয়ের পরোক্ষ বা বাহ্য নির্দেশকসমূহের উন্নতি ও ব্যাপ্তির জন্য গবেষণার সুযোগ আছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গবেষণা সেলটি নিষ্ক্রিয় এবং অন্যান্য উৎস হইতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মশীলতা বা উৎপাদন সম্পর্কিত যে তথ্য ও উপাত্ত মেলে তাহা নির্ভরযোগ্য নহে। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধারা ৮৪ক এর অধীন করদায়িকের মোট আয় ধার্য এবং অনুরূপ কর নির্ধারণের ভিত্তিতে করদায়িক কর্তৃক প্রদেয় অঙ্ক নির্ধারণ যুক্তিযুক্ত হয় না।

পরোক্ষ নির্দেশকসমূহের ওপর আস্থাপূর্ণ নির্ভরতা নির্ভরযোগ্য হিসাব বিবরণীসমূহ বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ তথ্য অনুযায়ী আয়কর নির্ধারণের চাইতে নিঃসন্দেহে কম পরিতোষজনক। ফরফেইট পদ্ধতি বা কঠোরভাবে ফলিত নির্দেশকসমূহ লেভীকে নির্দেশক সম্পর্কিত কর–এ পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্যে চালিত হয়, এবং ডীফ্যাকটো (defacto) করের অর্থনৈতিক প্রভাব সাধারণভাবে আরোপিত আয়কর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে উত্তম কর আইনসহ নির্ভরযোগ্য হিসাব-রক্ষণ এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কর পরিপালনের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া সম্ভবতঃ অন্য কোন যুক্তিসিদ্ধ ভিন্ন পনথা নাই। কর নির্ধারণকে, উদ্দেশ্য সম্পর্কিত অনতিবিস্তার নির্দেশক সম্পর্কে, কেবল আপসে ঠিক করা অর্থে পরিণত করিতে প্রলুব্ধ করা প্রবলভাবে বাধা দিতে হইবে।

Historical accounting system ও Inflationary accounting system-এর current cost accounting method-এ সব সময় back log depreciation থাকার কারণে মোট অবচয় ভাতার দ্বারা কৃষি বা ব্যবসায় ব্যবহৃত পরিসম্পৎ প্রতিস্থাপন করা যায় না। নূতন ঋণ গ্রহণ বা শেয়ার ইস্যুর দ্বারা ঘাটতি অর্থের সংস্থান না হইলে কোন ব্যক্তির পক্ষে কৃষি বা ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এর ফলে অর্থনীতিতে একচেটিয়া প্রভাব বা কর্তৃত্ববাদ বিস্তার লাভ করিতে পারে ও করের ভিত্তি সংকুচিত হইতে পারে। সুতরাং হিসাব পদ্ধতিও করের স্থিতিস্থাপকতার সহিত সম্পৃক্ত।

আয়কর ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত উদ্দীপকসমূহ

প্রত্যেক রাষ্ট্রের আয়কর আইনে কতিপয় উদ্দীপক অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রের অর্থনীতির আকার-আয়তন ও সম্ভাবনা বিচারে বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কর অব্যাহতি, কর অবকাশ, ত্বরান্বিত ব্যয় পুনঃপ্রাপ্তি পদ্ধতি বা ত্বরান্বিত অবচয়, কর রেয়াত বা ক্রেডিট, লোকসান পূরণ ও লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা বা কর লোকসানের পশ্চাদ্বর্তী জের টানা এবং অগ্রবর্তী জের টানা প্রভৃতি উদ্দীপকসমূহ আয়কর আইনে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। কর লোকসানের পশ্চাদ্বর্তী জের টানা এবং অগ্রবর্তী জের টানা (Tax Loss carry backs and carry forword) সংক্রান্ত বিধান যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কোডে পরিলক্ষিত হইলেও ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের আয়কর আইনে এইরূপ বিধান পরিলক্ষিত হয় না। ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের আয়কর আইনে লোকসান পূরণ ও লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা (set of off Losses and carry forword of Losses) সংক্রান্ত বিধান সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। লোকসান পূরণ ও লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা সংক্রান্ত বিধান অপেক্ষা কর লোকসানের পশ্চাদ্বর্তী জের টানা এবং অগ্রবর্তী জের টানা সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে লোকসান সম্পূর্ণরূপে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে এবং করদায়িক অধিক সুবিধা ভোগ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কোড অনুযায়ী যখন কোন কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য কোন কোম্পানীর লোকসান হয়, কোম্পানী উক্ত লোকসানকে পূর্ববর্তী কর নির্ধারণী বৎসরসমূহের করযোগ্য আয় দ্বারা পূরণ করিতে পারে। ইহাতে পূর্ববর্তী কর নির্ধারণী বৎসরসমূহে প্রদত্ত করের সম্পূর্ণ বা কিয়ৎ পরিমাণের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে। উপরোক্ত বিধানকে কর লোকসানের পশ্চাদ্বর্তী জের টানা বলা হয়। যদি কোন কোম্পানী কর লোকসানের পশ্চাদ্বর্তী জের টানা সংক্রান্ত বিধানকে পছন্দ করে তবে কোম্পানী উক্ত লোকসানকে তিন বৎসর পর্যন্ত পশ্চাতে টানিতে পারিবে। লোকসান প্রথমে সর্ব পশ্চাদ্বর্তী কর নির্ধারণী বৎসরের করযোগ্য আয় দ্বারা পূরণ হইবে, তৎপরে অব্যবহিত পরের পশ্চাদ্বর্তী কর নির্ধারণী বৎসরের করযোগ্য আয় দ্বারা পূরণ হইবে এবং এইরূপে যদবধি লোকসান নিঃশেষ হইবে এবং যে পর্যন্ত না পশ্চাদ্বর্তী কর নির্ধারণী বৎসরসমূহের

করযোগ্য আয় নিঃশেষ হইবে। তৎপরে কোম্পানী ভবিষ্যৎ বৎসরসমূহের করযোগ্য আয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে অবশিষ্ট অনভ্যস্ত লোকসানের অগ্রবর্তী জের পনের বৎসর পর্যন্ত টানিতে পারিবে। উপরোক্ত বিধানকে কর লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা বলা হয়।

উপরিস্থিত বিধানের প্রয়োগ উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে নিম্নে যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানীর করযোগ্য আয় / লোকসান প্রদর্শিত হইল (ধরিয়া লওয়া হইল যে, ১৯৮৮ সনের কর হার প্রত্যেক বৎসরে কার্যকর ছিল)।

কর নির্ধারণী বৎসর	করযোগ্য আয়/ লোকসান	প্রদত্ত কর	কর পুনঃপ্রাপ্তি
১৯৮৪	$ ১৫,০০০	$ ২,২৫০	$ ২,২৫০
১৯৮৫	২০,০০০	৩,০০০	৩,০০০
১৯৮৬	৫,০০০	৭৫০	৭৫০
১৯৮৭	(১,০০,০০০)	৭৫০	০
১৯৮৮	৪০,০০০	০	০
১৯৮৯	১০,০০০	০	০
১৯৯০	৩০,০০০	৩,০০০	০
১৯৯১	৫০,০০০	৭,৫০০	০
১৯৯২	৬০,০০০	১০,০০০	০

১৯৮৭ সনের ১,০০,০০০ ডলার লোকসান প্রথমে ১৯৮৪ সনের ১৫,০০০ ডলার আয় দ্বারা পূরণ হইবে, তৎপরে ১৯৮৫ সনের ২০,০০০ ডলার আয় দ্বারা পূরণ হইবে এবং ইহার পরে ১৯৮৬ সনের ৫,০০০ ডলার আয় দ্বারা পূরণ হইবে। এর ফলে কোম্পানীর পূর্বে প্রদত্ত ৬,০০০ ডলার কর পুনঃপ্রাপ্তি হইবে। এই পর্যায়ে কোম্পানীকে ৬০,০০০ ডলার লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানিতে হইবে। কোম্পানীর ৪০,০০০ ডলার লোকসান ১৯৮৮ সনের করযোগ্য আয় দ্বারা পূরণ হইবে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৮ সনের করযোগ্য আয় শূন্য হইবে। ২০,০০০ ডলার লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা অবশিষ্ট থাকিবে। ১০,০০০ ডলার লোকসান অব্যবহিত পরের বৎসরে (১৯৮৯ সনের) করযোগ্য আয় দ্বারা পূরণ হইবে এবং অবশিষ্ট ১০,০০০ ডলার লোকসান ১৯৯০ সনের করযোগ্য আয় হ্রাস করিতে ব্যবহৃত হইবে। ১৯৯০ সনের প্রদত্ত কর হইবে ($৩০,০০০–$১০,০০০) X ০.১৫= $৩,০০০। যদি কোন কোম্পানী এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইহা পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের করযোগ্য আয় দ্বারা লোকসান পূরণ করিবে না, তথাপি ইহা ভবিষ্যৎ বৎসরসমূহের করযোগ্য আয় দ্বারা লোকসান পূরণ করিতে পারিবে। অনধিক পর পর পনেরটি কর নির্ধারণী বৎসরের মধ্যে লোকসান সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হইলে অবশিষ্ট লোকসান নিরুদ্দিষ্ট হইবে।

যখন, কোন কর নির্ধারণী বৎসর সম্পর্কে, কোন খাতের অধীন আয় গণনার নীট ফলাফল লোকসান হয়, করদায়িক অনুরূপ লোকসানের অঙ্ককে উক্ত কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য তাহার অপর কোন খাতের অধীন কর ধার্য আয়, যদি থাকে, দ্বারা পূরণ করিবার অধিকারী হইবেন। উপরোক্ত বিধানকে লোকসান পূরণ বলা হয়। মোট আয় গণনা ও কর ধার্যের উদ্দেশ্যে লোকসান গণনা করা হয়।

ত্বরান্বিত ব্যয় পুনঃপ্রাপ্তি পদ্ধতি বা ত্বরান্বিত অবচয় স্বাভাবিক বা সাধারণ হারের চাইতে দ্রুত হারে বিনিয়োগকৃত মূলধনকে করযোগ্য আয় দ্বারা অবলোপন করার অনুমতি প্রদান করে। ইহা ঝুঁকি হ্রাস করিতে সমর্থ এবং কর উত্তর মুনাফার বর্তমান মূল্য বৃদ্ধি করে। কর রেয়াত বা ক্রেডিট করদায়িতা দ্বারা সরাসরিভাবে পূরণ করা হয়। ইহা বিনিয়োগকৃত মূলধনের নীট ব্যয় হ্রাস করিতে সমর্থ। উপপাদন বা ডিডাকশন অপেক্ষা কর রেয়াত করদায়িকের নিকট অধিকতর লাভজনক। উপরোক্ত বিধানসমূহ ফলোৎপাদক কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ উপযুক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত করযোগ্য আয় বা সম্ভাব্য করদায়িতা নীট পরিচালনা লোকসান বা কর রেয়াত অব্যবহিতরূপে বা উপপাদনের অগ্রবর্তী জের টানার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার অনুমতি প্রদান করে। চরম আকারের ত্বরান্বিত ব্যয় পুনঃপ্রাপ্তি পদ্ধতি যে বৎসর প্রয়োগ করা হয় সেই বৎসর ইহা মূলধন ব্যয়কে সম্পূর্ণরূপে অবলোপন করার অনুমতি প্রদান করে, যাহাকে প্রায়শঃ ব্যয় বলিয়া অভিহিত করা হয় (কারণ অবচিত মূলধনের জন্য ব্যয় চলতি ব্যয়ের ন্যায় আচরণ করে)। উপপাদন সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করার মতো যদি কোম্পানীর পর্যাপ্ত আয় থাকে এবং আয়কর সমানুপাতিক হারে ধার্য করা হয়, ইকুইটি বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যয় ও কর অব্যাহতি সমার্থক। লগ্নিকৃত মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, কর ঋণাত্মক হইতে পারে, যখন ব্যয় এবং সুদ প্রদানের উপপাদনের জন্য ভাতা অনুমোদন করা হয়। কর রেয়াত ও ত্বরান্বিত ব্যয় পুনঃপ্রাপ্তি পদ্ধতি উপযুক্ত বিনিয়োগের জন্য প্রযোজ্য। কর অবকাশ–যাহা কখনও কখনও শিল্প প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ বা অগ্রদূত বলিয়া অভিহিত হয়–অধিকাংশ ক্ষেত্রে নব প্রতিষ্ঠিত পর্যটন বা শিল্প উদ্যোগকে তাহাদের বাণিজ্যিক সেবা বা, ক্ষেত্রমত, বাণিজ্যিক উৎপাদন আরম্ভ হওয়ার মাস হইতে পাঁচ হইতে দশ বৎসর অথবা ইহার চাইতে কম বা বেশী সময়ের জন্য প্রদেয় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করে। বারংবার ইহারা পান্থনিবাস এবং শখের পর্যটকদের জন্য অতিরিক্ত সুবিধাজনক ব্যবস্থায়, এবং দ্রব্যাদির নির্মাণ প্রণালী এবং খনি হইতে খনিজ পদার্থ ইত্যাদি লাভ করার জন্য কাজ প্রভৃতিতে বিনিয়োগকৃত মূলধনের প্রবাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রয়োগ হয়। উপরোক্ত বিধানসমূহ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্তির হার বৃদ্ধি করিয়া আনুকূল্য–প্রাপ্ত কর্মশীলতাসমূহে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে অভিপ্রেত। এই সকল ইনসেন্টিভ সম্ভবতঃ বিদেশী মালিকানাধীন উদ্যোগকে বিনিয়োগে অনুপ্রাণিত করিতে প্রধানতঃ অভীপ্সিত, তবে স্থানীয় উদ্যোগও সচরাচর ইহাদের দ্বারা উৎসাহিত হয়। কতিপয় ক্ষেত্রে,

উদাহরণস্বরূপ ঘানায়, একটি প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতার জন্য মালিকানায় স্থানীয় অংশীদারীত্ব আবশ্যক, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ মেক্সিকোয়, নিবাসীর অধিকাংশ বা সম্পূর্ণ স্বত্ব আবশ্যক। উচ্চ হারে উৎপাদন এবং স্বল্প সময়ে বিক্রয়ে সক্ষম অত্যধিক লাভজনক প্রতিষ্ঠানের জন্য ইহারা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এই সকল, বহুজাতিক কোম্পানীর যে সকল সাবসিডিয়ারি সংযোজন কর্ম তথা রফতানীমুখী পোশাক শিল্প পরিচালনা করে তাহাদিগকে ধারণ করে। প্রকৃত ঘটনা যে, সর্বাধিক লাভজনক ফার্মসমূহের সুবিধা সর্বাধিক ইঙ্গিত দেয় কর অবকাশের জন্য অতিরিক্ততার উচ্চ আনুপাতিক হার, তবে এই ধারণা ভ্রমাত্মক হইতে পারে। নূতন ফার্মকে আকর্ষণ করিবার জন্য উদাসীনতা বা নিস্ক্রিয়তার সূত্রপাত কাটাইয়া ওঠার প্রয়োজন হইতে পারে। যে সকল রফতানীমুখী ফার্ম স্থানীয় কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল নহে, অধিকন্তু, সাধারণ প্রচলন-অনুযায়ী একাধিক স্থানের মধ্য হইতে শিল্পের জন্য উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লওয়ার ক্ষেত্রে মুক্ত এবং কোন রাষ্ট্রে শিল্প স্থাপন করিতে আসিবে কেবল যদি তাহারা প্রত্যাশা করে যে, নিকটতম সবচেয়ে বেশী লাভজনক স্থানের চাইতে তথায় তাহাদের কর উত্তর মুনাফা অধিক হইবে। কর অবকাশ পক্ষপাতদুষ্ট ও অকার্যকর হইতে পারে যদি বিদ্যমান ফার্মের সম্প্রসারিত ইউনিট রাষ্ট্রের জন্য যে সুবিধা আনিতে পারে নূতন ফার্ম অনুরূপ সুবিধা প্রদান করিতে পারে। আসল নূতন ফার্মের সনাক্তকরণের জন্য প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের অনুশীলন আবশ্যক যেহেতু বিদ্যমান ফার্ম কর অবকাশ সুবিধা গ্রহণ করার জন্য পুনরায় সংগঠিত হইতে পারে, এবং ফার্ম কৃত্রিমভাবে তাহাদের অভিন্নতা পরিবর্তনের দ্বারা কর অবকাশ মেয়াদ সমাপ্তির পর তাহাদের কর অব্যাহতি সময়সীমা বাড়ানোর চেষ্টা করিতে পারে। ত্বরান্বিত ব্যয় পুনঃপ্রাপ্তি পদ্ধতি বা ত্বরান্বিত অবচয় ও কর রেয়াত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতভাবে কর অবকাশ অপেক্ষা কম পছন্দনীয়। তবে এইটি শিল্পের গঠন প্রণালীকে প্রভাবিত করিতে অপেক্ষাকৃত কম ফলপ্রদ। এই সকল বিধান অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে সর্বাপেক্ষা অনুকূল অপেক্ষা অতিরিক্ত পুঁজি-ভিত্তিক কর্মশীলতাকে উৎসাহিত করিতে পারে। শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে পূর্বোল্লিখিত বিধানসমূহ প্রয়োগের লক্ষণীয় বিদ্যমানতা স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের পুঁজি আকর্ষণ করার সামর্থ্যকে দুর্বল করিয়াছে।

কর অব্যাহতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করিতে সমর্থ এইরূপ সৃষ্টিধর্মী ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনশীল কর্মশীলতায় বিনিয়োগ মূলধন বৃদ্ধির সহায়ক। মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফা স্থাবর সম্পত্তি বা রিয়্যাল এষ্টেট ক্রয় বা বাড়িঘর নির্মাণের মতো অপরিকল্পিত অনুৎপাদনশীল খাতের পরিবর্তে সৃষ্টিধর্মী ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনশীল কর্মশীলতায় বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়ন বা আধুনিকায়নে বিনিয়োগ বা পুনঃবিনিয়োগের কারণে বিনিয়োগকৃত বা পুনঃবিনিয়োগকৃত মূলধনী মুনাফাকে প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি প্রদানের বিধান আয়কর আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হইলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হইতে পারে।

এই সকল উদ্দীপক কতিপয় পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে সহায়ক হইলেও ইহারা কোন অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে পারে না। সুতরাং ইহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়ার যোগ্য যে, উদ্দীপকসমূহ উৎপাদনের পরিবর্তে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আয়কর আইনে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান করা হয়, যেহেতু- (১) মূলধন দুস্প্রাপ্য বলিয়া বিশেষভাবে বিবেচিত হইয়া থাকে; (২) ইহা উদ্যোগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট সুবিধাজনক উপাদান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; (৩) সঞ্চয়, বিনিয়োগ, প্রবৃদ্ধির হার, জাতীয় আয় ও কর রাজস্ব একই বৃত্তে আবদ্ধ ও আবর্তিত। বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কতিপয় বিধান যেমন আয়কর আইনে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে তেমনি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য উদ্যোক্তাগণকে কর হার কমানোর মাধ্যমে কর রেয়াত সুবিধার দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত উৎপাদনে উৎসাহিত করা হয়।

ত্বরান্বিত ব্যয় পুনঃপ্রাপ্তি পদ্ধতি বা ত্বরান্বিত অবচয় সংক্রান্ত বিধান আয়কর আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে করযোগ্য মুনাফা ও একাউন্টিং প্রফিটের মধ্যে অস্থায়ী ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। আবার, লোকসান পূরণ ও লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা বা কর লোকসানের পশ্চাদ্বর্তী জের টানা এবং অগ্রবর্তী জের টানা, কর অবকাশ এবং কর অব্যাহতি সংক্রান্ত বিধান আয়কর আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে করযোগ্য মুনাফা ও একাউন্টিং প্রফিটের মধ্যে স্থায়ী ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

আয়কর আইনের গঠন প্রকৃতি

যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যাণ্ড, আফ্রিকার ফ্রানকোফোন রাষ্ট্রসমূহে, ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রে এবং বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতসহ ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত কয়েকটি রাষ্ট্রে একক ব্যক্তির আয়কর ও করপোরেট আয়করের পৃথক প্রয়োগ বলবৎ রহিয়াছে। পূর্ণ একত্রীকরণ যদিও অত্যুৎকৃষ্ট অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত কর সংস্কার নহে, তথাপি অনেক রাষ্ট্রে একক ব্যক্তির আয়কর ও করপোরেট আয়করের পূর্ণ একত্রীকরণ ঘটিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বলিত গণতান্ত্রিক সংবিধানে ফেডারেল লিষ্ট বা ইউনিয়ন সূচী (ফেডারেল বা ইউনিয়ন পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সূচী), স্টেট লিষ্ট বা রাজ্য সূচী (রাজ্য বিধান সভা কর্তৃক আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সূচী) এবং কনকারেন্ট লিষ্ট বা সমবর্তী সূচী (ইউনিয়ন পার্লামেন্ট ও রাজ্য বিধান সভা উভয়ের যৌথ উদ্যোগে যে সকল আইন প্রণয়ন হয় সেই সকল আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সূচী) অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং কৃষি আয়ের ওপর আয়কর রাজ্য সূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে অর্থাৎ ইহা প্রাদেশিক বিষয়। পক্ষান্তরে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বলিত গণতান্ত্রিক সংবিধানে এবং যে সকল রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কিন্তু বাস্তবে এককেন্দ্রিক, যথাঃ- ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ভেনিজুয়েলা, মেক্সিকো প্রভৃতি রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক সংবিধানে এইরূপ সূচী অন্তর্ভুক্ত থাকে না। ফলে উপরোক্ত রাষ্ট্রসমূহে কৃষি আয়ের ওপর আয়কর পৃথক আইনের দ্বারা ও পৃথক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ধার্য ও সংগৃহীত হয় না। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে উৎসে কর

কর্তন বা প্রতিরোধী কর, অগ্রীম আয়কর প্রদান বা প্রাক্কলিত কর এবং রিটার্ণের সহিত কর প্রদান প্রভৃতি বিধান সম্বলিত একক ব্যক্তির আয়কর, করপোরেট আয়কর, কৃষি আয়কর, পেট্রোলিয়ামের ওপর আয়কর এবং খনিজ দ্রব্যের ওপর আয়কর প্রভৃতি আয়কর ব্যবস্থার উপাদানসমূহ একত্রে যুক্ত হইয়াছে। উপরন্ত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট সম্পদ কর ও দানকর ধার্য ও আদায় করার ক্ষমতা প্রত্যভিযোজন করা হইয়াছে।

আয়কর আইনের সার পদার্থ

যদিও অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহই আয়কর আরোপের মুখ্য উদ্দেশ্য, তৎসত্ত্বেও, ইহা আয়ের বন্টন সংশোধনে বা মুনাফার হার কিছুটা পরিবর্তনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আয়কর আইনের গঠন প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, আয়কর আরোপ সংক্রান্ত আইনের বিধান আয়কর আরোপের উদ্দেশ্যে আয়ের সংজ্ঞা সংক্রান্ত আইনের বিধান এবং আয়কর আরোপের উদ্দেশ্যে মোট আয়ের পরিধি সংক্রান্ত আইনের বিধানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে-যাহাকে আয়কর আইনের "ধ্রুবতারা" (আইন প্রণেতাদের অভিপ্রায়) হিসেবে অভিহিত করা হয়। আয়কর আইনের সকল ক্ষমতা ইহার আয়কর আরোপ সংক্রান্ত ধারা হইতে আহরিত হয়। আয়কর আরোপের উদ্দেশ্যে আয়ের সংজ্ঞা সংক্রান্ত আইনের বিধান, আয় বৎসর সংক্রান্ত আইনের বিধান, কর নির্ধারণী বৎসর সংক্রান্ত আইনের বিধান, করদায়িক সংক্রান্ত আইনের বিধান, ব্যক্তি সংক্রান্ত আইনের বিধান, আবাসিক মর্যাদা সংক্রান্ত আইনের বিধান, আয়কর আরোপ সংক্রান্ত আইনের বিধান, আয়কর আরোপের উদ্দেশ্যে মোট আয়ের পরিধি সংক্রান্ত আইনের বিধান, আয়ের উৎসের সহিত সম্পূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট উপপাদনসমূহ সংক্রান্ত আইনের বিধানাবলী, লোকসান পূরণ সংক্রান্ত আইনের বিধান, মোট আয় গণনা সংক্রান্ত আইনের বিধান, বাধ্যতামূলকভাবে আয়ের রিটার্ণ দাখিল সংক্রান্ত আইনের বিধান, সঠিক রিটার্ণের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত আইনের বিধান, শুনানির ভিত্তিতে কর নির্ধারণ সংক্রান্ত আইনের বিধান, এক তরফা বা প্রশাসনিক বা সর্বাধিক বিচার ভিত্তিক কর নির্ধারণ সংক্রান্ত আইনের বিধান, কর নির্ধারণ বা পুনঃ নির্ধারণ সময়সীমা সংক্রান্ত আইনের বিধান, নিস্পন্ন কেস পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত আইনের বিধান, দাবীর নোটিশ সংক্রান্ত আইনের বিধান প্রভৃতি আয়কর আইনের সারবত্তা। সুতরাং এর যে কোন একটির বিচ্যুতি ঘটিলে সম্পূর্ণ কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

আয়কর আইনের প্রধান অংশসমূহ

কর আইন প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে এবং Lord Dunedin পশ্চাদুল্লিখিত শব্দাবলীর দ্বারা বিভাজন রেখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন ঃ-

"বর্তমানে কর আরোপের ক্রম তিনটি; করদায়িতা ঘোষণা, আইনের যে অংশ কোন্ ব্যক্তি কোন্ সম্পত্তি সম্পর্কে আইনতঃ বাধ্য হইবেন তাহা চূড়ান্তভাবে ধার্য করে। অব্যবহিত পরবর্তী কর নির্ধারণ, করদায়িতা কর নির্ধারণের ওপরে নির্ভর করে না। ঐ, অনুমান ইতোমধ্যে নির্ধারিত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও

কর নির্ধারণ নির্ভুল করের পরিমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে যাহা কোন ব্যক্তি পরিশোধ করিতে আইনতঃ বাধ্য। সর্বশেষে, কর আদায়ের নিয়ম সমীপবর্তী হয়. যদি ব্যক্তি স্বেচ্ছাধীনভাবে কর পরিশোধ না করে।" [Whinery v. Commissioners of Inland Revenue. (U.K. 10 T.C. 10)].

আয়কর আইনে সন্নিবেশিত ধারাসমূহের শ্রেণীকরণ

আয়কর আইনে সন্নিবেশিত ধারাসমূহ বৈশিষ্ট্যগত দিক হইতে চার প্রকারের, যথাঃ- (১) চার্জিং সেকশন (Charging Section)- আয়কর আইনের যে ধারাসমূহ কর নির্ধারণী কর্তৃপক্ষকে কর ধার্য, মোট আয় গণনা, কর নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ, কর নির্ধারণ আদেশ পুনর্বিবেচনা এবং প্রদেয় করের অঙ্ক নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করে উক্ত ধারাসমূহকে চার্জিং সেকশন বলা হয়। (২) পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারা (Procedural Section) বা মেশিনারী সেকশন (Machinery Section)–আয়কর আইনের যে ধারাসমূহে কর আদায় প্রক্রিয়া, কর প্রত্যর্পণ ও সমন্বয়, আপীল প্রভৃতি সংক্রান্ত বিধানাবলী সন্নিবেশিত থাকে উক্ত ধারাসমূহকে মেশিনারী সেকশন বলা হয়। (৩) প্রতিরোধক ধারা (Deterrent Section)–আয়কর আইনের যে ধারাসমূহ আয় গোপন বা ব্যয়স্ফীতকরণের দ্বারা করদায়িকের কর ফাঁকি দেওয়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করে উক্ত ধারাসমূহকে প্রতিরোধক বা নিরোধক ধারা বলা হয়। (৪) অব্যাহতি ধারা (Exemption Section)–আয়কর আইনের যে ধারাসমূহ ব্যক্তিকে প্রদেয় কর হইতে পূর্ণ বা আংশিকভাবে অব্যাহতি প্রদান করে উক্ত ধারাসমূহকে অব্যাহতি ধারা বলা হয়। আয়কর আইনের কোন কোন ধারায় একাধিক বৈশিষ্ট্য তথা চার্জিং ও মেশিনারী, বা চার্জিং ও ডিটারেন্ট, বা মেশিনারী ও ডেটারেন্ট পরিলক্ষিত হয়।

শিরোনামা

শিরোনামার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। ১৪৯৫ সনের পর হইতে বৃটেনে আইনে শিরোনামা দেওয়া হয়। শিরোনামা দুই প্রকারের, যথাঃ–সম্পূর্ণ শিরোনামা বা লং টাইটেল এবং সংক্ষিপ্ত শিরোনামা বা শর্ট টাইটেল। সম্পূর্ণ শিরোনামা সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে; পক্ষান্তরে সংক্ষিপ্ত শিরোনামা সংশ্লিষ্ট আইনের লেভেল হিসেবে কাজ করে। কি কারণে, কেন এবং কি উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হইবে অর্থাৎ প্রণীতব্য আইনের রূপ ও প্রকৃতি সাংসদ ও জনগণ যেন বুঝিতে ও চিন্তাভাবনা করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে সংসদে পেশকৃত সরকারী ও বেসরকারী উভয় বিলে সম্পূর্ণ শিরোনামা সন্নিবেশিত করিতে হইবে। সংসদে পেশকৃত বিলে সম্পূর্ণ শিরোনামা সন্নিবেশিত হইলে আইনের কারণ ও উদ্দেশ্য আইন প্রণেতা সংসদ ও জনগণের নিকট গোপন বা অনবহিত থাকে না অর্থাৎ আসল বিষয় বুঝা যায়। কোন রাষ্ট্রের সাধারণ আইন প্রণয়নে অথবা সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সাধারণ আইন সংশোধনে সম্পূর্ণ শিরোনামা দেওয়া সাংবিধানিকভাবে আদেশমূলক না হইলেও ইহা প্রতিপালন ও অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক, যদি বিলে পরস্পর সম্পর্কবিহীন একাধিক বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটে। সম্পূর্ণ শিরোনামা দেওয়ার অনুসরণযোগ্য বাধ্যবাধকতা অনুসৃত না হইলে জনগণের স্বার্থে ও যুগের প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের বিধান নিস্ফল হইয়া পড়িবে এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা কায়েম

হইলে ছদ্মবেশে আয়ের সংজ্ঞার সম্প্রসারণ, আয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট উপপাদন রহিতকরণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়কর আইনে সন্নিবেশিত বিভিন্ন উদ্দীপকের শর্ত পরিবর্তন এবং কর হার বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের ওপর করের বোঝা চাপানো সম্ভব হইবে। আয়কর আইনকে আরও নিখুঁত বা পূর্ণাঙ্গ বা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সংসদে যে বিল আনা হয় উক্ত বিলে সংশোধনের কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইলে অর্থাৎ সম্পূর্ণ শিরোনামা দেওয়ার অনুসরণযোগ্য বাধ্যবাধকতা অনুসৃত হইলে নির্দিষ্ট বিষয়ে সাংসদগণ মনোনিবেশ সন্নিবেশিত ও কেন্দ্রীভূত করিতে পারিবেন। উল্লেখ্য, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও অনুসরণযোগ্য বাধ্যবাধকতা এক বিষয় নহে।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের আয়কর আইনে সম্পূর্ণ শিরোনামা ও সংক্ষিপ্ত শিরোনামা পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কোডেও সম্পূর্ণ শিরোনামা ও সংক্ষিপ্ত শিরোনামা পরিলক্ষিত হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর সম্পূর্ণ শিরোনামা বলে "অ্যান অরডিন্যান্স টু কনসোলিডেড এ্যাণ্ড এমেণ্ড দি ল রিলেটিং টু ইনকাম ট্যাক্স" এবং ইহার সংক্ষিপ্ত শিরোনামা বলে "দিস অরডিন্যান্স মে বি কল্ড দি ইনকাম ট্যাক্স অরডিন্যান্স, ১৯৮৪"। ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চের ফরমান বলে ১৯৮৪ সনের ৩রা জুন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ প্রণয়ন করেন এবং ৪ঠা জুন বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ সনের ১০ই নভেম্বর সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের দিন ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১০ই নভেম্বর (উভয় দিনসহ) এর মধ্যে সামরিক শাসন আমলের সমস্ত কার্যক্রমকে সাংবিধানিক বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে গৃহীত হয়। সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের দিন সামরিক শাসন আমলের অন্যান্য কার্যক্রমের সহিত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ বহু বিষয় সংবলিত বিল দ্বারা জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার কারণে ইহা আইনে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ইহার সম্পূর্ণ শিরোনামা ও সংক্ষিপ্ত শিরোনামা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের দিন জাতীয় সংসদের প্রথম বৈঠকে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ পৃথকভাবে উথাপিত হইলে এবং উথাপনের ত্রিশ দিনের মধ্যে গৃহীত হইলে এবং গৃহীত হওয়ার পনের দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি দান করিলে ইহা আইনের কার্যকারিতা পাওয়ার সংগে সংগে ইহার শিরোনামাও পরিবর্তিত হইত অর্থাৎ ইহার সম্পূর্ণ শিরোনামা হইত "অ্যান এ্যাক্ট টু কনসোলিডেড এ্যাণ্ড এমেণ্ড দি ল রিলেটিং টু ইনকাম ট্যাক্স" এবং সংক্ষিপ্ত শিরোনামা হইত "দিস এ্যাক্ট মে বি কল্ড ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট, ১৯৮৪"।

আয়কর আইনের উপাদানসমূহ

আয়কর আইনের উপাদানসমূহ নিম্নেবর্ণিত হইলঃ–

(১) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪।

(২) আয়কর আইন, ১৯২২। ১৯৮৩–৮৪ ও তৎপূর্ববর্তী কর নির্ধারণী বৎসর বা বৎসরসমূহের কর নির্ধারণ বা, ক্ষেত্রমত, পুনঃ নির্ধারণ আয়কর আইন, ১৯২২ এর বিধানাবলী এবং তদধীনে প্রণীত বিধি, প্রদত্ত আদেশ, জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এবং সংশ্লিষ্ট

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য প্রযোজ্য কর হার এবং উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৩) আয়কর বিধিমালা।

(৪) সাধারণ বা বিশেষ আদেশ। সরকার/বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আদেশ প্রণয়ন করিতে পারিবেন। প্রদত্ত আদেশের প্রকৃতি হইবে প্রসপেকটিভ। কারণ, ইহা রিট্রসপেকটিভ প্রণয়ন করার ক্ষমতা মূল আইনে প্রতিভূ হয় নাই।

(৫) অর্থ আইন অধ্যাদেশ। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রমত আয় বৎসর বা বৎসরসমূহের, অথবা আয় বৎসর ব্যতীত অন্য সময়ের মোট আয়ের ওপর প্রাতিষংগিক কর বৎসরের জন্য প্রযোজ্য হার বা হারসমূহ অর্থ আইন/ অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে এবং তদানুযায়ী ক্ষেত্রমত কর নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ হইবে। তবে কর ব্যবস্থাকে আরও নিখুঁত বা পূণাঙ্গ বা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনীও ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

(৬) উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত। যেহেতু প্রিভি কাউন্সিল বিশ্বের আদালতসমূহের মধ্যে অসামান্য ও অনুপম এবং ১৭২৬ সন হইতে উপমহাদেশের আইনের গঠন, আকৃতি ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে সেইহেতু যদিও ১৯৪৯ সনের ২৯শে অক্টোবর হইতে ভারতে এবং ১৯৫০ সনের ২০শে এপ্রিল হইতে পাকিস্তানে প্রিভি কাউন্সিলের অধিক্ষেত্র বিলোপ হইয়াছে এবং প্রিভি কাউন্সিল রীতিসিদ্ধ অর্থে উপমহাদেশের আইন-সম্বন্ধীয় নিয়ম প্রণালীর ধীরে ধীরে বিকাশ লাভে কোন ভূমিকা রাখিতেছে না, তৎসত্ত্বেও, উপমহাদেশে ইহার প্রভাব এখনও অনুভূত হইতেছে এবং অসংখ্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট অনুভূত হইবে। প্রিভি কাউন্সিলের রায় আজও অনেক বিষয়ে উপমহাদেশের আইনের ভিত্তি উৎস হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। প্রিভি কাউন্সিলের রায় সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ন্যায় সাহায্যকারী পথ নির্দেশক, প্রাধিকারী নহে।

(৭) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "আইন" অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ,বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতি। সুতরাং আয়কর আইন বলিতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং তদধীনে প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ ও জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। পরিপত্র আইনের সংজ্ঞাভুক্ত নহে। সুতরাং পরিপত্রের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ আইন সিদ্ধ নহে।

দফাসমূহ

77777

আয়কর আইনে নিম্নবর্ণিত দফাসমূহ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, যথাঃ-

(১) ব্যাপ্তি দফাঃ- আইন কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে, ব্যাপ্তি দফা তাহা নির্দেশ করে। আইনে সাধারণতঃ ব্যাপ্তি দফা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোন আইনে ব্যাপ্তি দফা অন্তর্ভুক্ত করা না হইলেও সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা করিলে আইন কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে তাহা সহজে অনুমেয় হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে ব্যাপ্তি দফা অন্তর্ভুক্ত

করা না হইলেও ইহা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা বাংলাদেশের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সীমানা ব্যাপিয়া বিস্তৃত।

(২) বহু প্রকরণ-সম্বলিত দফা (অমনিবাস ক্লজ)ঃ- যে দফায় একাধিক বিষয় সংমিশ্রিত হইয়া থাকে উক্ত দফাকে বহু প্রকরণ-সম্বলিত দফা বলা হয়। প্রত্যক্ষ কর হিসেবে আয়কর করদায়িকের আবশ্যকতা বিবেচনা করিতে সমর্থ। এ কারণে কোন আয়ের খাতের অধীন কোন উৎসের গ্রস আয় হইতে আয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কিত খরচসমূহকে সরাসরি বাদ দিয়া সমন্বিত গ্রস আয় নির্ণয় করিতে হইবে। ব্যবসা বা পেশাগত আয়, কৃষি আয় এবং ব্যবসা বা কৃষির চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতে শ্রেণীবদ্ধ কোন আয় উপার্জনের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কিত যে খরচসমূহ সচরাচর ঘটে উক্ত খরচসমূহ আয়কর আইনে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়। আয় উপার্জনের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কিত যে খরচসমূহ সচরাচর ঘটে না সেই সকল খরচকে আয়কর আইনে পৃথকভাবে উল্লেখ না করিয়া বহু প্রকরণ-সম্বলিত দফার দ্বারা অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাহাতে কোন খরচের আইটেম ভুলবশতঃ বাদ না পড়ে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৭ (১) (ট), ২৯ (১) (XXVII) এবং ৩৪ (২) বহু প্রকরণ-সম্বলিত দফা।

(৩) বাধাহীন দফা (নন অবষ্টাষ্ট ক্লজ)ঃ-আয়কর আইনে আয়কর ব্যবস্থার রীতিনীতি সুনিপুণভাবে উপস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় আয়কর আইনের বিভিন্ন বিধানের মধ্যে অমিল পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে করদায়িক ও কর কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতদ্বৈততা দেখা দেয় এবং কর নির্ধারণ ও কর আদায় প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। এমনকি আইনের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দেয়। যখন আইনের কোন বিধান অপর বিধানের সহিত অমিল সৃষ্টি করে, তখন কোর্টের দায়িত্ব উক্ত অমিল বিধানসমূহের যুগপৎ অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যযুক্তকরণ। তবে আইনের অমিল বিধানসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যযুক্তকরণ অনেক সময় কোর্টের পক্ষে সম্ভব হয় না। আইনে সন্নিবেশিত বিভিন্ন বিধানের কারণে যাহাতে আইনগত জটিলতা সৃষ্ট না হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে যাহাতে কর্তৃপক্ষ বাধাগ্রস্থ না হয় তদুদ্দেশ্যে আইনের মূল বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্যের বিধানের সহিত অমিল সৃষ্টিকারী বিধানের যুগপৎ অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অমিল সৃষ্টিকারী বিধানের সহিত বাধাহীন দফা সংযুক্ত করা হয়। বাধাহীন দফা কোন বিধানের সহিত সংযোজিত হইলে উক্ত বিধান অধিকতর মর্যাদা লাভ করে এবং আইনের বিধানসমূহের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে জটিলতা দূর হয় এবং উভয়বিধ বিধানের যুগপৎ অবস্থান নিশ্চিত হয়। তবে ব্যাখ্যাপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুসারে বাধাহীন দফা কোন বিধানের সহিত সংযুক্ত হইয়া উক্ত বিধানকে এমন শৃঙ্খলমুক্ত ক্ষমতা প্রদান করে না যাহার ফলে উহা সম্পূর্ণ কাঠামোকে গলাধঃকরণ করিতে পারে অর্থাৎ বাধাহীন দফার ব্যাপক ক্ষমতাবলে বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী বক্তব্য বা বৈশিষ্ট্যের কোন বিধান আইনে সংযোজন করিয়া আইনের অন্তর্নিহিত নীতিমালা ও দর্শন ধ্বংস করা যায় না। বাধাহীন দফার সাহায্যে আইনের মৌলিক কাঠামো বা বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী কোন

বিধান আইনে সংযোজিত বা প্রতিস্থাপিত হইলে উক্ত বিধানের যতখানি বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী সুপ্রীম কোর্ট ততখানি বাতিল করিতে পারে।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা দূর করার উদ্দেশ্যে ধারা ১৪,১৬ (৩), ১৭ (২), ২৩ (২), ২৫ (২), ২৭ (২), ২৮ (২), ৩০, ৩২ (৫-১২), ৩৪ (৪), ৩৫ (২), ৪৪ (১), ৪৫ (৬), ৪৫ (৮), ৪৬ (৬), ৪৬ (৮), ৪৮ (১), ৭৩ (৩), ৮৩ ক (২), ৮৪ক (১), ৮৫ (১), ৮৮ (২), ৮৯ (১), ৯০ (৬), ৯১ (১), ৯৩ (৫), ৯৪ (২-৩), ১০০ (২), ১০২ (১), ১০৩ ক (১), ১২১ (৬), ১৩৮ (১), ১৩৯ (১), ১৪০ (১), ১৪৩ (১), ১৪৩ (৮), ১৪৪ (২), ১৫৩ (১খ), ১৫৩ (১গ), ১৫৬ (৬), ১৫৯ (৬), ১৬১ (৪), ১৬৩ (২), ১৭১ (১), ১৭৪ (৩), ১৮০, ১৮৪ ক এবং ১৮৬ (২)-এ বাধাহীন দফা সংযুক্ত করা হইয়াছে।

(৪) হূকিং ক্লজঃ-আয়কর আইনের যে দফা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত কোন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের নহে, এইরূপ আয়ের আইটেমসমূহকে করদায়িকের মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত করে আয়কর আইনের উক্ত দফাকে হূকিং ক্লজ বলা হয়। হূকিং ক্লজের দ্বারা কোন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের নহে, এইরূপ কোন প্রাপ্তিকে করদায়িকের মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যদি উক্ত প্রাপ্তি আয়কর আইন অনুযায়ী আয় বলিয়া গণ্য হয় অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের নহে, এইরূপ যে প্রাপ্তি আয়কর আইন অনুযায়ী আয় বলিয়া গণ্য হয় না উক্ত প্রাপ্তিকে হূকিং ক্লজের দ্বারা করদায়িকের মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। যে সকল আয়ের আইটেম আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২০-এ উল্লিখিত অন্য কোন খাতের অধীন শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না সেই সকল আয়ের আইটেম আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩৩ এর অধীন শ্রেণীবদ্ধ ও গণনা করা হইবে। সুতরাং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩৩ হূকিং ক্লজ।

(৫) অব্যাহতি দফাঃ- আয়কর আইনের যে দফা করদায়িককে প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করে উক্ত দফাকে অব্যাহতি দফা বলা হয়। কোন আয়ের আইটেমকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইলে আইনে সন্নিবেশিত হয় নাই এইরূপ শর্ত আরোপ করিয়া অব্যাহতির অঙ্ক কমানো যাইবে না। যখন অব্যাহতি দফার দ্বারা কোন আয়ের প্রাপ্তিকে প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় তখন উক্ত দফাকে করদায়িকের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪৪, ৪৫, ৪৬ এবং ৪৭ অব্যাহতি দফা।

(৬) রাইডার ক্লজঃ-বিষয় বা প্রসঙ্গের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে এইরূপ যে দফা আইনের মূল অংশের সহিত সংযুক্ত থাকে উক্ত দফাকে রাইডার ক্লজ বলা হয়। রাইডার ক্লজ এইরূপ দফা যাহা নিজস্ব গুণে আইনে পরিণত হইতে পারে না। আইনের মূল অংশ যদি বলবৎ হয় কেবল তখনই রাইডার ক্লজ বলবৎ হইবে।

(৭) নিরোধক্ষম দফাঃ- যে দফা সীমা নির্দেশ করে। নিরোধক্ষম দফা- (১) আয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট উপপাদনের সীমা নির্দেশ করে, (২) করদায়িক কর্তৃক প্রদেয় সর্বোচ্চ করের অঙ্ক নির্দেশ করে।

হিসাব পদ্ধতি

আয়কর নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হিসাব পদ্ধতিঃ-

উদ্ভব পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতিতে আয় ও খরচ স্বীকৃত হইলে ইহাদিগকে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে আয় সচরাচর স্বীকৃত হয়, যখন উপার্জন হয়। সাধারণতঃ আয়ের উদ্ভব ঘটে, যখন সেবা সম্পন্ন হয় বা দ্রব্য প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতিতে খরচকে সচরাচর স্বীকৃতি দেওয়া হয়, যখন দ্রব্য প্রদান বা সেবা গ্রহণের জন্য দায় স্থির হয়। যে সময় ব্যাপিয়া সম্পত্তি ব্যবহৃত হয় উক্ত সময়ে সম্পত্তির মূল্যকে খরচ হিসেবে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রূপান্তরিত ক্যাশ পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতিকে প্রকৃত ক্যাশ পদ্ধতি না বলিয়া রূপান্তরিত ক্যাশ পদ্ধতি বলা হয়। কারণ, (১) দীর্ঘ মেয়াদী সম্পত্তি যখন ক্রয় করা হয় তখন সম্পত্তির সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্যকে খরচ হিসেবে ধার্য করা হয় না, (২) প্রদত্ত হওয়া সত্ত্বেও সকল অগ্রীম প্রদত্ত খরচকে বাদ দেওয়া হয় না, যথাঃ- অগ্রীম প্রদত্ত তিন বৎসরের বীমার কিস্তী, (৩) কোন ইজারার কারণে সেলামি বা প্রিমিয়াম বাবদ কোন আয় বৎসরে করদায়িক কর্তৃক প্রাপ্ত বা প্রাপ্য কোন এককালীন অঙ্ককে করদায়িকের ইচ্ছা অনুযায়ী কর নির্ধারণের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সম্পূর্ণ ইজারাকালীন সময়ে সমানুপাতিকভাবে বন্টন করা যায়। অধিকন্তু, আনুমানিকভাবে প্রাপ্ত আয়কে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এমনকি যদিও তখন ব্যবসা ক্যাশের অধিকার ভোগ করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আয় বৎসর শেষে করদায়িক কর্তৃক প্রাপ্ত চেক আয় বলিয়া গণ্য হয় এমনকি যদিও ইহা ক্যাশে রূপান্তরিত হয় না। যদি ইন্‌ভেন্টরি আয় উপার্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়, কোম্পানী বিক্রয়, বিক্রীত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ও দেনার হিসাব স্বীকৃতির জন্য অবশ্যই উদ্ভব ভিত্তি ব্যবহার করিবে।

ইন্‌ভেন্টরির জন্য হিসাব পদ্ধতিঃ ইন্‌ভেন্টরির আয় গণনার জন্য একাধিক পদ্ধতি রহিয়াছে। প্রত্যেক পদ্ধতি উৎপাদন ব্যয়ের ভিন্ন ধারা গ্রহণ করে এবং এর ফলে করযোগ্য আয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রের আয়কর কর্তৃপক্ষ Last in, first out পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়াছে।

অর্থ এবং বলিতে------অন্তর্ভুক্ত হইবে

যখন 'অর্থ' শব্দটি প্রয়োগ হয়, ইহা প্রকাশ করে যে, সংজ্ঞাটি কোন বাঁধাধরা সংজ্ঞা হইবে এবং সংজ্ঞায় লিখে রাখা ব্যতীত সংজ্ঞায়িত শব্দ বা অভিব্যক্তির অন্য কোন অর্থ ধার্য করা যাইতে পারে না। 'বুঝান' শব্দের প্রয়োগ প্রকাশ করে যে, আইনসভা শব্দের কঠোর সংজ্ঞা লিখে রাখার অভিপ্রায় করে না তবে কেবল শব্দের যে অর্থ হইতে পারে তা বর্ণনা করার চেষ্টা করে। এ ছাড়া, Commissioner of Income-tax, Bombay Presidency v. Bombay Trust Corporation Ltd., A. I. R. 1930 P. C. 54 মামলায় প্রিভি কাউন্সিল নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছে ঃ যখন কোন ব্যক্তি কোন কিছু "বলিয়া গণ্য" হয় একমাত্র যুক্তিসঙ্গত অর্থ হইবে যে, কার্যতঃ বাস্তবে তিনি নহেন অতটা কিছু যেন তিনি ছিলেন বলিয়া আইন তাহাকে বিবেচনা করার নির্দেশ দেয়।

সংযোজক ও বিযোজক

প্রচলিত রীতি–নীতি অনুযায়ী "এবং" সংযোজক বা মিলন–সংসাধক ও "অথবা" বিযোজক। Stroud's Judicial Dictionary এর ৩য় সংস্করণের পৃষ্ঠা ৩১৫ তে ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে, "এবং" সাধারণতঃ পুঞ্জীভবনশীল অর্থ ধারণ করে, ইহা প্রয়োজনীয় ঐ সকল **শর্তের** পূর্ণতা একত্রে সংযুক্ত করে, এবং এখানে ইহা "অথবা" এর সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয়। কখনও কখনও, যে কোন উপায়ে, এমনকি অনুরূপ সংযোগে, ইহা, প্রসঙ্গের সঠিক অর্থ অনুসারে, "অথবা" রূপে পাঠ করা হয়। একইরূপে Maxwell on Interpretation of Statutes এর ১১তম সংস্করণে ইহা গৃহীত হইয়াছে যে, আইনের উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবার লক্ষ্যে সংযোজনের পরিবর্তে "এবং" কে "অথবা/বা" পড়িবার প্রয়োজন হইতে পারে এবং তদ্বিপরীতভাবে।

ইহা সত্য যে, আইন ও দলিলে "এবং" ও "অথবা" শব্দ দুইটি কখনও কখনও একই অর্থে ও সমার্থ রূপে প্রয়োগ হয়, যাহা একই আইন বা দলিলের প্রসঙ্গ ও অপরাপর বিধানাবলীর অর্থের ওপর নির্ভরশীল।"

শ্রী জি. পি. সিং "Principles of Statutory Interpretation" এর ১৯৬৬ সনের সংস্করণের পৃষ্ঠা ২১৩তে এই বিষয় সংযোজক ও বিযোজক শব্দাবলী "অথবা" ও "এবং" শিরোনামার অধীন আলোচনা করিয়াছে, পৃষ্ঠা ২১৪তে ইহা এইভাবে বিবৃত করিয়াছে ঃ

"----- কিন্তু যদি শব্দাবলীর আক্ষরিক পাঠ দুর্বোধ্য বা উদ্ভট ফলাফল সৃষ্টি করে এবং যদিও শব্দাবলীর অনুরূপভাবে পরিবর্তিত ফলাফল প্রসঙ্গের কম সহায়ক যদি হয় তবে আইনের উদ্দেশ্য অন্যভাবে অত্যন্ত স্পষ্ট হইবে।"

Mazagaon Dock Ltd v. Commissioner of Income-tax and Excess profits Tax, [A. I. R. 1958 S. C. 861 : 1958 S. C .J. 1261 : 1959 S. C. R. 848 : 61 Bom, L. R. 554 : 34 I. T. R. 368 : 61 Punj. L. R. 85] মামলায় "অথবা" শব্দটি "এবং" রূপে পাঠ করা হইয়াছিল, আয়কর আইন, ১৯২২ এর ধারা ৪২(২)এ "অথবা" পাঠের দ্বারা যেরূপ ফলাফল উদ্ভূত হয়, তাহা অভিপ্রেত হইতে পারে না।

ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২ এর ধারা ৪(১) এর প্রথম শর্ত অবশ্যই "এবং" এর সমার্থক রূপে পাঠ করিতে হইবে।—Yakub Varsey Laljee v. Commissioner of Income Tax, (1946) 14 I. T. R 548; Official Trustee of West Bengal v. Commissioner of Income Tax, (1954) 26 I. T. R 410.

স্বেচ্ছা—ক্ষমতা ও আদেশমূলক ক্ষমতা

আয়কর আইনে করদায়িতা নির্ধারণ, কর নির্ধারণ এবং কর আদায় সংক্রান্ত যে কোন সম্পূরক বা অনুবর্তী ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে কর কর্তৃপক্ষ ও রাষ্ট্রের সরকারকে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তাহা নির্দেশপূর্ণ বা অনুমতিদায়ক তথা নীতিমালা বা নির্দেশিকার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে বা প্রয়োগ করা

হইতে বিরত থাকিতে পারে এবং আদেশমূলক তথা আইনে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বা দায়িত্ব সম্পাদন করিতে বাধ্য। উৎকৃষ্ট চারিত্র্যের আয়কর আইনে কর্তৃপক্ষকে কেবল আদেশমূলক ক্ষমতা অর্পণ করা হয় না। মৌলিক উপাদান বা নির্দেশিকা বা নীতিমালার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ যাহাতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে, কর নির্ধারণ যাহাতে যুক্তিযুক্ত হয় এবং কর আদায় প্রক্রিয়া যেন ব্যক্তি উদ্যোগকে ব্যাহত করিতে না পারে তজ্জন্য কতিপয় ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে আদেশমূলক ক্ষমতার পরিবর্তে স্বেচ্ছা-ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কর্তৃপক্ষকে দেওয়া স্বেচ্ছা-ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ যাহাতে না ঘটে তজ্জন্য করদায়িক বা তাঁহার প্রাধিকৃত প্রতিনিধির বিচক্ষণতা ও সচেতনতা, কর কর্তৃপক্ষের ধীশক্তি ও সততা, দায়বোধসম্পন্ন প্রশাসন এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় শাসক দলের রাজনৈতিক সদিচ্ছা আবশ্যক। কর কর্তৃপক্ষের যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা কার্যকর ও ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ এবং কর সংক্রান্ত সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত। যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমেই কর কর্তৃপক্ষ কর সংক্রান্ত উন্নত কলা কৌশলের সহিত পরিচিত হইতে পারে। এইজন্য কর সংক্রান্ত ব্যাপক গবেষণা প্রয়োজন। করদায়িক বা তাঁহার প্রাধিকৃত প্রতিনিধির বিচক্ষণতা ও সচেতনতা, আয়কর আইন সম্পর্কে তাঁহাদের সম্যক ধারণার ওপর নির্ভরশীল। দায়বোধসম্পন্ন প্রশাসন গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার জন্য প্রয়োজন পরিণামদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্ব। নীতিমালার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষকে অর্পিত স্বেচ্ছা-ক্ষমতার প্রয়োগ না ঘটিয়া স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ ঘটিলে প্রাক্কলিত রাজস্ব সংগ্রহে যেমন বিঘ্ন ঘটে তেমনি কতিপয় ব্যক্তির করভার লাঘবের ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর করভার বৃদ্ধি পায়। উপরোক্ত ক্ষেত্রে উপপাদন ও কর অব্যাহতি একই স্তরে অবস্থান করে। নীতিমালা বা নির্দেশিকার ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বেচ্ছা-ক্ষমতার প্রয়োগ না ঘটিয়া স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ ঘটিলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ (২) (ক) (অ) নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতা বলে সুপ্রীম কোর্ট প্রহিবিশন রীট (নিষেধের রীট) এর ভিত্তিতে স্বেচ্ছাচারীভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হইতে কর্তৃপক্ষকে বিরতির আদেশ দিতে পারেন। উল্লেখ্য, আয়করের ক্ষেত্রে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রহিবিশন রীট সর্বাধিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। কর নির্ধারণী আদেশের তথ্য সংক্রান্ত ভূলের বিরুদ্ধে রীট প্রযোজ্য নহে। তথ্য সংক্রান্ত বিষয়ে কর কমিশনারের নিকট আপীল সর্বাধিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা।

যদিও “মে (May)” শব্দটি ইহার গতানুগতিক বা প্রাথমিক অর্থে অনুমতিদায়ক অর্থের প্রতি সংবেদনশীল, হাইকোর্টসমূহের সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার করিয়াছে যে, কোন আইনের নির্দিষ্ট বিধানাবলী ব্যতিরেকে ও বাহিরে কোন আইনগত-বাধ্যবাধকতা থাকিতে পারে, যদ্দ্বারা তাহাদের ওপরে ইহা প্রয়োগের আইনগত-বাধ্যবাধকতা শর্তে আইনের দ্বারা ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। যদিও “মে (May)” শব্দটি প্রাথমিকভাবে অনুমতিদায়ক, কোন কোন অবস্থায়, বাধ্যতামূলক হিসেবে গণ্য করা হইয়াছে।—Vetcha Sreeramamurthy v. I.

T. Officer, Viziangaram, A. I. R. 1957 A. P. 114 at 120 : I. L. R. 1956 A. P. 994 : 1956 An L. T. 656 : 1956 An. W. R. 752 : (1956) 30 I. T. R. 252. অনুরূপভাবে, আইনে "শ্যাল (Shall)" অথবা "মাস্ট (Must)" শব্দের প্রয়োগ, যদিও সাধারণতঃ **আদেশমূলক** অর্থে গ্রহণ করা হয়, বাধ্যতামূলকভাবে নির্দেশ করে না যে, ইহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে বলবৎ হইবে, অর্থাৎ, যদি না আইনের শব্দাবলী যথাযথ ও যত্নবানভাবে অনুসরণ করা হয়, কার্যধারা বা কার্যধারার ফলাফল, অকার্যকর হইবে।—Challa Rama Bhupal Reddy v. Central Board of Direct Taxes, New Delhi, (1976) 1 I.T.J. 401 at 406 (A.P) এবং Commissioner of Income-tax, Kerala v. Malayalam Plantations Ltd., (1976) 103 I.T.R. 835 at p. 839 (Ker.). Crawford এর লিখিত 'Statutory Construction' (সংস্করণ ১৯৪০ অনুচ্ছেদ ২৬১, পৃষ্ঠা ৫১৬) অনুসারে "আইনের কোন বিধান আদেশমূলক বা নির্দেশপূর্ণ এ দুয়ের মধ্যে কোন অর্থে বলবৎ হইবে তাহা আইনের উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে, আইনের ভাষা যাহা আইনের উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করে তাহার ওপর নির্ভরশীল নহে। আইনের অর্থ ও গুরুত্ব কেবলমাত্র আইনের ভাষাগত রচনাশৈলী ছাড়াও ইহার অকৃত্রিমতা, উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব বিবেচনাক্রমে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং নিরূপিত হইবে যাহা একভাবে বা অন্যভাবে ইহাকে ব্যাখ্যা করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে . . . ."

দণ্ডসংক্রান্ত সকল আইনে 'মে' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। দণ্ডসংক্রান্ত ধারাসমূহে 'মে' শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা আইনসভা জরিমানা ধার্য (করিতে) মনস্থ করে, যদি ঐ আইনের অপরিহার্য উপাদান কার্যকর করা হয়, এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ অপরিহার্য উপাদান কার্যকর করা হয় না, সেক্ষেত্রে জরিমানা ধার্য করা হয় না।—Poorna Biscuit Factory v. Commissioner of Income-tax, U.P., (1975) 99 I.T.R. 41 at pp. 45-46.

Craies' Statutes Law এর সপ্তম সংস্করণের পৃষ্ঠা ২১৯ নিম্নবর্ণিত অংশ ধারণ করিয়াছে ঃ

"'মে' 'অত্যাবশ্যক কিছু' বোঝাতে চায় না ঃ 'মে' ব্যতিক্রমহীনভাবে সর্বদা 'সম্ভাব্যতা নির্দেশক' অর্থ প্রকাশ করে। 'মে' অনুমতিদায়ক বা সমর্থদায়ক অভিব্যক্তি তৎসত্ত্বেও যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণের জন্য যে ব্যক্তি আইনের মধ্যে যথাশীঘ্র সম্ভব কিছু করার ক্ষমতাসহ বিশ্বাস স্থাপন করে, ইহা তাহার দায়িত্ব হইয়া ওঠে ইহা প্রয়োগ করা।"

স্বাভাবিক বিচারনীতি বা প্রিন্সিপল অফ ন্যাচারাল জাস্টিস

কতিপয় সুনিশ্চিত মৌলিক নীতিমালাকে "স্বাভাবিক বিচার" বা "ন্যাচারাল জাস্টিস" নামে অভিহিত করা হয়। ব্রিটেনের আইনে দুইটি নীতি ইহার অন্তর্গতঃ

প্রথমতঃ, কোন ব্যক্তি তাহার স্বীয় কারণ বা যুক্তি বিচার করিতে পারিবে না;

দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না।

স্বাভাবিক বিচারনীতি হুকুম করে যে, কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্তের পূর্বে তাহাকে অবশ্যই শুনানির সুযোগ দিতে হইবে বা অন্ততঃ তাহার ওপর কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করিতে হইবে। বিচারের আদর্শের এই সার্বজনীনতার জন্য ইহাকে স্বাভাবিক নামে অভিহিত করা হয়। স্বাভাবিক বিচারের ধারণা আইনগত ভিত্তি প্রস্তুত করে যাহার ওপরে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নির্ভর করে। ইহা ন্যায় বিচারের পূর্বশর্ত হিসেবে সর্বজনবিদিত। এই নীতি যথাসম্ভব সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে অর্থাৎ ইহা কেবল বিচার বিভাগীয় কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, আধা বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক কার্যধারার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে কোন আইনে যদি সুস্পষ্টভাবে (এক্সপ্রেসলি) বলা থাকে যে, এ আইনের বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিচারনীতি অনুসরণ করা হইবে না সেই ক্ষেত্রে এবং জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের Dhakeswari Cotton Mills Ltd. v Commissioner of Income-Tax; Shah Abdur Rahman v Collector and Commissioner of Bahawal Nagar and Commissioner of Income-Tax, 1964 এবং Commissioner of Income-Tax, East Pakistan v Fazlur Rahman reported in 16 DLR (SC) 410 মামলার রায় স্বাভাবিক বিচারনীতি সমর্থন করিয়াছিল।

সংশোধন, সাংবিধানিক বৈধতা এবং পিছনের দিন হইতে কার্যকারিতা

এখন আমি বিবেচনা করিব "সংশোধন" শব্দটি কি অর্থ প্রকাশ করে। আইনের সংশোধনের বিভিন্ন অর্থ ইহার প্রসঙ্গের ওপর নির্ভরশীল। "সংশোধন" শব্দটি মূল আইনের সীমার মধ্যে অনুরূপ সংযোজন বা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় যাহা আইন যে উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছিল উহার উন্নতিবিধান বা উহা অধিকতর ভালরূপে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে বলবৎ হইবে। Crawford এর লিখিত Statutory Construction গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৭১ অনুসারে "সংশোধন হইতেছে একটি আইনের কোন বিদ্যমান বিধানের পরিবর্তন......... একটি আইন সংশোধনের সময়ে ইহার সম্পূর্ণ বা অপরিহার্য উপাদান অপরিবর্তিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয় এবং ঐরূপ কিছু ইহাতে সংযুক্ত করা হয়, বা ইহা হইতে বাদ দেওয়া হয়, অথবা আরও নিখুঁত বা পূর্ণাঙ্গ বা কার্যোপযোগী কাঠামোর উদ্দেশ্যে ইহাকে যে কোনভাবে পরিবর্তন বা বদল করা হয়......... সংশোধন রহিতকরণের অনুরূপ নহে যদিও সংশোধন রহিতকরণের দ্বারা হইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে রহিতকরণ আইনকে বাতিল বা ধ্বংস করিতে পারে।"

সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা যাচাই এর পদ্ধতি Heydon Rule-এ বর্ণিত হইয়াছে। বিখ্যাত এই সিদ্ধান্ত (1984) 76 ER 637 ইহা ধারণ করিয়াছিল ঃ

"যথার্থ উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য, সম্পূর্ণ আইনের লক্ষ্য, পরিধি ও উদ্দেশ্যের একেবারে নির্ভুল ধারণা লাভ করা সকল ব্যাপারে বাধ্যতামূলক, Lord Coke এর মতে (অ) আইন গৃহীত হওয়ার পূর্বে বিধান কি ছিল (আ) ক্ষত বা খুঁত কি ছিল যাহার জন্য আইনে কোন ব্যবস্থা ছিল না (ই) সংসদ প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করিয়াছে এবং (ঈ) প্রতিকারের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিতে হইবে।" Commissioner of I. T. v. Khatija Begum P. L. D. 1965 SC at page 477 মামলায় কোর্ট আইনের "বিধান-সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত পরীক্ষা করার" এই কার্যধারা অবলম্বন করিয়াছিল।

Kandon Vs. U.S. 193 U.S. 457-8 ED. 747 মামলায় যেরূপ মন্তব্য করিয়াছে ঃ

"সংশোধন করার ক্ষমতা প্রবর্তন করার ক্ষমতার সহিত অবশ্যই তালগোল-পাকান হইবে না। একটি আইনের প্রবর্তন ও সংশোধনের মধ্যে বৈসাদৃশ্য হইতেছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটি অংশের নির্মাণ ও মেরামতের মধ্যে পার্থক্যের অনুরূপ।"

আয়কর আইনের উন্নতিবিধান বা ইহার যে কোন ত্রুটি অপসারণের উদ্দেশ্যে "জাতীয় সংসদ" আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে সংশোধনী আনিতে পারে। তবে সংশোধনের নামে ইহার অন্তর্নিহিত নীতিমালা ও দর্শন ধ্বংস করিতে পারে না। উল্লেখ্য, অন্তর্নিহিত নীতিমালা ও দর্শন কোন অস্পষ্ট মতবাদের অজুহাত নহে। West v. Commissioner of Taxation, New South Wales, 56 CLR 657 মামলায় আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সম্পর্কিত অন্তর্নিহিত সীমানির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদের কারণে পূর্ণ বা সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত হইয়াছে, এবং সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে এই ক্ষমতা অনুশীলনযোগ্য। সংবিধান সংসদের আইন প্রণয়ন-ক্ষমতার ওপর দুইটি বাধা আরোপ করে। (এক) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জসপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে। (দুই) সংবিধানের লক্ষীভূত চিরগতিশীল বৈশিষ্ট্য রক্ষায় ইহাকে সাংগঠনিক দলিল রূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। Holmes J. মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সংবিধান "সময়ের অনুভূত প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যা" করিতে হইবে। অধিকন্তু, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ঐতিহাসিক গতিধারায় তাহাদের অবস্থান এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

অসামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দটি কি অর্থ প্রকাশ করে? Clyde Sugining v. Cowburn 37 Commonwealth Law Report 503 মামলায় Higgin, J : অবলোকন করিয়াছিলেন ঃ-

"কখন একটি আইন অপর আইনের সহিত অসমঞ্জস হয়? শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ও মূল-ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত শাস্ত্রগতভাবে আমি স্বীকার করিয়া লই ঐ সকল বিধান অসমঞ্জস

হয় যখন তাহারা একই সময়ে যুগপৎ অবস্থান করিতে পারে না; এবং যখন এক আইন অপর আইনের সহিত অসমঞ্জস হয় এক আইনের আদেশ বা ক্ষমতা বা অপর বিধান সরাসরিভাবে অপর আইনের আদেশ বা ক্ষমতা বা অপর বিধানের সহিত অমিল সৃষ্টি করে। যেখানে দুইটি আইন একই অঞ্চলে বলবৎ থাকে এবং অমিল সৃষ্টি করে, একটির কার্যকারিতা অপরিহার্য হইয়া পড়ে; তৎসত্ত্বেও, যথার্থ অমিল দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন হয়, যেমন তখন এক আইন বলে "কর" এবং অপর আইন বলে "করিও না (পৃঃ ৫০৩)।"

জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে। উল্লেখ্য, যখন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান ব্যাখ্যার দায়িত্ব সম্পাদন করে এবং সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হইতে পারে এমন কোন আইন বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে বাতিল ঘোষণার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সুপ্রীম কোর্টের উক্ত ক্ষমতাকে বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনা বলা হয়।

কোন বৈধ আইনের বৈধতা তিনটি পরীক্ষার দ্বারা বিবেচনা করা হয়। প্রথমতঃ বিবেচনা করা হয় যে, জাতীয় সংসদ উক্ত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাবিশিষ্ট কিনা। দ্বিতীয়তঃ বিবেচনা করা হয় যে, পূর্ববর্তী আইনে সুপ্রীম কোর্ট যে ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল বৈধতার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদ উহা দূর করিয়াছে কিনা। তৃতীয়তঃ বিবেচনা করা হয় যে, বৈধ আইন সংবিধানের বিধানাবলীর সহিত সমঞ্জস কিনা। যখন তিনটি পরীক্ষাই সিদ্ধ হয়, বৈধ আইন পিছনের দিন হইতে কার্যকর হইতে পারে, যদি জাতীয় সংসদ বৈধ আইনে অনুরূপভাবে ইহা প্রকাশ করে।

বৈধ আইনকে চার প্রকারে কার্যকারিতা প্রদান করা যায়, যথাঃ- (১) অবিলম্বে বা তৎক্ষণাৎ কার্যকারিতা, (২) অব্যবহিত কার্যকারিতা, (৩) ভূতাপেক্ষা বা পিছনের দিন হইতে কার্যকারিতা বা রিট্রসপেকটিভ ইফেক্ট, (৪) ভবিষ্যাপেক্ষা বা সামনের দিন হইতে কার্যকারিতা বা প্রসপেকটিভ ইফেক্ট। সকল আইনের বিধান যে সব সময় সামনের দিন হইতে কার্যকর হইবে এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ বিধান নাই। বিশেষ বিশেষ আইনের বিধান পিছনের বা সামনের দিন হইতে বলবৎ হইবে কি হইবে না তাহা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট আইনে লিখিত ভাষা, শব্দ, সমকালীন ঘটনা, প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্যের ওপর। Craies on Statute Law গ্রন্থ অনুসারে একটি আইন পিছনের দিন হইতে কার্যকর হয়, "যাহা প্রচলিত আইনের অধীন লব্ধ কোন কায়েমী স্বার্থ হরণ বা খর্ব করে, বা কোন নূতন আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রবর্তন করে, বা কোন নূতন দায়িত্ব অর্পণ করে, বা ইতোমধ্যে গৃহীত উদ্দেশ্য বা বিবেচনা সংক্রান্ত কোন নূতন অক্ষমতা সংযুক্ত করে"। Govind Das v I. T. O., (1976) 1 SCC 906 মামলায় সুপ্রীম কোর্ট Craies on Statute Law গ্রন্থের উপরোক্ত অংশ অনুমোদনসহ উদ্ধৃত করিয়াছে।

পিছনের দিন হইতে কার্যকারিতা দিয়ে করারোপ সংক্রান্ত কোন বিল বিবেচনা বা আইন প্রণয়ন করা যায় কিনা কিংবা তা সংবিধানসম্মত কিনা? একমাত্র দণ্ডবিধি ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারীকৃত অধ্যাদেশ অথবা সংসদ কর্তৃক আইন প্রণয়নে কোন বাধা-নিষেধ নাই। বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৩ ও ৯৩ অনুচ্ছেদ একত্রে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহা ভারতের সংবিধানের ২৪৫, ২৪৬ ও ২৪৮ অনুচ্ছেদের অনুরূপ এবং পাকিস্তানের সংবিধানের ৭৭ ও ৮৯ অনুচ্ছেদের অনুরূপ। এই উপমহাদেশে এটি একটি স্বীকৃত বিষয় যে, একমাত্র দণ্ডবিধি ব্যতীত কর ধার্যসহ যে কোন আইন পিছনের দিন হইতে কার্যকরসহ প্রণয়ন করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ভারত ও পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের বহু সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তগুলির সার-সংক্ষেপ রূপে দুর্গাদাস বসুর "Shorter Constitution of India" এর ১০ম সংস্করণের ৭১০ পৃষ্ঠার বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য। "Competence to make retrospective legislation: 1. The power of parliament and the state legislature to make laws is conferred by Arts, 245, 246 and 248. There is nothing in the Articles to provide that the Indian legislatures do not possess the right to make retrospective legislation which every sovereign legislature possesses. The power to make a law includes the power to give its retrospective effect. The only express limitation imposed upon the power of retrospective legislation is that contained in Art. 20 (i), viz that it cannot make retrospective penal laws. Any other law may, therefore, be made retrospective under the constitution, including taxing laws, provided no fundamental right is infringed by reason of taking away a vested right by the retrospective legislation.

7. Though in construing a statute, a court acts on the presumption that the legislature did not intend to impair existing rights and obligations (other than procedural), where the legislature expressly gives retrospective effect to its enactment and the language is clear, the court has to give effect to such retrospective operation, however harash might be its effect". ভারতের সংবিধানের ২৪৫, ২৪৬ ও ২৪৮ অনুচ্ছেদ এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৩ ও ৯৩ অনুচ্ছেদের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না এবং ভারতের সংবিধানের 20 (i) অনুচ্ছেদ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫ (১) অনুচ্ছেদের অনুরূপ। বাংলাদেশের সংবিধানের ৮৩ ও ৯৩ অনুচ্ছেদ একত্রে পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, মাননীয় রাষ্ট্রপতি পিছনের দিন হইতে কার্যকরসহ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করিতে পারেন। পিছনের দিন হইতে কার্যকরসহ আইন প্রণয়ন করার যে ক্ষমতা জাতীয় সংসদের

রহিয়াছে, রাষ্ট্রপতিরও সেই ক্ষমতা রহিয়াছে।—Ramkrishna v State of Bihar 50 ITR 171 (SC) এবং Habib v CIT 15 ITR 132.

অভিযোগ সম্পর্কিত দায় সৃষ্টিকারী কর আইনের অধীন কোন বিধান পিছনের দিন হইতে কার্যকর হইতে পারে কিনা? পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের C.I.T. vs. Jagdish Lal BehL (1980) 15 CTR (P & H) 281 : (1983) 139 ITR 622 (P & H) এবং Smt. Premlata vs. I.T.O (1985) 151 ITR 723 (P & H) এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের Rajendr Prasad Aggarwal vs. I.T.O. (1983) 144 ITR 506 (ALL) মামলার রায় ইহা স্পষ্ট করিয়াছে যে, অভিযোগ সম্পর্কিত দায় সৃষ্টিকারী কর আইনের অধীন কোন বিধান পিছনের দিন হইতে কার্যকর হইতে পারে না যেহেতু অনুচ্ছেদ ২০ এর অধীন সাংবিধানিক আদেশের বিপরীত।

পিছনের দিন হইতে কার্যকারিতা দিয়ে আয়কর বিধি প্রণয়ন করা যায় কিনা? জাতীয় সংসদ পিছনের দিন হইতে কার্যকারিতা দিয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। বোর্ড (বিধি-প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা প্রসপেকটিভ প্রকৃতির বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে যদি না ইহা রিট্রসপেকটিভ প্রণয়ন করার ক্ষমতা মূল আইনে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিভূ হয়। ঐরূপ ক্ষমতার অবর্তমানে বোর্ড রিট্রসপেকটিভ ইফেক্টসহ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে না।— I.T.O. v Ponnose, 64 I.T.R. 117 এবং Chandicharan v TRO 68 ITR 721.

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত কোন বিল সংসদ কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতির সম্মতিসূচক প্রত্যায়ণপত্র প্রয়োজন কিনা? এই প্রশ্নটির জবাব নির্ভর করে বাংলাদেশের সংবিধানের ৮১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আনীত বিলটি অর্থ বিল কিনা এবং আনীত বিলটি করদায়িকের করদায়িতা বৃদ্ধি করিবে কিনা তাহার ওপর। সরকারী বিলের ক্ষেত্রে বিলের ওপর আলোচনা অব্যাহত থাকাকালে, যে কোন উপায়ে, রাষ্ট্রপতির সম্মতিসূচক প্রত্যায়ণপত্র পাওয়া যাইতে পারে।

আইন ব্যাখ্যার নিয়ম। আইনের প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করে। আইনের যে কোন বিধানের ব্যাখ্যা অবশ্যই ইহার প্রসঙ্গ বা স্কীমের মধ্যে করিতে হইবে। আইনের কোন বিধানকে বিছিন্ন বা শূন্যগর্ভ অবস্থায় ব্যাখ্যা করা যাইবে না। আইনের কোন নির্দিষ্ট বিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মর্ম নির্ধারণ করার জন্য সম্পূর্ণ কাঠামোর আশ্রয় বা সাহায্য গ্রহণ করা অপরিহার্য। উপরোক্ত বিষয় আইনের ব্যাখ্যার চিরাচরিত উৎকৃষ্ট প্রথা বহন করে।

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা এবং প্রবর্তন। –(১) এই অধ্যাদেশ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১লা জুলাই, ১৯৮৪ তারিখে বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে–

(১) "কৃষি আয়" অর্থ–

(ক) বাংলাদেশে অবস্থিত এবং কৃষির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যবহৃত কোন ভূমি হইতে প্রাপ্ত আয়–

(অ) কৃষির দ্বারা; অথবা

(আ) অনুরূপ ভূমির কৃষিজাত দ্রব্য বাজারে বিক্রয়যোগ্য করিবার জন্য কৃষকের দ্বারা সাধারণভাবে ব্যবহৃত কোন প্রক্রিয়া সম্পাদনের দ্বারা; অথবা

(ই) কৃষকের দ্বারা ভূমিতে উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা, যাহার সম্পর্কে কৃষিজাত দ্রব্য বাজারে বিক্রয়যোগ্য করিবার প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে, কোন প্রক্রিয়া সম্পাদন হয় নাই; অথবা

(ঈ) কোন মেয়াদের জন্য কোন ব্যক্তিকে ভূমি ব্যবহারের অধিকার প্রদানের দ্বারা; অথবা

(খ) কোন গৃহ হইতে প্রাপ্ত আয়, যে গৃহ–

(অ) উপ–দফা (ক) তে উল্লিখিত অনুরূপ কোন ভূমির ন্যায় কৃষকের অধিকারে থাকে, যাহাতে পূর্বোক্ত রূপে অনুরূপ কোন কৃষিজাত দ্রব্য বাজারে বিক্রয়যোগ্য করিবার জন্য প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়;

(আ) অনুরূপ ভূমির ওপরে বা সন্নিকটে অবস্থিত; এবং

(ই) অনুরূপ ভূমির সহিত সম্পর্কের কারণে কৃষকের বসতবাটী বা গোলাঘর বা অতিরিক্ত বহির্বাটী হিসেবে ব্যবহৃত হয়;

(২) কোম্পানীর ক্ষেত্রে "অ্যাম্যাল্‌গ্যামেশন" অর্থ এক বা একাধিক কোম্পানীর সহিত অপর কোম্পানীর একত্রীকরণ অথবা একটি কোম্পানী গঠনের জন্য দুই বা আরও অধিক কোম্পানীর একত্রীকরণ (যে কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহের এইরূপে একত্রীকরণ হয় তাহারা অ্যাম্যাল্‌গ্যামেটিং কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহ বলিয়া অভিহিত হয় এবং যে কোম্পানীর সহিত তাহাদের একত্রীকরণ হয় অথবা একত্রীকরণের ফলে যাহা গঠিত হয় তাহারা অ্যাম্যাল্‌গ্যামেটেড কোম্পানী বলিয়া অভিহিত হয়) অনুরূপ পদ্ধতিতে যে, একত্রীকরণের কারণে এবং আরোপণীয় শর্তের জন্য–

(ক) অ্যাম্যাল্‌গ্যামেটিং কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহের একত্রীকরণের অব্যবহিত পূর্বের সমস্ত সম্পত্তি অ্যাম্যাল্‌গ্যামেটেড কোম্পানীর সম্পত্তিতে পরিণত হইবে;

(খ) অ্যাম্যাল্‌গ্যামেটিং কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহের একত্রীকরণের অব্যবহিত পূর্বের সমস্ত দায় অ্যাম্যাল্‌গ্যামেটেড কোম্পানীর দায়ে পরিণত হইবে; এবং

(গ) অ্যাম্যাল্‌গ্যামেটিং কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহের (একত্রীকরণের অব্যবহিত পূর্বে অ্যাম্যাল্‌গ্যামেটেড কোম্পানী বা তাহার সাবসিডিয়ারি দ্বারা, বা তাহাদের নমিনী দ্বারা, ধারণকৃত শেয়ার ব্যতীত) শেয়ার মূল্যের অন্যূন নয়-দশমাংশ ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ অ্যাম্যাল্‌গ্যামেটেড কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার হইবেন;

(৩) "বার্ষিক মূল্য" বলিয়া গণ্য হইবে-

(ক) কোন ভাড়া দেওয়া সম্পত্তির ক্ষেত্রে,-

(অ) যে অঙ্কের বিনিময়ে ন্যায়সংগতভাবে সম্পত্তির ভাড়া বৎসরের পর বৎসর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে; অথবা

(আ) যখন ইহার সহিত সম্পর্কিত বার্ষিক ভাড়া অনুচ্ছেদ (অ) তে উল্লিখিত অঙ্কের অধিক হয়, বার্ষিক ভাড়ার অঙ্ক;

[১]* * * * * * * *

(৪) "আপীলাত যুগ্ম কমিশনার" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি [২]", এবং [৩]" আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার" অন্তর্ভুক্ত হইবে";

(৫) "আপীলাত ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল;

(৭) "করদায়িক" অর্থ কোন ব্যক্তি যাহার দ্বারা কর বা অন্য কোন অর্থের সমষ্টি এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদেয় হইবে, এবং অন্তর্ভুক্ত হইবেন—

(ক) প্রত্যেক ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে তাহার বা অন্য কোন ব্যক্তির যে আয় সম্পর্কে তিনি কর ধার্য হইবেন সেই আয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশের অধীন কোন কার্যধারা গ্রহণ করা হইয়াছে, অথবা তাহার বা তদানুরূপ ব্যক্তির কর ফেরত প্রদেয় হইবে;

---

[১]১৯৯৩ সনের ১৮নং আইনের ৭ ধারা বলে (খ) উপ-দফা বিলুপ্ত।

[২]১৯৮৬ সনের XLVনং অধ্যাদেশের ১০ ধারা বলে "এবং উর্দ্ধতন আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার অন্তর্ভুক্ত হইবে" শব্দাবলী সন্নিবেশিত।

[৩]১৯৯১ সনের ২১নং আইনের ৭ ধারা বলে "উর্দ্ধতন আপীলাত যুগ্ম কর কমিশনার" শব্দাবলীর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

(খ) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি ধারা ৭৫,৮৯ বা ৯১ এর অধীন রিটার্ণ দাখিল করিতে আদিষ্ট হন;

(গ) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি কর ধার্য হইতে ইচ্ছুক এবং এই অধ্যাদেশের অধীন তাহার আয়ের রিটার্ণ দাখিল করেন; এবং

(ঘ) প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি, এই অধ্যাদেশের কোন বিধানের অধীন, করদায়িক, বা খেলাপকারী করদায়িক, বলিয়া গণ্য হইবেন;

(৮) "কর নির্ধারণ" বলিতে, ইহার ব্যাকরণগত ভিন্নতা ও একই প্রকার অভিব্যক্তি সত্ত্বেও, কর পুনঃ নির্ধারণ এবং অতিরিক্ত বা তদতিরিক্ত কর নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) "কর নির্ধারণী বৎসর" অর্থ প্রত্যেক বৎসরের জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে আরব্ধ বারো মাস সময়কাল; এবং অনুরূপ কোন সময়কাল অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর অধীন, কোন সময়ের কোন আয় সম্পর্কে কর নির্ধারণী বৎসর বলিয়া গণ্য হইবে;

(১০) "সহকারী কর কমিশনার" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন সহকারী কর কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি;

(১১) "বাংলাদেশী কোম্পানী" অর্থ Companies Act, 1913 (Vll of 1913) এর অধীন গঠিত ও নিবন্ধিত কোন কোম্পানী; এবং বাংলাদেশে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন স্থাপিত বা গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং উভয় ক্ষেত্রে ইহার নিবন্ধিত অফিস বাংলাদেশে অবস্থিত;

(১২) "ব্যাংক- কোম্পানী" সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে উহা Banking Companies Ordinance, 1962 (LVll of 1962) তে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন স্থাপিত বা গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করে;

(১৩) "বোর্ড" অর্থ National Board of Revenue order, 1972 (P.O. No. 76 of 1972) এর অধীন গঠিত National Board of Revenue;

(১৪) "ব্যবসা" বলিতে ব্যবসা, বাণিজ্য বা উৎপাদন অথবা ব্যবসা, বাণিজ্য বা উৎপাদন প্রকৃতির যে কোন ঝুঁকি বা সংস্রব ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) "মূলধনী সম্পত্তি" অর্থ করদায়িক কর্তৃক ধারণকৃত যে কোন ধরনের সম্পত্তি, তাহার ব্যবসা বা পেশার সহিত সম্পর্কযুক্ত হউক বা না হউক, তবে অন্তর্ভুক্ত হইবে না–

(ক) তাহার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধারণকৃত কোন মজুত পণ্য (ষ্টক ও শেয়ার নহে), উৎপাদন কার্যে ব্যবহার্য পণ্য দ্রব্য বা কাঁচামাল;

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

(খ) ব্যক্তিগত বিষয়াদি, অর্থাৎ অস্থাবর সম্পত্তি (যথাঃ- পরিধেয় পোশাক, অলঙ্কার, আসবাবপত্র, দৃঢ় সংলগ্ন বস্তু, সরঞ্জাম এবং গাড়ী) যাহা করদায়িক বা তাহার ওপর নির্ভরশীল তাহার পরিবারের কোন সদস্য, সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ধারণ করে, এবং ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে না; এবং

(গ) বাংলাদেশে অবস্থিত কৃষি ভূমি, ভূমি অবস্থিত নহে-

(অ) কোন এলাকায় যাহা পৌরসভা (পৌরসভা, পৌর করপোরেশন, শহর, বা অন্য কোন নামে অভিহিত হউক না কেন) বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধিক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং যাহার জনসংখ্যা আয় বৎসরের প্রথম দিবসের পূর্বে প্রকাশিত পূর্ববর্তী সর্বশেষ আদমশুমারীর প্রাসঙ্গিক সংখ্যাবাচক অঙ্ক অনুযায়ী অন্যূন দশ হাজার; বা

(আ) অনুচ্ছেদ (অ) তে উল্লিখিত কোন পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সীমারেখা হইতে, অনধিক পাঁচ মাইল, অনুরূপ দূরত্বের মধ্যে কোন এলাকায়, শহরের বিস্তার, সুযোগ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া যে এলাকাকে এতদুদ্দেশ্যে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারে;

পাকিস্তানে বলবৎ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ধারা ২ (১২) তে মূলধনী সম্পত্তির যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে উক্ত সংজ্ঞায় দৃঢ় সংলগ্ন বস্তু, সরঞ্জাম এবং গাড়ীকে ব্যক্তিগত বিষয় অর্থাৎ অস্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। বাংলাদেশে বলবৎ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২(১৫) (গ) (অ) ও (আ) তে উল্লিখিত এলাকা ব্যতিরেকে বাংলাদেশে অবস্থিত যে কোন মূল্যের কৃষি ভূমি হস্তান্তরের ফলে যে মূলধন প্রাপ্তি ঘটে তাহা "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন ধার্য হইবে না। আবার উক্ত প্রাপ্তি "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতের অধীনও ধার্য হইবে না।

(১৬) "দাতব্য উদ্দেশ্য" বলিতে দরিদ্র ব্যক্তিবর্গের অসুবিধা লাঘব, শিক্ষা, চিকিৎসা সাহায্য এবং নিত্যনৈমিত্তিক জন উপযোগিতা সম্পর্কিত যে কোন উদ্দেশ্যের উন্নতিসাধন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) "চার্টার্ড একাউন্টেন্ট" অর্থ বাংলাদেশ Chartered Accountants Order, 1973 (P.O No. 2 of 1973) এর সংজ্ঞাভুক্ত কোন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট;

(১৮) কোন একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, "সন্তান" বলিতে উক্ত একক ব্যক্তির সৎ সন্তান এবং পোষ্য সন্তান অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৯) "কমিশনার" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন কর কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি [১] ", এবং উর্দ্ধতন কর কমিশনার অন্তর্ভুক্ত হইবে";

---

[১] ১৯৮৭ সনের ২৭ নং আইনের ৮ ধারা বলে "এবং উর্দ্ধতন কর কমিশনার অন্তর্ভুক্ত হইবে" শব্দাবলী সন্নিবেশিত।

[১] "(১৯ক) "কমিশনার (আপীল)" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন কর কমিশনার (আপীল) হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি;";

(২০) "কোম্পানী" অর্থ Companies Act, 1913 (Vll of 1913) এর সংজ্ঞাভুক্ত কোন কোম্পানী, এবং অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন স্থাপিত বা গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন সংস্থা;

(খ) কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বা অন্যান্য অর্থ লগ্নীকারী সংস্থা, বীমা সংস্থা এবং শিল্প বা ব্যবসা উদ্যোগ;

[২]"(খখ) ব্যক্তি-সংঘ বা বর্গ, যে নামে অভিহিত হউক না কেন, যদি অনুরূপ ব্যক্তির কোনটি Companies Act, 1913 (Vll of 1913) এর সংজ্ঞাভুক্ত কোন কোম্পানী হয়;

(খখখ) বাংলাদেশ ব্যতীত অপর কোন রাষ্ট্রের আইনের দ্বারা বা অধীন বিধিবন্ধ কোন সংঘ বা সংস্থা; এবং";

(গ) কোন বৈদেশিক সংঘ বা সংস্থা, [৩]"কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধিবন্ধ নয়", যাহাকে বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোম্পানী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে;

পাকিস্তানে বলবৎ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ধারা ২(১৬) (খখ) অনুযায়ী "আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন গঠিত কোন ট্রাষ্ট" কোম্পানীর সংজ্ঞাভুক্ত। কৌশলে কর এড়ানো প্রতিরোধের লক্ষ্যে অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর দ্বারা উপরোক্ত বিধান সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

(২১) "সমবায় সমিতি" অর্থ Co-operatives Societies Act, 1940 (Ben Act XXI of 1940) এর অধীন, অথবা সমবায় সমিতির নিবন্ধন পরিচালনাকারী আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নিবন্ধনভুক্ত কোন সমবায় সমিতি;

(২২) "কষ্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট" অর্থ Cost and Management Accountants Ordinance, 1977 (Llll of 1977) -এ সংজ্ঞাভুক্ত কোন কষ্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট;

---

[১]১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইনের ৮ ধারা বলে নূতন (১৯ক) দফা সন্নিবেশিত যাহা Commissioner (Appeals) নিয়োগের তারিখ হইতে প্রযোজ্য হইবে।

[২]১৯৯১ সনের ২১ নং আইনের ৭ ধারা বলে (খখ) উপ-দফার পরিবর্তে (খখ) এবং (খখখ) উপ-দফা প্রতিস্থাপিত যাহা ১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইনের ৮ ধারা বলে সংযোজিত হইয়াছিল।

[৩] উপরোক্ত আইন বলে "বিধিবন্ধ হউক বা না হউক" শব্দাবলীর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

(২৩) "উপ-কর কমিশনার" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন উপ-কর কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি, এবং সহকারী কর কমিশনার, অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার এবং কর আদায়কারী কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৪) কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে, "পরিচালক" এবং "ব্যবস্থাপক" সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে তাহারা Companies Act, 1913 (Vll of 1913) এ ব্যবহৃত হইয়াছে;

[১]"(২৫) "মহা পরিদর্শন পরিচালক" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন মহা পরিদর্শন পরিচালক (কর) হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি, এবং ধারা ১১৭ এর উদ্দেশ্য পূরণ ব্যতীত, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অতিরিক্ত মহা পরিদর্শন পরিচালক (কর), উপ মহা পরিদর্শন পরিচালক (কর), বা সহকারী মহা পরিদর্শন পরিচালক (কর) হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;";

(২৭) "নিয়োগকর্তা" বলিতে পূর্ববর্তী নিয়োগকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৮) কোন কোম্পানীর ক্ষেত্রে, "কর্মচারী" বলিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য যে কোন পরিচালক বা অন্য ব্যক্তি, যে, তাহার পদমর্যাদা নির্বিশেষে, কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য সম্পাদন করে;

(২৯) "অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি;

(৩০) মূলধনী সম্পত্তির ক্ষেত্রে, "ন্যায্য বাজার মূল্য" অর্থ সাধারণতঃ প্রাসঙ্গিক দিবসে অনুরূপ সম্পত্তি যে মূল্যে বিক্রয়ের জন্য খোলা বাজারে আনা হইবে, এবং যখন অনুরূপ মূল্য নিরূপণীয় হয় না, পরিদর্শী যুগ্ম কমিশনারের লিখিত অনুমোদনক্রমে, উপ-কর কমিশনার যে মূল্য নির্ধারণ করিতে পারে;

(৩২) "ফার্ম" সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে উহা Partnership Act, 1932 (lX of 1932) তে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(৩৩) "বৈদেশিক কোম্পানী" অর্থ বাংলাদেশী কোম্পানী নহে এইরূপ কোন কোম্পানী';

(৩৪) "আয়" বলিতে-

(ক) এই অধ্যাদেশের ধারা ২০-এ উল্লিখিত কোন খাতের অধীন কোন বিধানের অধীন করারোপযোগ্য, যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত, কোন আয়, মুনাফা বা লাভ;

(খ) অনুরূপ আয়, মুনাফা বা লাভের কোন লোকসান;

---

[১]১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইনের ৭ ধারা বলে (২৫) দফার স্থলে প্রতিস্থাপিত যাহা ১৯৯১ সনের ২১ নং আইনের ৭ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল।

(গ) কোন পারস্পরিক বীমা সংঘ দ্বারা পরিচালিত কোন বীমা ব্যবসার Fourth Schedule এর ৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গণনা করা মুনাফা ও লাভ;

(ঘ) এই অধ্যাদেশের কোন বিধানের অধীন বাংলাদেশে আয় বলিয়া গণ্য কোন অঙ্ক, অথবা উদ্ভূত বা উৎপন্ন বা প্রাপ্ত কোন আয়, অথবা উদ্ভূত বা উৎপন্ন বা প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য কোন আয় অন্তর্ভুক্ত হইবে;

তবে, কোন বাংলাদেশী কোম্পানীর কোন শেয়ারহোল্ডারের ক্ষেত্রে, কোম্পানীর পরিশোধিত শেয়ার মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কোম্পানীর দ্বারা শেয়ারহোল্ডারগণকে ঘোষিত, ইস্যুকৃত বা প্রদত্ত কোন বোনাসের অঙ্ক অথবা কোন বোনাস শেয়ারের অভিহিত মূল্যের অঙ্ক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে "স্বদেশী কোম্পানী" এর সংজ্ঞা প্রদত্ত হয় নাই। বাংলাদেশী কোম্পানী ব্যতীত অন্য যে কোন কোম্পানী আয় বৎসরে যাহার কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সমগ্রভাবে বাংলাদেশে অবস্থিত তৎপ্রতি করের আপতন বাংলাদেশী কোম্পানীর চাইতে বেশী। এর ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ মন্থর হইতে পারে। বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে (৩৪) দফায় "বাংলাদেশী কোম্পানী" শব্দাবলীর স্থলে "স্বদেশী কোম্পানী" শব্দাবলী প্রতিস্থাপন করিতে হইবে এবং (২৬) দফার পর "স্বদেশী কোম্পানীর" সংজ্ঞা সংক্রান্ত নূতন (২৬ক) দফা সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

(৩৬) "পরিদর্শী যুগ্ম কমিশনার" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি [১]", এবং [২]" পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার" অন্তর্ভুক্ত হইবে";

(৩৭) "পরিদর্শক" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন কর পরিদর্শক হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি;

(৩৯) "বৈধ প্রতিনিধি" সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে উহা Code of Civil Procedure, 1908 (Act v of 1908) এর ধারা ২(১১) তে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(৪১) "কর্জ অর্থ" বলিতে, ব্যাংকিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে, আমানত রূপে প্রাপ্ত অর্থ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪২) "অনাবাসিক" অর্থ আবাসিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তি;

(৪৩) "অংশীদার" সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে উহা Partnership Act, 1932 (IX of 1932) তে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং অংশীদারীত্বের সুবিধাভোগী সদস্যরূপে গৃহীত হয়, নাবালক, এইরূপ কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

---

[১] ১৯৮৬ সনের XLV নং অধ্যাদেশের ১০ ধারা বলে "এবং উর্ধ্বতন পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার অন্তর্ভুক্ত হইবে" শব্দাবলী সন্নিবেশিত।

[২] ১৯৯১ সনের ২১ নং আইনের ৭ ধারা বলে "উর্ধ্বতন পরিদর্শী যুগ্ম কর কমিশনার" শব্দাবলীর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

উপরোক্ত সংজ্ঞাকে যুক্তিসঙ্গত করার লক্ষ্যে ও রাজস্বের স্বার্থে "এবং অংশীদারীত্বের সুবিধাভোগী সদস্যরূপে গৃহীত হয়" শব্দাবলীর পর "এবং অংশীদারীত্বে তাহার অংশ পর্যন্ত লোকসান বহন করে" শব্দাবলী সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

(৪৪) "অংশীদারীত্ব" সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে উহা Partnership Act, 1932 (IX of 1932) তে ব্যবহৃত হইয়াছে;

(৪৬) "ব্যক্তি" বলিতে একক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তি-সংঘ, হিন্দু যৌথ পরিবার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী এবং আইনের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪৯) "পেশা" বলিতে বৃত্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫১) "জন সেবক" সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে উহা Penal Code (Act XLV of 1860) এর ধারা ২১-এ ব্যবহৃত হইয়াছে;

(৫৩) "নিবন্ধিত ফার্ম" অর্থ ধারা ১১১ এর অধীন নিবন্ধিত ফার্ম;

(৫৪) কোন একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, "আত্মীয়" অর্থ স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন অথবা উক্ত একক ব্যক্তির বংশানুক্রমিক কোন পূর্বপুরুষ বা বংশধর;

(৫৫) কোন আয় বৎসর সম্পর্কে, "আবাসিক" অর্থ-

(ক) কোন একক ব্যক্তি যিনি-

(অ) উক্ত বৎসরে এক বা একাধিক মেয়াদে সর্বমোট ১৮২ দিন বা ততোধিক সময়ের জন্য বাংলাদেশে থাকেন; বা

(আ) উক্ত বৎসরে এক বা একাধিক মেয়াদে সর্বমোট ৯০ দিন বা ততোধিক সময়ের জন্য বাংলাদেশে থাকেন এবং উক্ত বৎসরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৪ বৎসরে এক বা একাধিক মেয়াদে সর্বমোট ৩৬৫ দিন বা ততোধিক সময়ের জন্য বাংলাদেশে থাকেন;

(খ) কোন হিন্দু যৌথ পরিবার, ফার্ম বা অন্যান্য ব্যক্তি-সংঘ, উক্ত বৎসরে যাহার কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে বাংলাদেশে অবস্থিত; এবং

(গ) কোন বাংলাদেশী কোম্পানী বা অন্য যে কোন কোম্পানী উক্ত বৎসরে যাহার কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সমগ্রভাবে বাংলাদেশে অবস্থিত;

(৫৭) "বিধি" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;

(৫৮) "বেতন" বলিতে-

(ক) কোন মজুরি;

(খ) কোন বার্ষিক বৃত্তি, অবসর-বৃত্তি বা আনুতোষিক;

(গ) কোন ফি, কমিশন, ভাতা, বেতনপূরক অথবা বেতন বা মজুরির, তদতিরিক্ত, বা পরিবর্তে মুনাফা;

(ঘ) কোন অগ্রীম বেতনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫৯) "তফসিলি ব্যাংক" সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে Bangladesh Bank Order (P.O. No. 127 of 1972) তে ব্যবহৃত হইয়াছে;

[১]"(৫৯ক) "উর্দ্ধতন কমিশনার" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন উর্দ্ধতন কর কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি;";

(৬০) "শেয়ারহোল্ডার"বলিতে কোন প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬২) "কর" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদেয় আয়কর এবং কোন জরিমানা, সুদ, ফি অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপযোগ্য বা প্রদেয় অন্যবিধ উসুল অন্তর্ভুক্ত হইবে;

[২]* * * * * * * *

(৬৪) "কর আদায়কারী কর্মকর্তা" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন কর আদায়কারী কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত ব্যক্তি;

(৬৫) "মোট আয়" অর্থ এই অধ্যাদেশে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী গণনা করা ধারা ১৭তে উল্লিখিত মোট আয়ের অঙ্ক, এবং যে কোন আয় অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা, এই অধ্যাদেশের কোন বিধানের অধীন, কোন করদায়িকের মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬৬) কোন মূলধনী সম্পত্তির ক্ষেত্রে, "হস্তান্তর" বলিতে বিক্রয়, বিনিময় বা সম্পত্তির পরিত্যাগ, অথবা তাহাতে কোন অধিকার লোপ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু অন্তর্ভুক্ত হইবে না—

(ক) কোন দানপত্র, ইচ্ছাপত্র, উইল বা কোন অপ্রত্যাহারযোগ্য ট্রাষ্টের অধীন যে কোন মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর;

(খ) কোন কোম্পানীর অবসায়ন হেতু ইহার শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে যে কোন সম্পত্তির বন্টন; এবং

(গ) কোন ফার্ম বা অন্যান্য ব্যক্তি-সংঘের বিলোপ সম্পর্কে অথবা কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের বিভাজন সম্পর্কে যে কোন মূলধনী সম্পত্তির বন্টন;

(৬৭) "অনিবন্ধিত ফার্ম" অর্থ নিবন্ধিত ফার্ম নহে এইরূপ কোন ফার্ম;

(৬৮) "অবচিত মূল্য" অর্থ Third Schedule- এ সংজ্ঞায়িত অবচিত মূল্য;

(৬৯) "বৎসর" অর্থ কোন অর্থ বৎসর।

আয় বৎসর।— বেতন, লগ্নিপত্রের ওপর সুদ, গৃহ–সম্পত্তি হইতে আয় ও মূলধনী মুনাফা খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য সকল আয় এবং অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য যে সকল আয়ের আইটেমে ব্যবসা বা কৃষির চিহ্ন বা

[১]১৯৮৬ সনের XLV নং অধ্যাদেশের ১০ ধারা বলে নূতন (৫৯ক) দফা সন্নিবেশিত।

[২]১৯৯২ সনের ২১ নং আইনের ৮ ধারা বলে (৬৩) দফা বিলুপ্ত।

বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তৎসম্পর্কে একক ব্যক্তি করদায়িকের আয় বৎসর হইবে সরকার কর্তৃক অনুসৃত অর্থ বৎসর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "অর্থ বৎসর" অর্থ জুলাই মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসরের আরম্ভ। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ (৬৯) অনুযায়ী "বৎসর" অর্থ একটি অর্থ বৎসর। সুতরাং পূর্বোল্লিখিত আয়ের আইটেমসমূহের আয় বৎসর হইবে কর নির্ধারণী বৎসরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে আরব্ধ বারো মাস সময়কাল এবং কর নির্ধারণী বৎসর হইবে আয় বৎসরের অব্যবহিত পরবর্তী জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে আরব্ধ বারো মাস সময়কাল। "কৃষি আয়" এবং "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য যে কোন আয়ের উৎস সম্পর্কে এবং "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য যে সকল আয়ের আইটেমে ব্যবসা বা কৃষির চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সেই সকল আয়ের উৎস সম্পর্কে একক ব্যক্তি করদায়িক বাংলা পঞ্জিকা বৎসর বা ইংরাজী পঞ্জিকা বৎসর বা চান্দ্র পঞ্জিকা বৎসর বা অনধিক বারো মাস লইয়া গঠিত যে কোন সময়কালকে আয় বৎসর হিসেবে বাছিয়া লইতে পারিবেন, যদি বোর্ড বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন সময়কালকে আয় বৎসর হিসেবে নির্দিষ্ট করিয়া না দেয় অথবা যদি তিনি ফার্মের অংশীদার না হন অথবা যদি তিনি পূর্বে একবারও কর ধার্য না হন অথবা যদি তিনি পূর্বে একবারও কোন সময়কালকে আয় বৎসর হিসেবে বাছিয়া লওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ না করেন। কোন আয়ের উৎস সম্পর্কে আয় বৎসর সরকার কর্তৃক অনুসৃত অর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে সমাপ্ত হইলে উক্ত আয়ের উৎস সম্পর্কে কর নির্ধারণী বৎসর হইবে আয় বৎসরের অব্যবহিত পরবর্তী জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে আরব্ধ বারো মাস সময়কাল। কোন আয়ের উৎস সম্পর্কে আয় বৎসর সরকার কর্তৃক অনুসৃত অর্থ বৎসর সমাপ্ত হওয়ার পরে সমাপ্ত হইলে উক্ত আয়ের উৎস সম্পর্কে কর নির্ধারণী বৎসর হইবে আয় বৎসরের অব্যবহিত পরবর্তী জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে আরব্ধ বারো মাস সময়কাল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন আয়ের উৎস সম্পর্কে আয় বৎসর ৩০.৬.৯৭ ইং তারিখের পূর্বে সমাপ্ত হইলে উক্ত আয়ের উৎস সম্পর্কে কর নির্ধারণী বৎসর হইবে ১.৭.৯৭ ইং হইতে ৩০. ৬. ৯৮ ইং অর্থ বৎসর। কোন আয়ের উৎস সম্পর্কে আয় বৎসর ৩০.৬.৯৭ ইং তারিখের পরে সমাপ্ত হইলে উক্ত আয়ের উৎস সম্পর্কে কর নির্ধারণী বৎসর হইবে ১. ৭. ৯৮ ইং হইতে ৩০.৬.৯৯ ইং অর্থ বৎসর। সুতরাং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাহাদের আয় বৎসর সমাপ্ত হওয়ার পরে বারো হইতে চব্বিশ মাস বিলম্বে তাহাদের কর প্রদান সম্পন্ন করিতে পারিবে (কোন্ দিবসে আয় বৎসর সমাপ্ত হইবে প্রকৃত বিলম্ব তাহার ওপর নির্ভর করিবে)। "কৃষি আয়" এবং "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য সকল আয়ের উৎস সম্পর্কে এবং "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য যে সকল

আয়ের আইটেমে ব্যবসা বা কৃষির চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সেই সকল আয়ের উৎস সম্পর্কে একক ব্যক্তি করদায়িক হিসাব সংরক্ষণ না করিলে উপরোক্ত উৎসসমূহ সম্পর্কে আয় বৎসর হইবে সরকার কর্তৃক অনুসৃত অর্থ বৎসর এবং কর নির্ধারণী বৎসর হইবে আয় বৎসরের অব্যবহিত পরবর্তী জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে আরব্ধ বারো মাস সময়কাল। যে কোন ব্যক্তি অথবা যে কোন শ্রেণীর ব্যক্তি অথবা যে কোন ব্যবসা বা পেশা অথবা যে কোন শ্রেণীর ব্যবসা বা পেশার ক্ষেত্রে বোর্ডের দ্বারা বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক যেরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন, সেইরূপ কর্তৃপক্ষ দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ হইতে পারে অনুরূপ সময়কাল আয় বৎসর হইবে। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আজ অবধি অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করে নাই। যখন একক ব্যক্তি করদায়িক একটি ফার্মের অংশীদার হন, ফার্মের আয় বৎসর উক্ত ফার্মের আয়ে তাহার শেয়ার সম্পর্কে আয় বৎসর বলিয়া গণ্য হইবে। যদি একজন করদায়িক একটি নির্দিষ্ট আয়ের উৎস সম্পর্কে একবার কর ধার্য হন বা যদি একজন করদায়িক নব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা পেশা সম্পর্কে একবার আয় বৎসর বাছিয়া লওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তিনি উপ-কর কমিশনারের সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত উৎস বা, ক্ষেত্রমত, ব্যবসা বা পেশা সম্পর্কে তখন তাহার জন্য প্রযোজ্য "আয় বৎসর" অভিব্যক্তির অর্থ ভিন্নরূপ করার অধিকারী হইবেন না এবং উপ-কর কমিশনার যেরূপ শর্ত আরোপ করা সমীচীন বলিয়া মনে করিবেন সেইরূপ শর্ত তাহার ওপর আরোপ করিবেন।

উপ-কর কমিশনার বারো মাসের অধিক সময়কালকে আয় বৎসর হিসেবে গণ্য করিয়া কর ধার্য করিতে পারিবেন কিনা? যদি একজন করদায়িক একটি নির্দিষ্ট আয়ের উৎস সম্পর্কে একবার কর ধার্য হন বা যদি একজন করদায়িক নব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা পেশা সম্পর্কে একবার আয় বৎসর বাছিয়া লওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তিনি উপ-কর কমিশনারের সম্মতি ব্যতিরেকে পুনরায় আয় বৎসর বাছিয়া লওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকারী হইবেন না এবং রাজস্ব ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে উপ-কর কমিশনার যদি বারো মাসের অধিক সময়কালকে আয় বৎসর হিসেবে গণ্য করিয়া কর ধার্য করা সমীচীন বলিয়া মনে করেন, তিনি অনুরূপ সময়কালকে আয় বৎসর হিসেবে গণ্য করিয়া কর ধার্য করিতে পারিবেন। যখন করদায়িক চান্দ্র

পঞ্জিকা বৎসরকে আয় বৎসর হিসেবে বাছাই করিবেন, ৩৫ বৎসর পরে দুইটি আয় বৎসরের একটি কর নির্ধারণী বৎসর হইবে অর্থাৎ আয় বৎসর হইবে ২৪ মাস। কারণ, ইংরাজী পঞ্জিকা বৎসর ৩৬৫ দিন লইয়া গঠিত, কিন্তু চান্দ্র পঞ্জিকা বৎসর ৩৫৫ দিন লইয়া গঠিত। প্রত্যেক বৎসরে ১০ দিন করিয়া কম হওয়ার ফলে ৩৫ বৎসর পরে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে যে, দুইটি আয় বৎসরের একটি কর নির্ধারণী বৎসর হইবে অর্থাৎ আয় বৎসর হইবে ২৪ মাস এবং তখন যদি করদায়িক আয় বৎসর পরিবর্তনের জন্য উপ-

কর কমিশনারের নিকট আবেদন না করেন, উপ-কর কমিশনার ২৪ মাস লইয়া গঠিত সময়কালকে আয় বৎসর হিসেবে গণ্য করিয়া কর ধার্য করিতে পারিবেন কিনা? আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ এর দফা ৩৫ এর ব্যবস্থিত বিধান অনুযায়ী আয় বৎসর হইবে অনধিক বারো মাস লইয়া গঠিত সময়কাল। রাজস্ব ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে উপ-কর কমিশনার বারো মাসের অধিক সময়কালকে আয় বৎসর হিসেবে গণ্য করিয়া কর ধার্য করিতে পারিবেন, যদি করদায়িক আয় বৎসর পরিবর্তনের জন্য উপ-কর কমিশনারের নিকট আবেদন করেন এবং তৎকর্তৃক আরোপিত শর্ত মানিতে সম্মত হন। যদি করদায়িক আয় বৎসর পরিবর্তনের জন্য উপ-কর কমিশনারের নিকট আবেদন না করেন, উপ–কর কমিশনার ২৪ মাস লইয়া গঠিত সময়কালকে আয় বৎসর হিসেবে গণ্য করিয়া কর ধার্য করিতে পারিবেন কিনা? এতদসংক্রান্ত কোন বিধান আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে সন্নিবেশিত হয় নাই। তবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ডের এতদসংক্রান্ত একটি পরিপত্র রহিয়াছে। ১৯৫৪ সনের উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী উপ–কর কমিশনার প্রথমে ২৪ মাস সময়কালকে আয় বৎসর হিসেবে গণ্য করিয়া করদায়িকের করদায়িতা নির্ণয় করিবে। অতঃপর নির্ণীয় করদায়িতাকে দুই দ্বারা ভাগ করিয়া বারো মাসের করদায়িতা নির্ণয় করিয়া করের গড় হার নির্ণয় করিবে এবং নির্ণীয় গড় হার দ্বারা ২৪ মাসের আয়কে গুণ করিয়া করদায়িকের প্রকৃত করদায়িতা নির্ণয় করিবে। ইহাতে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হইবে না এবং করদায়িককে অতিরিক্ত কর প্রদান করিতে হইবে না।

পরিপত্রের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ আইন সিদ্ধ নহে। এ কারণে যখন আয় বৎসর ২৪ মাস হইবে এবং তখন যদি করদায়িক আয় বৎসর পরিবর্তনের জন্য উপ–কর কমিশনারের নিকট আবেদন না করেন, উপ–কর কমিশনার কিভাবে কর ধার্য করিবেন তৎসম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিধান আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আয় বৎসর ব্যতীত অন্য সময়ের আয় সম্পর্কে আয়কর ধার্য হইবে? নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আয় বৎসর ব্যতীত অন্য সময়ের আয় সম্পর্কে আয়কর ধার্য হইবে, যথাঃ– (১) ব্যবসা নিবৃত্তের ক্ষেত্রে (ধারা ৮৯), (২) ব্যক্তির বাংলাদেশ ত্যাগের ক্ষেত্রে (ধারা ৯১), (৩) অনাবাসিকের জাহাজ পরিবহন ব্যবসার ক্ষেত্রে (ধারা ১০২), (৪) অনাবাসিকের বিমান পরিবহন ব্যবসার ক্ষেত্রে (ধারা ১০৩ক)।

নিবৃত্তি শব্দটি কি অর্থ প্রকাশ করে? "নিবৃত্তি" অর্থ ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা এবং অপর ব্যক্তির নিকট ব্যবসার হস্তান্তর ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। [C. I. T. v. P. E. Polson (1945) I. T. R. 384 (P.C)].

সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির আয় বৎসর বা, ক্ষেত্রমত, আয় বৎসরসমূহের মোট আয় সম্পর্কে বা আয় বৎসর ব্যতীত অন্য সময়ের আয় সম্পর্কে কর নির্ধারণী বৎসরে আয়কর ধার্য হইবে।

ব্যক্তি।— কাহারও ওপরে করারোপ করিতে হইলে প্রথমে ব্যক্তি হিসেবে তাঁহার মর্যাদা স্থির করিতে হইবে। ব্যক্তি হিসেবে কাহারও মর্যাদা স্থির করা সম্ভব না হইলে কোন একজনের ওপরে আয়কর আরোপ করার ক্ষমতা আয়কর কর্তৃপক্ষের নাই। অ-করযোগ্য আয় সীমা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে কোন একজনের ওপরে করারোপ করার পূর্বে তিনি ব্যক্তি কিনা তাহা স্থির করা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন অবিধিবদ্ধ বৈদেশিক সংঘ বা সংস্থাকে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ (২০) (গ) এর অনুমতিদায়ক ক্ষমতা বলে কোম্পানী ঘোষণা করিলে অথবা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগ কোন অবিধিবদ্ধ বৈদেশিক সংঘ বা সংস্থাকে কোম্পানী ঘোষণা করিলে উক্ত সংস্থাকে কোম্পানীর জন্য প্রযোজ্য কর হার অনুযায়ী কর প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন অবিধিবদ্ধ বৈদেশিক সংঘ বা সংস্থাকে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ (২০) (গ) এর অনুমতিদায়ক ক্ষমতা বলে কোম্পানী ঘোষণা না করিলে অথবা সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগ কোন অবিধিবদ্ধ বৈদেশিক সংঘ বা সংস্থাকে কোম্পানী ঘোষণা না করিলে উক্ত সংস্থাকে যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি-সংঘের জন্য প্রযোজ্য কর হার অনুযায়ী কর প্রদান করিতে হইবে।

রাষ্ট্রের ওপরে কর ধার্য করা যাইবে কিনা? গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "রাষ্ট্র" বলিতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত হইবে। সংসদ ও সরকারের ওপরে কর ধার্য করা যাইবে না, কারণ আয়কর ধার্যের উদ্দেশ্যে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ এর দফা ৪৬–এ ব্যক্তির যে সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে ইহারা উক্ত সংজ্ঞাভুক্ত নহে। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ যেহেতু রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা এবং ব্যক্তি মালিকানায় বিভক্ত এবং অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত গঠিত সেই হেতু সামগ্রিক প্রশাসনিক ও উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন ব্যাংক, অর্থ লগ্নীকারী সংস্থা, বীমা সংস্থা, শিল্পোদ্যোগ, ব্যবসা উদ্যোগ তথা ব্যবসা, বাণিজ্য বা উৎপাদন অথবা ব্যবসা, বাণিজ্য বা উৎপাদন প্রকৃতির যে কোন ঝুঁকি বা সংস্রব এবং বাংলাদেশ ব্যতীত অপর কোন রাষ্ট্রের আইনের দ্বারা বা অধীন বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রভৃতি সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, যাহার কার্যাবলী বা

প্রধান প্রধান কার্য কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতা-সম্পন্ন চুক্তিপত্র-দ্বারা অর্পিত হয়; উক্ত সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষকে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২ এর দফা ২০-এ প্রদত্ত কোম্পানীর পরিবেষ্টক তথা অন্তর্ভুক্তিকর সম্প্রসারিত সংজ্ঞার দ্বারা কোম্পানী শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগসমূহ কোম্পানী শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও, ইহাদের সাধারণ বা প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডার না থাকার কারণে ইহাদিগকে পাবলিক বা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর কোনটিতেই শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন উদ্যোগের শেয়ার ইস্যু করার ক্ষমতা (পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর যে বৈশিষ্ট্য পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করিয়াছে) না থাকার কারণে ইহারা রেয়াতী হারে কর পরিশোধ করার বিশেষ সুবিধা ভোগে সমর্থ নহে। রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ হারে কর প্রদান করিতে হইবে।

আমাদের বাজেট ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রাপ্ত আয়করের সিংহ ভাগ আসে কোম্পানী শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি হইতে। আবার, কোম্পানী শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত আয়করের সর্বাধিক পরিমাণ আসে রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত হইতে অর্থাৎ প্রাপ্ত আয়করের সর্বাধিক পরিমাণ প্রশাসনিক দক্ষতার দ্বারা নহে, বরং সরকারী খাতা বদল প্রক্রিয়ার দ্বারা আসে।

নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।— ধারা ৪ক (খ) এর অধীন "নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা" অভিব্যক্তিটি নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশক ক্ষমতা বুঝায়, ইহা কখনও কখনও "মস্তক ও মগজ" রূপে অভিহিত হয়। **তদ্ব্যতীত** ইহা স্থিরকৃত যে, "নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা" অভিব্যক্তিটি কার্যতঃ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা বুঝায় এবং কেবল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার অধিকার বা ক্ষমতা নয়। [See B.R. Naik v. Commissioner of Income-tax, (1946) 14 I.T.R. 334 : See Income Tax Act, 1922, See. 4-A (b)]. Commissioner of Income-tax, Bombay City v. Nandlal Gandalal, (1960) 40 I.T.R. 1 at 7 (S.C.). Judgement of the Bombay High Court in Commissioner of Income-tax v. Nandlal Gandalal, (1955) 27 I.T.R. 591, affirmed. See also Raghuwanshi Mills Ltd. v. Commissioner of Income-tax, (1961) 41 I.T.R 613 (S.C.) Reversing (1953) 24 I.T.R. 338. Erin Estate v. Commissioner of Income-tax, (1958) 34 I.T.R. 1 Affirming (1951) 20 I.T.R. 412; V.V.R.N.M. Subbyya Chettiar v. C.I.T Madras, (1951) 19 I.T.R. 168 (S.C.) Affirming (1947) 15 I.T.R. 502; Sri Raja K.V. Narsimha Rao Bahadur v. C.I.T., Madras, (1950) 18 I.T.R. 181.

কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

১১। আপীলাত ট্রাইব্যুনালের প্রতিষ্ঠা।-(১) এই অধ্যাদেশের অধীন আপীলাত ট্রাইব্যুনালের কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার একজন চেয়ারম্যান এবং, সময়ে সময়ে, সরকার যেরূপ নিয়োগ করিতে পারে অনুরূপ অন্যান্য বিচার ও হিসাব সদস্যগণ লইয়া কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিবে।

[১]"(২) বিচার সদস্য হইবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি জেলা বিচারক হিসেবে কর্মরত আছেন বা ছিলেন অথবা যিনি জেলা ও দায়রা জজ কোর্টের চাইতে অধঃস্তন নহে এইরূপ কোন কোর্টে আইনজীবী হিসেবে অন্যূন দশ বৎসর যাবৎ ব্যবসায়ে রত ছিলেন।

(৩) হিসাব সদস্য হইবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কর কমিশনার হিসেবে কর্মরত আছেন অথবা যিনি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বা কষ্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্ট হিসেবে অন্যূন আট বৎসর যাবৎ পেশাদারভাবে ব্যবসায়ে রত ছিলেন।";

[২]* * * * * * * *

(৪) সরকার আপীলাত ট্রাইব্যুনালের একজন বিচার সদস্যকে ইহার চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবে।

১৯৮৪ সনের পরে আনীত সংশোধনী

[১]১৯৯১ সনের ২১ নং আইনের ৭ ধারা বলে মূল (২) এবং সংশোধিত (৩) উপ-ধারার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২] উপরোক্ত আইন বলে ব্যাখ্যাটি বিলুপ্ত।

১২। বেঞ্চের দ্বারা ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা প্রয়োগ।-(১) যদি না চেয়ারম্যান কোন বিশেষ কেসে বা শ্রেণীর কেসে ভিন্নরূপ নির্দেশ দেন, চেয়ারম্যানের দ্বারা গঠিত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ, অতঃপর বেঞ্চ বলিয়া অভিহিত, এর দ্বারা আপীলাত ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিস্পন্ন হইবে।

(২) প্রতিটি বেঞ্চ অনুরূপভাবে গঠিত হইবে যেন ইহার সদস্য সংখ্যা অন্যূন দুইজন হয় এবং যেন বিচার ও হিসাব সদস্যের সংখ্যা সমান হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান স্বয়ং যে বেঞ্চের সদস্য হইবেন তিনি উক্ত বেঞ্চের বিচার সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৩। বেঞ্চের সিদ্ধান্ত।-(১) উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধানাবলী— সাপেক্ষে, কোন কেসে অথবা কোন বিষয়ে কোন বেঞ্চের সিদ্ধান্ত ইহার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামত অনুযায়ী দেওয়া হইবে।

(২) কোন বিষয় যাহাতে বেঞ্চের সদস্যগণ সমভাবে বিভক্ত বলিয়া লিখিতভাবে নিরূপিত হইলে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক আপীলাত ট্রাইব্যুনালের অপর এক বা একাধিক সদস্যের নিকট শুনানির জন্য প্রেরিত হইলে আপীলাত ট্রাইব্যুনালের যে সদস্যগণ পূর্বে শুনানি গ্রহণ করিয়াছে তাঁহারাসহ যাঁহারা শুনানি গ্রহণ করিল তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অনুযায়ী উক্ত বিষয় নিষ্পন্ন হইবে।

(৩) যখন আপীলাত ট্রাইব্যুনালে সদস্য মাত্র দুইজন হয় এবং কোন কেসে তাহারা ভিন্নমত পোষণ করিলে, সরকার উক্ত কেসের শুনানির উদ্দেশ্যে আপীলাত ট্রাইব্যুনালে একজন অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ অতিরিক্ত সদস্যসহ গঠিত আপীলাত ট্রাইব্যুনালের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামত অনুযায়ী উক্ত কেসের নিস্পত্তি হইবে।

১৪। একজন সদস্য দ্বারা ক্ষমতার প্রয়োগ।- ধারা ১২ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার নির্দেশ দিতে পারিবে যে, আপীলাত ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ইহার যে কোন একজন সদস্যের দ্বারা, অথবা দুই বা ততোধিক সদস্যের দ্বারা সম্মিলিতভাবে বা পৃথকভাবে প্রয়োগ করা যাইবে।

১৫। কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ।—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী-সাপেক্ষে, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল যে স্থানে কোন বেঞ্চ ইহার বৈঠক অনুষ্ঠান করিবে তৎসহ ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের দরুন উদ্ভূত বিষয়ে ইহার নিজস্ব কার্যপ্রণালী এবং ইহার বেঞ্চের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিবে।

আয়কর আরোপ

১৬। আয়কর ধার্য।- (১) যখন সংসদের আইন বিধান করে যে কোন কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য কোন হার বা হারসমূহে আয়কর ধার্য হইবে, আয়কর, উক্ত আইনের বিধানাবলী–সাপেক্ষে, উক্ত হার বা ঐ সকল হারসমূহে প্রত্যেক ব্যক্তির আয় বৎসর বা, ক্ষেত্রমত, আয় বৎসরসমূহের মোট আয় সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী অনুযায়ী ধার্য, আরোপ, প্রদত্ত এবং সংগ্রহ করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যখন এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর অধীন আয় বৎসর ব্যতীত অন্য সময়ের আয় সম্পর্কে আয়কর ধার্য করা হইবে, আয়কর তদানুসারে ধার্য, আরোপ, প্রদত্ত এবং সংগ্রহ করা হইবে।

(২) যখন এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর অধীন আয়কর উৎসে কর্তন করা হইবে, বা অগ্রীম প্রদত্ত বা সংগ্রহ করা হইবে, ইহা তদানুসারে কর্তন, প্রদত্ত বা সংগ্রহ করা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত হারে-

(অ) অনাবাসিক ব্যক্তি, কোম্পানী নহে;

(আ) "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন শ্রেণী বিভাগের যোগ্য কোন আয়; এবং

(ই) ধারা ১৯ (১৩) তে উল্লিখিত "উয়িনিং" রূপে কোন আয় সম্পর্কে আয়কর ধার্য করা হইবে।

কর হার যাহাতে যুক্তিযুক্তভাবে নির্ধারিত হইতে পারে তজ্জন্য জাতীয় সংসদ কর হার নির্ধারণের ক্ষমতা অপর কোন কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করে নাই। সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করিয়া কর হার নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে সৃষ্টিধর্মী ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনশীল কর্মশীলতায় বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে, করের ভিত্তি সম্প্রসারিত হইতে পারেএবংঅভ্যন্তরীণ সম্পদের অবদান বৃদ্ধি পাইতে পারে।

১৭। মোট আয়ের পরিধি।-(১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন ব্যক্তির কোন আয় বৎসরের মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(ক) কোন আবাসিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, সব কয়টি উৎস হইতে প্রাপ্ত, সকল আয়, যাহা-

(অ) অনুরূপ বৎসরে অনুরূপ ব্যক্তির দ্বারা বা পক্ষে বাংলাদেশে প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য; বা

(আ) উক্ত বৎসরে তাহার বাংলাদেশে উদ্ভূত বা উৎপন্ন, বা উদ্ভূত বা উৎপন্ন বলিয়া গণ্য; বা

(ই) উক্ত বৎসরে তাহার বাংলাদেশের বাহিরে উদ্ভূত বা উৎপন্ন; এবং

(খ) কোন অনাবাসিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, সব কয়টি উৎস হইতে প্রাপ্ত, সকল আয়, যাহা-

(অ) অনুরূপ বৎসরে অনুরূপ ব্যক্তির দ্বারা বা পক্ষে বাংলাদেশে প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য; বা

(আ) উক্ত বৎসরে তাহার বাংলাদেশে উদ্ভূত বা উৎপন্ন, বা উদ্ভূত বা উৎপন্ন বলিয়া গণ্য।

(২) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যখন কোন ব্যক্তির কোন আয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক লইয়া গঠিত কোন অঙ্ক যাহা উদ্ভূত বা উৎপন্ন হইয়াছে, বা উদ্ভূত বা উৎপন্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছে ভিত্তিতে কোন বৎসরে তাহার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত

হয়, উক্ত অঙ্ক আর এক বৎসরে তাহার দ্বারা বাংলাদেশে প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছে ভিত্তিতে তাহার মোট আয়ে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

আয় গণনা

২০। আয়ের খাতসমূহ।- এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ বিধান থাকা সত্ত্বেও, মোট আয় গণনা এবং আয়কর ধার্যের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সকল আয়, নিম্নবর্ণিত আয়ের খাতসমূহের অধীন শ্রেণীবন্ধ ও গণনা করা হইবে, যথাঃ-

(ক) বেতন।

(খ) লগ্নিপত্রের ওপর সুদ।

(গ) গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয়।

(ঘ) কৃষি আয়।

(ঙ) ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়।

(চ) মূলধনী মুনাফা।

(ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

২১। বেতন।-কোন করদায়িকের নিম্নবর্ণিত আয় "বেতন" খাতের অধীন শ্রেণীবন্ধ ও গণনা করা হইবে, যথাঃ-

(ক) প্রদত্ত হউক বা না হউক, আয় বৎসরে নিয়োগকর্তার নিকট হইতে করদায়িকের প্রাপ্য কোন বেতন;

(খ) যদিও প্রাপ্য নহে বা ইহা তাহার প্রাপ্য হওয়ার পূর্বে নিয়োগকর্তার দ্বারা বা পক্ষে, আয় বৎসরে তাহাকে প্রদত্ত বা দেওয়া কোন বেতন; এবং

(গ) নিয়োগকর্তার দ্বারা বা পক্ষে আয় বৎসরে তাহাকে প্রদত্ত বা দেওয়া বকেয়া কোন বেতন, যদি পূর্ববর্তী কোন আয় বৎসরের জন্য আয়কর ধার্য না হয়।

(২) যখন কোন করদায়িকের বেতনের কোন অঙ্ক যাহা প্রাপ্য হইয়াছে বা অগ্রীম প্রদত্ত হইয়াছে ভিত্তিতে কোন আয় বৎসরে তাহার মোট আয়ে একবার অন্তর্ভুক্ত হয়, উক্ত অঙ্ক অন্য কোন বৎসরে তাহার আয়ে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

বেতন ও মজুরি

Shorter Oxford English Dictionary (3rd Edition) অনুসারে "বেতন" অর্থ—

"(কাহাকেও) তুল্যবিনিময় দেওয়া বা (কিছুর) তুল্যবিনিময়রূপে দেওয়া, পুরস্কার প্রতিদান দেওয়া; কোন কিছু সম্পাদন করার জন্য অর্থাদি প্রদান করা।"

Jowitt's Dictionary of English Law (1959) Edition এ, এই শব্দটি এইভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ঃ

"কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির ব্যবসায় তাহার সেবার জন্য সাধারণতঃ পুনরাবৃত্তভাবে তুল্যবিনিময় বা পুরস্কার প্রদান; অধিকন্তু মজুরি, বৃত্তি, বা বার্ষিক ভাতা"।"

Stroud's Judicial Dictionary (4th Edition) এ 'বেতন' অভিব্যক্তিটি দফা (২) এ এইভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ঃ

"যখন কর্ম হস্তসাধিত বা তুলনামূলকভাবে অনভিজ্ঞ কায়িক শ্রমের কাজ ব্যতীত, কোন সময়ের জন্য, স্থায়ী বা প্রকৃতভাবে স্থায়ী বৈশিষ্ট্যের হয়, পারিশ্রমিক সাধারণতঃ বেতন বলিয়া অভিহিত হইবে"। [Per Latham C.J., in Federal Commissioner of Taxation v. Thompson (J. Walter) (Aus.) Pty. Ltd., 69 C.L.R. 227].

ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ধারণাগতভাবে "বেতন" ও মজুরি এক ও অভিন্ন বিষয় হইতে পারে না, যেমন সেবা প্রদান করা বা কর্ম সম্পাদন করার জন্য পারিশ্রমিক বা টাকা-প্রদান তৎসত্ত্বেও পূর্বোল্লিখিত অভিব্যক্তিটি সাধারণতঃ উচ্চতর বা হস্তসাধিত নহে এইরূপ ধরনের সেবাসমূহ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়, পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে পরে উল্লিখিত অভিব্যক্তিটি হস্তসাধিত সেবাসমূহ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়।—Gestetner Duplicators P. Ltd. v. Commissioner of Income-tax, West Bengal, (1979) 117 I.T.R. 1 at pp. 10, 11 (S.C.) : A.I.R. 1979 S.C. 607.

কর নির্ধারণের ভিত্তি ও হিসাব ঃ— নিম্নবর্ণিত শর্ত তিনটি পূরণ হইলে কোন প্রাপ্তি বেতন খাতের অধীন করারোপযোগ্য হইবেঃ-

(১) প্রদত্ত হউক বা না হউক, আয় বৎসরে নিয়োগকর্তার নিকট হইতে করদায়িকের প্রাপ্য কোন বেতন;

(২) প্রাপ্য হউক বা না হউক আয় বৎসরে নিয়োগকর্তার দ্বারা বা পক্ষে করদায়িককে প্রদত্ত কোন বেতন;

(৩) প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিতে হইবে এবং নিয়োগকর্তা কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া কর্ম সম্পাদনের জন্য করদায়িককে বেতন প্রদান করিবে।

সুতরাং একক ব্যক্তি করদায়িককে বেতন খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য আয় সম্পর্কে হিসাব রাখিতে হইবে না।

নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর সম্পর্কের কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা যায় না। তবে অনুরূপ সম্পর্কের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অভিজ্ঞতার দ্বারা নিরূপণ করা যায়। নিম্নে

চারটি প্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করা হইল। ইহারা সকলে কোন ব্যক্তিকে কর্মচারী বলিয়া অভিহিত করিতে সহায়তা করে। (১) তিনি কি নিজে কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন, না তাহার পক্ষে ইহা সম্পাদন করিবার জন্য তিনি কি অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারেন? (২) তিনি কি তাহার নিজস্ব তহবিল হইতে অধীনস্তকে পারিশ্রমিক প্রদান করেন, না তাহার নিকট গচ্ছিত তহবিল হইতে প্রদান করেন? (৩) তিনি কি সম্পূর্ণ চলতি মূলধন ও কাঁচামাল যোগান দেন, না এই সকল প্রয়োজনীয় জিনিস যোগানোর জন্য তিনি কি অন্য কোন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করেন? (৪) তিনি যেখানে কর্মরত রহিয়াছেন সেখানকার কোন আর্থিক দায় বা লোকসানের জন্য তিনি কি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য? পূর্বোল্লিখিত প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের কোন একটির জবাব চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক নহে।

যে সকল শর্ত পূরণ হইলে কোন প্রাপ্তি বেতন হইতে আয় খাতে করারোপযোগ্য হইবে উক্ত শর্তসমূহ উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত সেবা বা কর্মের গুণ ও পরিমাণের স্বীকৃতি সূচক পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে পূরণ হয় না। উদ্যোক্তা নিজেই নিয়োগকর্তা এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক পারিশ্রমিক গ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকার কারণে উদ্যোক্তার পারিশ্রমিক "বেতন" খাতে করারোপযোগ্য না হইয়া "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতে করারোপযোগ্য হইবে। অংশীদারী ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের যে সকল প্রায়োগিক ধাচের কাজের জন্য ফার্ম বা ব্যক্তি—সংঘকে দক্ষ টেকনিশিয়ান নিয়োগ করিতে হয় সেই সকল কাজ ফার্মের কোন অংশীদার বা ব্যক্তি-সংঘের কোন সদস্যের দ্বারা সম্পাদিত হইলেও পূর্বোল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণ না হওয়ার কারণে ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তি-সংঘের সদস্যকে প্রদত্ত পারিশ্রমিক "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতে করারোপযোগ্য হইবে। একই কারণে নিয়োগকর্তা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত ফিস বা কমিশন এবং সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা লিখিয়া প্রাপ্ত আয় "বেতন" খাতে করারোপযোগ্য না হইয়া" অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতে করারোপযোগ্য হইবে।

২২। লগ্নিপত্রের ওপর সুদ।-করদায়িকের নিম্নবর্ণিত আয় "লগ্নিপত্রের ওপর সুদ" খাতের অধীন শ্রেণীবদ্ধ ও গণনা করা হইবে, যথাঃ-

(ক) করদায়িক কর্তৃক সরকারের কোন লগ্নিপত্রের ওপর প্রাপ্য সুদ; এবং

(খ) তাহার দ্বারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানীর দ্বারা বা পক্ষে ইস্যুকৃত ঋণপত্র বা অন্যান্য অর্থের লগ্নিপত্রের ওপর প্রাপ্য সুদ।

২৩। লগ্নিপত্রের ওপর সুদ হইতে উপপাদন।- (১) "লগ্নিপত্রের ওপর সুদ" খাতের অধীন আয় গণনায়, নিম্নবর্ণিত ভাতা ও উপপাদন বাদ দেওয়া হইবে, যথাঃ-

(ক) করদায়িকের পক্ষে সুদ আদায়ে ব্যাংকের দ্বারা কমিশন বা উসুলের মাধ্যমে সুদ হইতে কর্তন করা কোন অঙ্ক;

(খ) করদায়িক কর্তৃক লগ্নিপত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্জ অর্থের ওপরে প্রদেয় কোন সুদ;

(গ) যখন লগ্নিপত্র যাহার সম্পর্কে কোন সুদ করদায়িক কর্তৃক প্রাপ্য হয়, গঠিত বা অন্তর্ভুক্ত করে কোন লগ্নিপত্র যাহার ফলে ষষ্ঠ তফসিলের Part B এর অনুচ্ছেদ ১৯ প্রয়োগ হয়, উক্ত লগ্নিপত্র সম্পর্কে বা বাবদে ধারা ২২ এর অধীন আয় গণনায় উপ-দফা (ক) বা, ক্ষেত্রমত, (খ) এর অধীন প্রদত্ত কোন সুদ বা কমিশন বাবদ কোন ভাতা বা উপপাদন বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের বাহিরে প্রদেয় কোন সুদ যাহার ওপরে Chapter VII এর বিধানাবলী অনুযায়ী কর প্রদত্ত বা কর্তন করা হয় নাই তৎসম্পর্কে এই ধারার অধীন উপপাদন বাদ দেওয়া হইবে না।

কর নির্ধারণের ভিত্তি ও হিসাব ঃ— বাংলাদেশে বলবৎ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২২ এবং পাকিস্তানে বলবৎ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ধারা ১৭ অনুযায়ী "লগ্নিপত্রের ওপর সুদ" খাতের অধীন করারোপণ বিশেষভাবে চিহ্নিত শব্দ "প্রাপ্য" এর দ্বারা স্থির হইবে। বোম্বে হাইকোর্ট Seth Lalbhai Dalpatbhai v. Commissioner of Income-tax, Bombay North, [1952 (22) I. T. R. 13]; লাহোর হাইকোর্ট Central Exchange Bank of Lahor Vs. C.I.T [1959 (27) I.T.R.—167]; পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্ট Manjur kader v. C. I. T (1968) এবং প্রিভি কাউন্সিল I. R. Leath V. I. R. S মামলায় (অভিমত) পোষণ করিয়াছিল যে, লগ্নিপত্রের ওপর সুদ কেবল "আয়" হইয়া ওঠে যখন ইহা সত্যি সত্যি প্রাপ্ত হয় এবং ইহা করদায়িকের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য বা প্রাপ্য হওয়ার সময় নয়। সুতরাং একক ব্যক্তি করদায়িককে "লগ্নিপত্রের ওপর সুদ" খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য কোন আয়ের উৎস সম্পর্কে হিসাব রাখিতে হইবে না।

২৪। গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয়।- (১) করদায়িকের দ্বারা পরিচালনাধীন কোন ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে যেরূপ তাহার অধিকারে থাকে সম্পত্তির অনুরূপ অংশ, যাহার আয় এই অধ্যাদেশের অধীন করারোপযোগ্য হয় ব্যতীত, তাহার মালিকানাধীন কোন গৃহ এবং তৎসংলগ্ন ভূমি লইয়া গঠিত কোন সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য সম্পর্কে "গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয়" খাতের অধীন তাহার দ্বারা কর প্রদেয় হইবে।

(২) যখন উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত অনুরূপ কোন সম্পত্তি দুই বা আরও অধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন হয় এবং তাহাদের নিজ নিজ অংশ নির্দিষ্ট এবং নিরূপণীয় হয়, অনুরূপ ব্যক্তিগণ ব্যক্তি-সংঘ গঠন করিবেন না এবং ব্যক্তি-সংঘ বলিয়া গণ্য হইবেন না;

এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোন করদায়িকের আয় গণনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কেবল অনুরূপ আয়ের অনুরূপ অংশ যাহা করদায়িকের অংশের সমানুপাতিক উক্ত সম্পত্তি হইতে তাহার আয় হিসেবে গণনা করা হইবে।

২৫। গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয় হইতে উপপাদন।- (১) "গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয়" খাতের অধীন আয় গণনায় নিম্নবর্ণিত ভাতা ও উপপাদন বাদ দেওয়া হইবে, যথাঃ-

(ক) সম্পত্তিতে ধারণ করা ভূমি বাবদ ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা হিসেবে সরকারকে প্রদেয় কোন অঙ্ক;

(খ) ক্ষতি বা ধ্বংসের সম্ভাব্য বিপদের বিরুদ্ধে সম্পত্তি বীমা করিবার জন্য প্রদত্ত প্রিমিয়ামের কোন অঙ্ক;

১* * * * * * * *

(ঘ) সম্প্রসারণ বা পুনর্নির্মাণ বা উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যখন সম্পত্তি বন্ধক বা অন্যবিধ মূলধনী উসুলের শর্তাধীন, অনুরূপ বন্ধক বা উসুলের ওপর প্রদেয় সুদের কোন অঙ্ক;

(ঙ) যখন সম্পত্তি মূলধনী উসুল নহে এইরূপ কোন বার্ষিক উসুলের শর্তাধীন, অনুরূপ উসুলের অঙ্ক;

ব্যাখ্যা।- এই দফায় উল্লিখিত "বার্ষিক উসুল" অভিব্যক্তিটি কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারের দ্বারা, সম্পত্তি বা সম্পত্তি হইতে আয় সম্পর্কে আরোপযোগ্য কোন কর অন্তর্ভুক্ত করে তবে এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপযোগ্য কর অন্তর্ভুক্ত করে না;

(চ) যখন সম্পত্তি কোন জমির খাজনার শর্তাধীন, অনুরূপ খাজনার অঙ্ক;

(ছ) যখন সম্পত্তি কর্জ করা মূলধন দ্বারা অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, পুনরায় নূতন বা পুনর্নির্মাণ করা হয়, অনুরূপ মূলধনের ওপর প্রদেয় সুদের কোন অঙ্ক;

২"(জ) মেরামত ও আদায় খরচের জন্য সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যের এক-পঞ্চমাংশের সম পরিমাণ অঙ্ক;";

৩* * * * * * * *

(ঞ) যখন সম্পূর্ণ সম্পত্তি ভাড়া দেওয়া হয় এবং বৎসরের কিছু অংশ ইহা খালি থাকে, সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যের অনুরূপ অংশের সম পরিমাণ অঙ্ক যাহা খালি সময়ের সমানুপাতিক;

(ট) যখন সম্পত্তি অংশতঃ ভাড়া দেওয়া হয়, খালি অংশের যুক্তিযুক্ত বার্ষিক মূল্যের অনুরূপ অংশের সম পরিমাণ অঙ্ক যাহা অনুরূপ অংশের খালি সময়ের সমানুপাতিক।

(২) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের বাহিরে প্রদেয় কোন সুদ বা বার্ষিক উসুল যাহার ওপরে Chapter VII এর বিধানাবলী অনুযায়ী কর

প্রদত্ত বা কর্তন করা হয় নাই তৎসম্পর্কে এই ধারার অধীন উপপাদন বাদ দেওয়া হইবে না।

[৪]* * * * * * * *

১৯৮৪ সনের পরে আনীত সংশোধনী।

[১]১৯৯২ সনের ২১ নং আইনের ৮ ধারা বলে (গ) দফা বিলুপ্ত।

[২]১৯৯২ সনের ২১ নং আইনের ৮ ধারা বলে (জ) দফার স্থলে প্রতিস্থাপিত যাহা ১৯৮৬ সনের XLV নং অধ্যাদেশের ১০ ধারা বলে এবং ১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইনের ৮ ধারা বলে সংশোধিত হইয়াছিল।

[৩]১৯৯২ সনের ২১ নং আইনের ৮ ধারা বলে (ঝ) দফা বিলুপ্ত যাহা ১৯৮৬ সনের XLV নং অধ্যাদেশের ১০ ধারা বলে সংশোধিত হইয়াছিল।

[৪]১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইনের ৭ ধারা বলে (৩) উপ-ধারা বিলুপ্ত।

কর নির্ধারণের ভিত্তি ও হিসাব ঃ– সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য "গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয়" খাতের অধীন আরোপযোগ্য হইবে। "গৃহ-সম্পত্তি" অর্থ গৃহ বা গৃহ এবং তৎসংলগ্ন ভূমি লইয়া গঠিত কোন সম্পত্তি যাহা করদায়িকের মালিকানাধীন, তবে অন্তর্ভুক্ত হইবে না–

করদায়িকের দ্বারা পরিচালনাধীন কোন ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তাহার অধিকারে থাকা অনুরূপ কোন সম্পত্তি বা ইহার কোন অংশ যাহার আয় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর অধীন করারোপযোগ্য হইবে।

গৃহ-সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য আনুমানিক আয়। সুতরাং একক ব্যক্তি করদায়িককে "গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য কোন আয়ের উৎস সম্পর্কে হিসাব রাখিতে হইবে না।

সম্পত্তির মালিক ঃ R. B Jodha Mal Kuthiala v C. I. T (1971) 82 ITR 570 (SC) মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ইহা ধারণ করিয়াছিল যে, মালিক অর্থ মালিকের স্বত্ব প্রয়োগ করিতে সমর্থ এবং সম্পত্তি হইতে আয়ের স্বত্বাধিকারী এইরূপ কোন ব্যক্তি।

দুইটি আইনের কোন একটিতেও "মালিক" শব্দটির সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয় নাই। সাধারণতঃ "মালিক" শব্দটির অর্থ হইবে "স্থাবর বা অস্থাবর, বস্তুগত বা নির্বস্তুগত কোন সম্পত্তির মালিকানা আছে এইরূপ যে কেহ যাহা তিনি ভোগের অধিকারী এবং যেরূপ তিনি পছন্দ করেন সেইরূপে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন—যতদূর পর্যন্ত আইন অনুমতি দেয় ততদূর পর্যন্ত ইহা নষ্ট বা ধ্বংস করিতে পারেন—যদি না কোন আইন, চুক্তি বা সংবিদা দ্বারা তিনি বাধাগ্রস্থ হন যাহা তাহার অধিকার নিয়ন্ত্রিত করে"।—

Commissioner of Income-tax, A.P; Hyderabad v. Nawab Mir Barkat Ali Khan, (1974) I.T. Tax. L.R 90 at 92 (A.P).

মেরামতঃ "মেরামতের" ধারণা প্রতিস্থাপন এমনকি পুনরায় নবীকরণকে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারে। তবে এই বিপরীত বিষয় সঠিক নাও হইতে পারে। সকল প্রতিস্থাপন বা পুনরায় নবীকরণে মেরামত বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োজন নাও হইতে পারে। কোন দালানের ক্ষেত্রে, ইহার যে কোন অংশের বা ইহার অধীন বা সাপেক্ষ অংশের নিরাপত্তা বা স্থিতিশীলতার পুনরানয়ন মেরামত হিসেবে গণ্য করা যাইতে পারে; পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ কাঠামোর পুনর্নির্মাণকে অনুরূপভাবে গণ্য করা যাইতে পারে না।– Sir Shadi Lal and Sons, Shanli v Commissioner of Income-Tax, Kanpur, 1988 (I) Tax L. R. 426 at p. 428 (SC): A. I. R 1988 SC 424 .

২৬। কৃষি আয়।– (১) করদায়িকের নিম্নবর্ণিত আয় "কৃষি আয়" খাতের অধীন শ্রেণীবদ্ধ ও গণনা করা হইবে, যথাঃ–

(ক) করদায়িকের দ্বারা প্রাপ্ত কোন আয় যাহা ধারা ২ (১)–এ উল্লিখিত "কৃষি আয়" এর সংজ্ঞাভুক্ত;

(খ) ধারা ১৯ (১৭) তে উল্লিখিত অতিরিক্ত অঙ্ক;

(গ) ধারা ১৯ (১৯)-এ উল্লিখিত অতিরিক্ত অঙ্ক।

২৮। ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়।–(১) করদায়িকের নিম্নবর্ণিত আয় "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণীবদ্ধ ও গণনা করা হইবে, যথাঃ–

(ক) আয় বৎসরের কোন সময়ে করদায়িকের দ্বারা পরিচালনাধীন, বা পরিচালনাধীন বলিয়া গণ্য, কোন ব্যবসা বা পেশার মুনাফা ও লাভ;

(খ) কোন ব্যবসা বা পেশাজীবী সংস্থা বা অনুরূপ অন্যান্য সংস্থার সদস্যগণের দ্বারা বিশেষ সেবা সম্পাদন বাবদ উদ্ভূত আয়;

(গ) অর্থে বিনিময়যোগ্য হউক বা না হউক, ব্যবসা বা পেশার অনুশীলনের দ্বারা উদ্ভূত কোন সুবিধা বা বেতন–পূরকের মূল্য;

(ঘ) ধারা ১৯ (১৫) তে উল্লিখিত ব্যবসায়িক দেনা ও সুবিধার মূল্যের অঙ্ক;

(ঙ) ধারা ১৯ (১৬) তে উল্লিখিত অতিরিক্ত অঙ্ক;

(চ) ধারা ১৯ (১৮) তে উল্লিখিত অতিরিক্ত অঙ্ক;

(ছ) ধারা ১৯ (২০)–এ উল্লিখিত বিক্রয় লব্ধ অর্থ;

ব্যাখ্যা।– যখন কোন করদায়িকের দ্বারা পরিচালনাধীন ফটকা লেনদেন অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের হয় যাহা ব্যবসা প্রকৃতির, ব্যবসা (অতঃপর ফটকা ব্যবসা বলিয়া অভিহিত) অন্য যে কোন ব্যবসা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক হিসেবে গণ্য হইবে।

(৩১) মূলধনী মুনাফা।- কোন মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মুনাফা ও লাভ সম্পর্কে "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন কোন করদায়িক কর্তৃক কর প্রদেয় হইবে এবং অনুরূপ মুনাফা ও লাভ যে আয় বৎসরে হস্তান্তর সম্পন্ন হয় উক্ত আয় বৎসরের আয় বলিয়া গণ্য হইবেঃ

[১] "তবে শর্ত থাকে যে, Companies Act, 1913 (VII of 1913) এর সংজ্ঞাভুক্ত কোন পাবলিক কোম্পানীর ষ্টক বা শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মুনাফা ও লাভ সম্পর্কে অনাবাসিক করদায়িক কর্তৃক কর প্রদেয় হইবে না, এই শর্তে যে উক্ত করদায়িক যে রাষ্ট্রে আবাসিক সেই রাষ্ট্রে একই ধরনের কর অব্যাহতির অধিকারী।";

১৯৮৪ সনের পরে আনীত সংশোধনী।

[১] ১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইনের ৮ ধারা বলে ধারা ৩১ এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত এবং তৎপর নূতন শর্তাংশ সংযোজিত।

আইন প্রবর্তনের ইতিহাস, কারণ ও উদ্দেশ্যঃ— ১৯২২ সনের ৫ ই মার্চ যখন ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২ প্রবর্তিত হইয়াছিল, উক্ত আইন অনুযায়ী কোন মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মুনাফা ও লাভ করযোগ্য আয়ের আওতাভুক্ত ছিল না। ১৯৪৭ সনে ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২-এ ধারা ১২খ সংযোজন করিয়া মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভকে "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন করযোগ্য করা হইয়াছিল। উল্লেখ্য, "ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২" এই শিরোনামা হইতে ভারতীয় শব্দটি ১৯৪৯ সনে বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অর্থ আইন, ১৯৯০ এর দ্বারা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩১-এ একটি শর্ত সংযোজন করা হইয়াছে। এই শর্তের বিধান অনুযায়ী সকল ধরনের অনাবাসিক করদায়িকের কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (VII of 1913) এর সংজ্ঞাভুক্ত কোন পাবলিক কোম্পানীর ষ্টক ও শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফাকে করমুক্ত করা হইয়াছে এবং একই সাথে এই শর্ত আরোপ করা হইয়াছে যে, বর্ণিত অব্যাহতির জন্য সংশ্লিষ্ট অনাবাসিক করদায়িক যে রাষ্ট্রে আবাসিক সেই রাষ্ট্রে এই মুনাফা করমুক্ত হইতে হইবে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, অনাবাসিক করদায়িককে কর অব্যাহতি পাইতে হইলে যে রাষ্ট্রে তিনি আবাসিক সেই রাষ্ট্রের কর কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে।

কর নির্ধারণের ভিত্তি ও হিসাবঃ— সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে উহা হইতে উদ্ভূত আয় কোন্ খাতের অধীন ধার্য হইবে। কোন প্রাপ্তি "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন ধার্য হইবে কিনা তাহা উক্ত প্রাপ্তি যে সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে উক্ত সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। করদায়িক কর্তৃক একখণ্ড ভূমি হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত আয় "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন ধার্য হইবে। অথচ করদায়িক

উক্ত ভূমিকে কয়েকটি প্লটে বিভক্ত করিয়া প্লট বিক্রয় ব্যবসায় নিয়োজিত হইলে প্লট বিক্রয় হইতে উদ্ভূত আয় "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন ধার্য হইবে। কারণ, করদায়িক যদি ভূমিকে কয়েকটি প্লটে বিভক্ত করিয়া উহা বিক্রয় ব্যবসায় নিয়োজিত হন তাহা হইলে প্লটসমূহ মজুত পণ্যে পরিণত হইবে। অনুরূপভাবে, গৃহ-সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত আয় "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন ধার্য হইলেও এপার্টমেন্ট বিক্রয় হইতে উদ্ভূত আয় "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন ধার্য হইবে অর্থাৎ একই সম্পত্তি বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের কারণে কখনও মূলধনী সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হইবে আবার কখনও মজুত পণ্য হিসেবে গণ্য হইবে। এ কারণে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩জ তে "সম্পত্তি" শব্দটি বসানো হইয়াছে।

মূলধনী মুনাফা হইবে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও অর্জন পরিব্যয়ের বিয়োগফল। সুতরাং একক ব্যক্তি করদায়িককে "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য কোন আয়ের উৎস সম্পর্কে হিসাব রাখিতে হইবে না।

মূলধনী লোকসান।—আয়কর আইন, ১৯২২ এর কোথাও মূলধনী লোকসানের সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয় নাই তৎসত্ত্বেও ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহা অবশ্যই ধারা ১২-খ তে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে অনুরূপ সম্পাদিত কর্ম হইতে উদ্ভূত লোকসান হইবে যাহা মূলধনী মুনাফা সংঘটিত করায়। ইহা অবশ্যই মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত হইবে। Mitchell v. Income Tax Commissioner, West Bengal, A.I.R. 1956 Cal. 516 at 523:30 I.T.R. 701.

৩২। মূলধনী লাভ গণনা।–মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত বা প্রাপ্ত পণস্বরূপের পূর্ণ মূল্য অথবা ইহার ন্যায্য বাজার মূল্য, এ দুয়ের মধ্যে যেটি বেশী, তাহা হইতে নিম্নবর্ণিত উপপাদন বাদ দেওয়ার পরে "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন আয় গণনা করা হইবে, যথাঃ–

(ক) কেবল মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর সম্পর্কিত যে কোন খরচ; অথবা

(খ) মূলধনী সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয় এবং ইহার কোন উন্নতিসাধনের জন্য যে কোন মূলধনী খরচ তবে কোন খরচ যাহার সম্পর্কে ধারা ২৩, ২৯ এবং ৩৪ এর কোন বিধানের অধীন কোন ভাতা অনুমোদনযোগ্য তাহা বাদ হইবে না।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "মূলধনী সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয়" অর্থ–

(অ) যখন ক্রয়ের দ্বারা করদায়িক ইহা অর্জন করে, প্রকৃত অর্জন পরিব্যয়; এবং

(আ) যখন ইহা করদায়িকের সম্পত্তি হয়—

১* * * * * * * *

২ ৩* * * * * * * *

(গগ) দানপত্র, ইচ্ছাপত্র বা উইলের অধীন; অথবা

(গগগ) প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য ট্রাষ্ট সম্পর্কিত কোন হস্তান্তরের অধীন; অথবা

(ঘ) কোন কোম্পানীর অবসায়ন হেতু কোন মূলধনী সম্পত্তির বন্টন সম্পর্কে; অথবা

(ঙ) কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের পৃথকীকরণ অথবা অন্যান্য ব্যক্তি-সংঘ বা কোন ফার্মের বিলোপ সম্পর্কে কোন মূলধনী সম্পত্তির বন্টন সম্পর্কে;

মূলধনী সম্পত্তির পূর্বতন মালিকের প্রকৃত অর্জন পরিব্যয় যাহা পূর্বতন মালিকের অবচয় ভাতার অঙ্ক, যদি থাকে, দ্বারা হ্রাস করা হইবে; যখন পূর্বতন মালিকের প্রকৃত অর্জন পরিব্যয় নিরূপণ করা যাইবে না, যে দিবসে মূলধনী সম্পত্তি পূর্বতন মালিকের সম্পত্তি হইয়াছিল উক্ত দিবসের ন্যায্য বাজার মূল্যঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যখন মূলধনী সম্পত্তি কোন সম্পত্তি হয় যাহার সম্পর্কে করদায়িক কোন বৎসরে অবচয় ভাতা লাভ করে, করদায়িকের মূলধনী সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয় ধারা ১৯ (১৬) বা (১৭) বা ধারা ২৭ (১) (ঞ) বা ধারা ২৯ (১) (ঔ) এর অধীন কোন সমন্বয়ের দ্বারা বর্ধিত বা, ক্ষেত্রমত, হ্রাসকৃত ইহার অবচিত মূল্য হইবেঃ

৪* * * * * * * *

৫"আরও শর্ত থাকে যে, যখন পরস্পরাক্রমে, বংশানুক্রমে বা উত্তরাধিকারসূত্রে মূলধনী সম্পত্তি করদায়িকের সম্পত্তিতে পরিণত হয়, করদায়িক অনুরূপ সম্পত্তির মালিক হওয়ার সময়ে সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্য করদায়িকের মূলধনী সম্পত্তির প্রকৃত অর্জন পরিব্যয় হইবে।";

(৩) যখন উপ-কর কমিশনারের মতে করদায়িকের দ্বারা হস্তান্তরিত কোন মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তরের দিবসের ন্যায্য বাজার মূল্য করদায়িকের দ্বারা ঘোষিত পণস্বরূপের পূর্ণ মূল্যকে অনুরূপভাবে ঘোষিত মূল্যের অন্যূন শতকরা ১৫ ভাগ অতিক্রম করে, মূলধনী সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্য পরিদর্শী যুগ্ম কমিশনারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত হইবে।

(৪) যখন উপ-কর কমিশনারের মতে করদায়িকের দ্বারা হস্তান্তরিত কোন মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তরের দিবসের ন্যায্য বাজার মূল্য ইহার ঘোষিত মূল্যকে অনুরূপ ঘোষিত মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগেরও বেশী অতিক্রম করে, যেরূপ নির্দেশিত হইতে পারে অনুরূপ পদ্ধতিতে সরকার উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারায় বা ধারা ৩১-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যখন কোন মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মূলধনী মুনাফা যাহা, যে দিবসে হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছিল উক্ত দিবসের অব্যবহিত পূর্বে করদায়িকের দ্বারা তাহার ব্যবসা বা পেশার

উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং করদায়িক, উক্ত দিবসের পূর্বে বা পরে এক বৎসর সময়ের মধ্যে, তাহার ব্যবসা বা পেশার একই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন নূতন মূলধনী সম্পত্তি ক্রয় করে, তখন, যে আয় বৎসরে হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছিল উক্ত আয় বৎসরের আয় হিসেবে মূলধনী মুনাফাকে কর ধার্য করিবার পরিবর্তে, ইহা, যদি করদায়িক কর নির্ধারণের পূর্বে লিখিতভাবে অনুরূপ পছন্দ করে, এই উপ-ধারার নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী বন্টন করা হইবে, অর্থাৎ —

(ক) যদি নূতন সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয়ের চাইতে মূলধনী মুনাফার অঙ্ক অধিক হয়,—

(অ) মূলধনী মুনাফা এবং নূতন সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয়ের অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য আয় বৎসরের আয় হিসেবে ধারা ৩১ এর অধীন ধার্য হইবে, এবং

(আ) নূতন সম্পত্তি সম্পর্কে Third Schedule এর অধীন কোন ভাতা বা ইহার হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মূলধনী মুনাফার অঙ্ক গণনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অর্জন পরিব্যয় বা, ক্ষেত্রমত, অবচিত মূল্য শূন্য হইবে, অথবা

(খ) যদি নূতন সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয়ের চাইতে মূলধনী মুনাফার অঙ্ক কম বা সমান হয়,-

(অ) মূলধনী মুনাফা ধারা ৩১ এর অধীন ধার্য হইবে না, এবং

(আ) নূতন সম্পত্তি সম্পর্কে Third Schedule এর অধীন কোন ভাতা বা ধারা ১৯ (১৬) এর অধীন কোন আয় বা ইহার হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মূলধনী মুনাফার অঙ্ক গণনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অর্জন পরিব্যয় বা, ক্ষেত্রমত, অবচিত মূল্য মূলধনী মুনাফার অঙ্ক দ্বারা হ্রাস করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যখন যন্ত্রপাতি বা কলকব্জা লইয়া গঠিত কোন নূতন মূলধনী সম্পত্তির ক্রয় সম্পর্কে, করদায়িক উপ-কর কমিশনারকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করেন যে, যথেষ্ট কারণবশতঃ এই উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ইহা ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই, উপ-কর কমিশনার,পরিদর্শী যুগ্ম কমিশনারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, উক্ত সময় ততদিন বৃদ্ধি করিবেন যতদিন তিনি যুক্তিসংগত মনে করিবেন।

(৬) এই ধারায় বা ধারা ৩১-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যখন দালান বা তৎসংলগ্ন ভূমি লইয়া গঠিত কোন মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মূলধনী মুনাফা যাহার আয় "গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয়" খাতের অধীন আরোপযোগ্য হয়, যাহা যে দিবসে হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছিল উক্ত দিবসের অব্যবহিত পূর্বে দুই বৎসরের মধ্যে বসবাসের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং করদায়িক উক্ত দিবসের পূর্বে বা পরে এক বৎসর সময়ের মধ্যে, বসবাসের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন গৃহ-সম্পত্তি ক্রয় করে, অথবা উক্ত দিবসের পরে দুই বৎসর সময়ের মধ্যে, বসবাসের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে

কোন গৃহ-সম্পত্তি নির্মাণ করে, তখন, যে আয় বৎসরে হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছিল উক্ত আয় বৎসরের আয় হিসেবে মূলধনী মুনাফাকে কর ধার্য করিবার পরিবর্তে, ইহা , যদি করদায়িক কর নির্ধারণের পূর্বে লিখিতভাবে অনুরূপ পছন্দ করে, এই উপ-ধারার নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী অনুয়ায়ী বন্টন করা হইবে, অর্থাৎ-

(ক) যদি নূতন সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয়ের চাইতে মূলধনী মুনাফার অঙ্ক অধিক হয়,-

(অ) মূলধনী মুনাফা এবং নূতন সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয়ের অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য [৬]"আয় বৎসর" এর আয় হিসেবে ধারা ৩১ এর অধীন ধার্য হইবে, এবং

(আ) নূতন সম্পত্তি সম্পর্কে ইহার হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মূলধনী মুনাফা গণনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অর্জন পরিব্যয় শূন্য হইবে; অথবা

(খ) যদি নূতন সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয়ের চাইতে মূলধনী মুনাফার অঙ্ক কম বা সমান হয়,-

(অ) মূলধনী মুনাফা ধারা ৩১ এর অধীন ধার্য হইবে না, এবং

(আ) নূতন সম্পত্তি সম্পর্কে ইহার হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মূলধনী মুনাফা গণনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অর্জন পরিব্যয় মূলধনী মুনাফার অঙ্ক দ্বারা হ্রাস করা হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যখন বসবাসের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দালান লইয়া গঠিত কোন মূলধনী সম্পত্তির ক্রয় বা নির্মাণ সম্পর্কে, করদায়িক উপ-কর কমিশনারকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করেন যে, যথেষ্ট কারণবশতঃ এই উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ইহা ক্রয় বা নির্মাণ করা সম্ভব হয় **নাই**, উপ-কর কমিশনার, পরিদর্শী যুগ্ম কমিশনারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, উক্ত সময় ততদিন বৃদ্ধি করিবেন যতদিন তিনি যুক্তিসংগত মনে করিবেন।

(৭) এই ধারায় বা ধারা ৩১-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যখন সরকারী লগ্নিপত্র এবং Sixth Schedule এর Part B এর ৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত পূরণকারী পাবলিক কোম্পানীর ষ্টক ও শেয়ার লইয়া গঠিত কোন মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে কোন মূলধনী মুনাফা উদ্ভূত হয়, তখন ধারা ৩১ এর অধীন কোন কর ধার্য হইবে না [৭]* * * * *।

(৮) এই ধারায় বা ধারা ৩১-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যখন দালান বা ভূমি লইয়া গঠিত কোন মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মূলধনী মুনাফা যাহা, যে দিবসে হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছিল উক্ত দিবসের অব্যবহিত পরে দুই বৎসর সময়ের মধ্যে, মূলধনী সম্পত্তির অর্জনে বা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে [৮]"অথবা বসবাসের জন্য ব্যবহৃত কোন নূতন দালান নির্মাণে বা কোন নূতন এপার্টমেন্ট ক্রয়ে" [৯]", অথবা

বাংলাদেশে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানীর নূতন শেয়ার ক্রয়ে বা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত জাতীয় বিনিয়োগ বন্ড ক্রয়ে" বিনিয়োগ করে, তখন, যে আয় বৎসরে হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছিল উক্ত আয় বৎসরের আয় হিসেবে মূলধনী মুনাফাকে ধার্য করিবার পরিবর্তে, ইহা, যদি করদায়িক কর নির্ধারণের পূর্বে লিখিতভাবে অনুরূপ পছন্দ করে, এই উপ-ধারার নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী অনুযায়ী বন্টন করা হইবে, অর্থাৎ-

(ক) যদি নূতন সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয়ের চাইতে মূলধনী মুনাফার অঙ্ক অধিক হয়,-

(অ) মূলধনী মুনাফা এবং নূতন সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয়ের অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য আয় বৎসরের আয় হিসেবে ধারা ৩১ এর অধীন ধার্য হইবে, এবং

(আ) নূতন সম্পত্তি সম্পর্কে Third Schedule এর অধীন কোন ভাতা বা ইহার হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মূলধনী মুনাফার অঙ্ক গণনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অর্জন পরিব্যয় বা, ক্ষেত্রমত, অবচিত মূল্য শূন্য হইবে, অথবা

(খ) যদি নূতন সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয়ের চাইতে মূলধনী মুনাফার অঙ্ক কম বা সমান হয়,-

(অ) মূলধনী মুনাফা ধারা ৩১ এর অধীন ধার্য হইবে না, এবং

(আ) নূতন সম্পত্তি সম্পর্কে Third Schedule এর অধীন কোন ভাতা বা ধারা ১৯ (১৬) এর অধীন কোন আয় বা ইহার হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মূলধনী মুনাফার অঙ্ক গণনার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অর্জন পরিব্যয় বা, ক্ষেত্রমত, অবচিত মূল্য মূলধনী মুনাফার অঙ্ক দ্বারা হ্রাস করা হইবে।

১০* * * * * * * *

১১" (৯) এই ধারায় বা ধারা ৩১-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যখন দালান বা ভূমি লইয়া গঠিত কোন মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত কোন মূলধনী মুনাফা যাহা, যে দিবসে হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছিল উক্ত দিবসের অব্যবহিত পরে এক বৎসর সময়ের মধ্যে, Sixth Schedule এর part B এর ৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত পূরণকারী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ষ্টক বা শেয়ার অর্জনে বিনিয়োগ করা হয় এবং ষ্টক বা শেয়ার অর্জনের দিন হইতে অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য করদায়িক ধরিয়া রাখে, মূলধনী মুনাফাকে যে বৎসরে হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছিল উক্ত বৎসরের আয় হিসেবে কর ধার্য করা যাইবে না।

(১০) এই ধারায় বা ধারা ৩১-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, যখনCompanies Act, 1913 (VII of 1913) এর অধীন নিবন্ধনভুক্ত কোন নূতন কোম্পানীতে দালান বা ভূমি লইয়া গঠিত মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে

কোন মূলধনী মুনাফা উদ্ভূত হয় এবং যদি মূলধনী উক্ত মুনাফার সম্পূর্ণ অঙ্ক উক্ত কোম্পানীর ইকুইটিতে বিনিয়োগ করা হয়, তখন মূলধনী মুনাফা যে বৎসরে হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছিল উক্ত বৎসরের আয় হিসেবে ধার্য করা যাইবে না।

(১১) এই ধারায় বা ধারা ৩১-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যখন Companies Act, 1913 (VII of 1913) এর অধীন নিবন্ধনভুক্ত কোন নূতন কোম্পানীতে কোন ফার্মের মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে কোন মূলধনী মুনাফা উদ্ভূত হয়, এবং যদি মূলধনী মুনাফার সম্পূর্ণ অঙ্ক উক্ত ফার্মের অংশীদারগণের দ্বারা উক্ত কোম্পানীর ইকুইটিতে বিনিয়োগ করা হয়, তখন মূলধনী মুনাফাকে যে বৎসরে হস্তান্তর সম্পন্ন হইয়াছিল উক্ত বৎসরের আয় হিসেবে ধার্য করা যাইবে না।";

[১২]"(১২) উপ-ধারা (৫) , (৬), (৭) , (৮) , (৯) (১০) এবং (১১) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মূলধনী সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভের অংশ সম্পর্কে কোন ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে না, যাহা অনুরূপ সম্পত্তির অর্জন পরিব্যয়ে আরোপণীয় হয় যাহার সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের Sixth Schedule এর Part B এর অনুচ্ছেদ ১ , ২, ৩, ৪ , ৫, ৬, ৮, ৯, ১০ এবং ১১ তে উল্লিখিত কোন বিনিয়োগ ভাতা কোন সময়ে অনুমোদন করা হইয়াছিল।

১৯৮৪ সনের পরে আনীত সংশোধনী।

[১]১৯৮৬ সনের XLV নং অধ্যাদেশের ১০ ধারা বলে (ক) এবং (খ) উপ-দফা বিলুপ্ত।

[২]১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইনের ৮ ধারা বলে মূল (গ) উপ-দফার পরিবর্তে (গ), (গগ) এবং (গগগ) উপ-দফা প্রতিস্থাপিত।

[৩] ১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইনের ৭ ধারা বলে (গ) উপ-দফা বিলুপ্ত।

[৪]১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইনের ৮ ধারা বলে দ্বিতীয় শর্তাংশটি বিলুপ্ত যাহা ১৯৮৬ সনের XLV নং অধ্যাদেশের ১০ ধারা বলে সংযোজিত হইয়াছিল।

[৫]১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইনের ৭ ধারা বলে নূতন শর্তাংশ সংযোজিত।

[৬]১৯৮৫ সনের XXXII নং অধ্যাদেশের ৮ ধারা বলে "পূর্ববর্তী বৎসর" শব্দাবলীর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৭]১৯৯২ সনের ২১ নং আইনের ৮ ধারা বলে "যদি বিক্রয় লব্ধ অর্থ দুই বৎসর সময়ের মধ্যে অনুরূপ লগ্নিপত্র, ষ্টক ও শেয়ার অর্জনে বিনিয়োগ করা হয়" শব্দাবলী বিলুপ্ত।

[৮] ১৯৯১ সনের ২১ নং আইনের ৭ ধারা বলে "শিল্প প্রতিষ্ঠানে" শব্দাবলীর পর "অথবা বসবাসের জন্য ব্যবহৃত কোন নূতন দালান নির্মাণে বা কোন নূতন এপার্টমেন্ট ক্রয়ে" শব্দাবলী সন্নিবেশিত।

[৯]১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইনের ৭ ধারা বলে "অথবা বসবাসের জন্য ব্যবহৃত কোন নূতন দালান নির্মাণে বা কোন নূতন এপার্টমেন্ট ক্রয়ে" শব্দাবলীর পর "অথবা বাংলাদেশে ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানীর নূতন শেয়ার ক্রয়ে বা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত জাতীয় বিনিয়োগ বণ্ড ক্রয়ে" শব্দাবলী সন্নিবেশিত।

[১০]উপরোক্ত আইন বলে উপ-ধারা (৮) এর শেষ প্রান্তে কোলনটির পরিবর্তে দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত এবং তৎপর শর্তাংশটি বিলুপ্ত।

[১১]১৯৮৫ সনের XXXII নং অধ্যাদেশের ৮ ধারা বলে নূতন (৯), (১০) এবং (১১) উপ-ধারা সংযোজিত।

[১২]১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইনের ৮ ধারা বলে নূতন (১২) উপ-ধারা সংযোজিত।

মন্তব্যঃ- সৃষ্টিধর্মী ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনশীল কর্মশীলতায় বিনিয়োগের প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে (৬) উপ-ধারা এবং (৮) উপ-ধারার "অথবা বসবাসের জন্য ব্যবহৃত কোন নূতন দালান নির্মাণে বা কোন নূতন এপার্টমেন্ট ক্রয়ে" শব্দাবলী বিলুপ্ত করিতে হইবে অথবা (৬) ও (৮) উপ-ধারার "বসবাসের" শব্দটির পূর্বে "তাহার নিজস্ব" শব্দাবলী সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

৩৩। অন্যান্য উৎস হইতে আয়।- করদায়িকের নিম্নবর্ণিত আয় "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণীবদ্ধ ও গণনা করা হইবে, যথাঃ-

(ক) লভ্যাংশ ও সুদ;

(খ) রয়্যালটি ও কারিগরি সেবার জন্য ফি;

(গ) করদায়িকের অধিকারভুক্ত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা বা আসবাবপত্র এবং তৎসহ তাহার অধিকারভুক্ত গৃহ ভাড়া হইতে আয় যদি গৃহের ভাড়া যন্ত্রপাতি; কলকব্জা বা আসবাবপত্রের ভাড়া হইতে পৃথক করা না যায়;

(ঘ) কোন আয় যাহার জন্য ধারা ১৯ (১), (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০), (১১), (১২), বা (১৩) প্রযোজ্য;

(ঙ) যে কোন প্রকারের বা যে কোন উৎস হইতে অন্য যে কোন আয় যাহা ধারা ২০-এ উল্লিখিত অন্য যে কোন খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য নহে।

৩৪। অন্যান্য উৎস হইতে আয় হইতে উপপাদন।—(১) কোন কোম্পানীর শেয়ার অর্জনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্জ অর্থ সম্পর্কে প্রদত্ত সুদের অঙ্ক।

(২) প্রাসঙ্গিক আয় উপার্জনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সম্পূর্ণরূপে সংঘটিত, করদায়িকের ব্যক্তিগত খরচ বা মূলধন প্রকৃতির খরচ নহে, এইরূপ কোন খরচ।

(৩) যখন করদায়িকের অধিকারভুক্ত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা বা আসবাবপত্র এবং তৎসহ তাহার অধিকারভুক্ত গৃহ ভাড়া হইতে আয় প্রাপ্ত হয় যদি গৃহের ভাড়া অনুরূপ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা বা আসবাবপত্রের ভাড়া হইতে পৃথক করা না যায়, "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন আয় সম্পর্কে কোন করদায়িকের ধারা ২৯(১) (ঊ), (এ), (ঐ) এবং (ঝ)-এর অধীন যেরূপ ভাতা অনুমোদনযোগ্য হয় অনুরূপ ভাতা অনুরূপ শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে অনুমোদনযোগ্য হইবে যেন অনুরূপ ভাড়া হইতে আয় ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় ছিল ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মুনাফা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ধারা ১৯(১৬) এর বিধানাবলীও প্রয়োগ হইবে যখন অনুরূপ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, আসবাবপত্র বা গৃহের বিক্রয় লব্ধ অর্থ ইহার অবচিত মূল্য অতিক্রম করে।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন,—

(ক) ধারা ৫৬ এর অধীন যাহা হইতে উৎসে কর কর্তন করা হয় নাই এবং যাহার ওপরে কর প্রদত্ত হয় নাই বাংলাদেশের বাহিরে প্রদেয় হয় এইরূপ এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপযোগ্য কোন সুদ; অথবা

(খ) যদি কর ধারা ৫০ এর অধীন তাহা হইতে কর্তন করা বা উহার ওপরে প্রদান করা না হয় "বেতন" খাতের অধীন আরোপযোগ্য হয় এইরূপ কোন প্রদত্ত অর্থ বাবদ কোন ভাতা বাদ দেওয়া হইবে না।

কোন্ কোন্ আয়ের উৎস সম্পর্কে একক ব্যক্তি করদায়িককে হিসাব রাখিতে হইবে না? বেতন, লগ্নিপত্রের ওপর সুদ, গৃহ–সম্পত্তি হইতে আয় ও মূলধনী মুনাফা খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য সকল আয় এবং অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য যে সকল আয়ের আইটেমে ব্যবসা বা কৃষির চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না, যথাঃ– লভ্যাংশ, লগ্নিপত্রের ওপর সুদ খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য সুদ ব্যতিরেকে অন্যান্য সুদ, এবং কারিগরি সেবার জন্য ফি প্রভৃতি আয়ের উৎস সম্পর্কে একক ব্যক্তি করদায়িককে হিসাব রাখিতে হইবে না।

কোন্ কোন্ আয়ের উৎস সম্পর্কে একক ব্যক্তি করদায়িককে হিসাব রাখিতে হইবে? "কৃষি আয়" এবং "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য সকল আয়ের উৎস সম্পর্কে এবং "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য যে সকল আয়ের আইটেমে ব্যবসা বা কৃষির চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তৎসম্পর্কে একক ব্যক্তি করদায়িককে হিসাব রাখিতে হইবে।

একক ব্যক্তি করদায়িকের ক্ষেত্রে হিসাব সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক কিনা? আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩৫ অনুযায়ী একক ব্যক্তি করদায়িকের ক্ষেত্রে হিসাব সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক নহে। "কৃষি আয়" এবং " ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের

অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য সকল আয়ের উৎস সম্পর্কে এবং "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য যে সকল আয়ের আইটেমে ব্যবসা বা কৃষির চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সেই সকল আয়ের উৎস সম্পর্কে একক ব্যক্তি করদায়িক হিসাব সংরক্ষণ করিবে, যদি বোর্ড সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা অনুরূপ নির্দেশ দেয়।

৩৭। লোকসান পূরণ।–যখন, কোন কর নির্ধারণী বৎসর সম্পর্কে, কোন খাতের অধীন আয় গণনার নীট ফলাফল লোকসান হয়, করদায়িক, এই অধ্যাদেশের অপর বিধানাবলী–সাপেক্ষে, অনুরূপ লোকসানের অঙ্ককে উক্ত কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য তাহার অপর কোন খাতের অধীন করধার্য আয়, যদি থাকে, দ্বারা পূরণ করিবার অধিকারী হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ফটকা ব্যবসা সম্পর্কে কোন লোকসান বা "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন কোন লোকসান এইরূপে পূরণ হইবে না, তবে, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী অনুযায়ী, ফটকা ব্যবসা সম্পর্কে কোন আয় বা "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন কোন আয় দ্বারা, পূরণ হইবে, বা পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসর বা বৎসরসমূহে পূরণের উদ্দেশ্যে জের টানা যাইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপ-কর কমিশনার, কোন লোকসান গণনায়, সরকারের নিকট হইতে ভর্তুকি হিসেবে নগদে প্রাপ্ত কোন অঙ্ক বাদ দিবেন।

আইনের বিধানের ব্যাখ্যাঃ—এই ধারা করদায়িক কর্তৃক সংঘটিত লোকসান পূরণের সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন আয়ের উৎস সম্পর্কে যদি লোকসান হয়, ইহা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে পূরণ হইতে পারে;—

(অ) একই উৎসের আয় দ্বারা। (আ) যখন একই উৎসের আয় দ্বারা লোকসান সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হয় এবং নীট ফলাফল লোকসান হয় উক্ত লোকসান একই খাতের অধীন অপর কোন উৎসের আয় দ্বারা পূরণ হইতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি একাধিক ব্যবসা পরিচালনা করে তিনি ধারা ৩৭ এর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত ধারা ২৮ এর অধীন এক ব্যবসার লোকসানের অঙ্ককে অপর ব্যবসার আয় দ্বারা পূরণ করিবার অধিকারী হইবেন। এক ব্যবসার লোকসান একই বৎসরের অপর ব্যবসার আয় দ্বারা পূরণ হইতে পারে এমনকি যদিও ব্যবসা আয় বৎসরে কিছু দিনের জন্য পরিচালিত হইয়া বন্ধ হয়। যখন কোন ব্যক্তি ব্যবসা ও পেশা উভয় পরিচালনা করে তিনি ধারা ২৮ এর অধীন ব্যবসার লোকসানকে পেশার আয় দ্বারা পূরণ করিবার অধিকারী হইবেন এবং লোকসান পূরণের পর অবশিষ্ট মুনাফার ওপর কেবল কর ধার্য হইবে। এক খাতের অধীন লোকসানের অঙ্ককে অপর খাতের অধীন আয় দ্বারা পূরণ করার ক্ষেত্রে ধারা ৩৭ কেবল প্রয়োগ হইবে। অর্থাৎ ব্যবসার লোকসান গৃহ–সম্পত্তির আয় দ্বারা পূরণ হইতে পারে,

এবং "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতের অধীন লোকসান ব্যবসার আয় দ্বারা পূরণ হইতে পারে [P. S. Varier v. C I. T. (1940) I. T. R. 628].

৩৮। ব্যবসার লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা।–যখন, কোন কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য, করদায়িকের "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন আয় গণনার নীট ফলাফল লোকসান হয়, ফটকা ব্যবসার বহন করা লোকসান নহে, এবং অনুরূপ লোকসান ধারা ৩৭ এর অধীন সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হয়; লোকসানের অংশ যাহা এইরূপে পূরণ না হয়; বা সম্পূর্ণ লোকসান যখন করদায়িকের অপর কোন খাতের অধীন আয় থাকে না বা "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন কেবল আয় থাকে, অব্যবহিত পরের কর নির্ধারণী বৎসরে জের টানা যাইবে, এবং–

(ক) ইহা যে ব্যবসা বা পেশা হইতে লোকসান মূলতঃ গণনা করা হইয়াছিল উহার আয়, যদি থাকে, দ্বারা পূরণ হইবে যদি অনুরূপ ব্যবসা বা পেশা আয় বৎসরে তাহার দ্বারা পরিচালিত হয়; এবং

(খ) যদি এইরূপে লোকসান সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে অসমর্থ হয়; এইরূপে পূরণ না হওয়া লোকসানের অঙ্ক পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং এইরূপে অনধিক ছয়টি পর পর কর নির্ধারণী বৎসর পর্যন্ত।

ব্যতিক্রম নিয়মের কারণ ও উদ্দেশ্যঃ– করদায়িকের প্রদেয় করের অঙ্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত অর্থ আইনে উল্লিখিত কর হার মূলধনী সম্পত্তি অর্জনের দুই বৎসর পর হইতে যে কোন সময় উহা হস্তান্তর করিলে যে মূলধনী মুনাফা উদ্ভূত হয় উক্ত মূলধনী মুনাফার জন্য কর হারের চাইতে অধিক বলিয়া যথোচিত রাজস্ব সুবিধা হইতে যাহাতে করদায়িক বঞ্চিত না হয় তদুদ্দেশ্যে ধারা ৩৮-এ লোকসান পূরণ সংক্রান্ত নিয়মের ব্যতিক্রম বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আইনের বিধানের ব্যাখ্যাঃ– যখন , ব্যবসার লোকসান ধারা ৩৭ এর অধীন সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হয়, লোকসানের অংশ যাহা এইরূপে পূরণ না হয়, বা সম্পূর্ণ লোকসান যখন করদায়িকের অপর কোন খাতের অধীন আয় থাকে না বা "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন কেবল আয় থাকে, অব্যবহিত পরের কর নির্ধারণী বৎসরে জের টানা যাইবে। লোকসানের জের টানিবার অধিকার নিম্নবর্ণিত শর্তের অধীনঃ–(অ) লোকসান "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন কোন উৎসে হইবে।

(আ) যে ব্যবসা বা পেশা হইতে লোকসান মূলতঃগণনা করা হইয়াছিল উহার আয় দ্বারা পূর্ববর্তী কর নির্ধারণী বৎসরের লোকসানের জের পূরণ হইবে যদি অনুরূপ ব্যবসা বা পেশা আয় বৎসরে তাহার দ্বারা পরিচালিত হয়.

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

(ই) লোকসানকারী করদায়িক কেবল লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানিবার অধিকারী হইবেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, লোকসানকারী ব্যক্তি কেবল লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানিবার অধিকারী এবং ব্যবসায় উত্তরাধিকারী ব্যবসায় পূর্বাধিকারী কর্তৃক সংঘটিত লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানিবার অধিকারী হইবেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত কোন রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অ্যাম্যাল্‌গ্যামেশন বা একীকরণ হইলে লাভজনক (অ্যাম্যাল্‌গ্যামেটেড) শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন (অ্যাম্যাল্‌গ্যামেটিং) শিল্প প্রতিষ্ঠানের অসমন্বিত লোকসানের অঙ্কের জের টানিবার অধিকারী হইবেন না।

(ঈ) লোকসানের জের অনধিক ছয়টি পর পর কর নির্ধারণী বৎসর পর্যন্ত টানা যাইবে।

৩৯। ফটকা ব্যবসার লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা।–(১) যখন, কোন কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য, করদায়িকের দ্বারা পরিচালনাধীন কোন ফটকা ব্যবসা সম্পর্কে আয় গণনার ফলাফল লোকসান হয়, ইহা কেবল তাহার দ্বারা পরিচালনাধীন এবং উক্ত কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য করধার্য অপর কোন ফটকা ব্যবসা হইতে আয়, যদি থাকে, দ্বারা পূরণ হইবে।

(২) যখন, কোন কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য, উপ–ধারা (১) এর অধীন ফটকা ব্যবসা সম্পর্কে গণনা করা কোন লোকসান সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হয়; লোকসানের অংশ যাহা এইরূপে পূরণ না হয়, বা সম্পূর্ণ লোকসান যখন করদায়িকের অপর কোন ফটকা ব্যবসা হইতে আয় থাকে না, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী–সাপেক্ষে, অব্যবহিত পরের কর নির্ধারণী বৎসরে জের টানা যাইবে, এবং–

(ক) ইহা তাহার দ্বারা পরিচালনাধীন এবং উক্ত কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য কর ধার্য কোন ফটকা ব্যবসা হইতে আয়, যদি থাকে, দ্বারা পূরণ হইবে, এবং

(খ) যদি এইরূপে লোকসান সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে অসমর্থ হয়, এইরূপে পূরণ না হওয়া লোকসানের অঙ্ক পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং এইরূপে অনধিক ছয়টি পর পর কর নির্ধারণী বৎসর পর্যন্ত।

৪০। "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা।–(১) যখন, কোন কর নির্ধারণী বৎসর সম্পর্কে, "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন কোন উৎস হইতে আয় গণনার নীট ফলাফল লোকসান হয়, ইহা কেবল উক্ত খাতের অধীন শ্রেণীবদ্ধ এবং উক্ত বৎসরের জন্য কর ধার্য অপর কোন উৎসের আয় দ্বারা পূরণ হইবে।

(২) যখন, কোন কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য, উপ–ধারা (১) এর অধীন "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন গণনা করা কোন লোকসান সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হয়, লোকসানের অংশ যাহা এইরূপে পূরণ না হয়, বা সম্পূর্ণ লোকসান যখন করদায়িকের

উক্ত খাতের অধীন শ্রেণীবদ্ধ অন্য কোন উৎস হইতে আয় থাকে না, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী–সাপেক্ষে, অব্যবহিত পরের কর নির্ধারণী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং–

(ক) ইহা করদায়িকের উক্ত খাতের অধীন এবং উক্ত বৎসরের জন্য কর ধার্য আয়, যদি থাকে, দ্বারা পূরণ হইবে, এবং

(খ) যদি এইরূপে লোকসান সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে অসমর্থ হয়, এইরূপে পূরণ না হওয়া লোকসানের অঙ্ক পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং এইরূপে অনধিক ছয়টি পর পর কর নির্ধারণী বৎসর পর্যন্ত।

(৩) যখন, কোন কর নির্ধারণী বৎসর সম্পর্কে, "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন গণনা করা লোকসান পাঁচ হাজার টাকা অতিক্রম করে না ইহার অগ্রবর্তী জের টানা যাইবে না এবং যখন ইহা পাঁচ হাজার টাকা অতিক্রম করে কেবল অনুরূপ লোকসানের অংশ জের টানা যাইবে যাহা পাঁচ হাজার টাকা অতিক্রম করে।

ব্যতিক্রম নিয়মের কারণ ও উদ্দেশ্যঃ–আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী মূলধনী সম্পত্তি অর্জনের দুই বৎসর পর হইতে যে কোন সময় উহা হস্তান্তর করিলে যে মূলধনী মুনাফা উদ্ভূত হয় উক্ত মূলধনী মুনাফার কর হার করদায়িকের প্রদেয় করের অঙ্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত অর্থ আইনে উল্লিখিত কর হারের চাইতে নিম্ন বলিয়া অধিক রাজস্ব ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে ধারা ৪০-এ লোকসান পূরণ সংক্রান্ত নিয়মের ব্যতিক্রম বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

৪১। "কৃষি আয়" খাতের অধীন লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা।–যখন, কোন কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য, করদায়িকের "কৃষি আয়" খাতের অধীন আয় গণনার নীট ফলাফল লোকসান হয়, এবং অনুরূপ লোকসান ধারা ৩৭ এর অধীন সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হয়, লোকসানের অংশ যাহা এইরূপে পূরণ না হয়, বা সম্পূর্ণ লোকসান যখন করদায়িকের অপর কোন খাতের অধীন আয় থাকে না বা "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন কেবল আয় থাকে, অব্যবহিত পরের কর নির্ধারণী বৎসরে জের টানা যাইবে, এবং–

(ক) ইহা উক্ত কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য করদায়িকের কর ধার্য কৃষি আয়, যদি থাকে, দ্বারা পূরণ হইবে; এবং

(খ) যদি এইরূপে লোকসান সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে অসমর্থ হয়, এইরূপে পূরণ না হওয়া লোকসানের অঙ্ক পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং এইরূপে অনধিক ছয়টি পর পর কর নির্ধারণী বৎসর পর্যন্ত।

ব্যতিক্রম নিয়মের কারণ ও উদ্দেশ্যঃ– করদায়িকের প্রদেয় করের অঙ্ক নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত অর্থ আইনে

উল্লিখিত কর হার মূলধনী সম্পত্তি অর্জনের দুই বৎসর পর হইতে যে কোন সময় উহা হস্তান্তর করিলে যে মূলধনী মুনাফা উদ্ভূত হয় উক্ত মূলধনী মুনাফার জন্য কর হারের চাইতে অধিক বলিয়া যথোচিত রাজস্ব সুবিধা হইতে যাহাতে করদায়িক বঞ্চিত না হয় তদুদ্দেশ্যে ধারা ৪১–এ লোকসান পূরণ সংক্রান্ত নিয়মের ব্যতিক্রম বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

৪২। লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানার শর্ত ও সীমাবদ্ধতা, ইত্যাদি।–(১) ধারা ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ এবং ৪১ এর বিধানাবলী এই ধারায় বর্ণিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে বলবৎ হইবে।

(২) যখন করদায়িক নিবন্ধিত ফার্ম হয়–

(ক) কোন আয়ের খাতের অধীন কোন লোকসান যাহা ফার্মের অপর কোন খাতের অধীন আয় দ্বারা পূরণ করিতে অসমর্থ হয় ফার্মের অংশীদারগণের মধ্যে যথোচিত বন্টন হইবে এবং কেবল তাহারা উক্ত অঙ্কের অগ্রবর্তী জের টানিবার এবং পূরণ করিবার অধিকারী হইবেন; এবং

(খ) কোন লোকসান যাহা দফা (ক) এর অধীন অংশীদারগণের মধ্যে যথোচিত বন্টন হইয়াছে উহার অগ্রবর্তী জের টানা ও পূরণ করা যাইবে না।

(৩) অনিবন্ধিত ফার্মের ক্ষেত্রে,–

(ক) যখন করদায়িক ফার্ম হয়, ইহার দ্বারা বহন করা কোন আয়ের খাতের অধীন কোন লোকসান কেবল ফার্মের অপর কোন খাতের অধীন আয় দ্বারা ধারা ৩৭ এর অধীন পূরণ হইবে এবং ফার্মের কোন অংশীদারের আয় দ্বারা নহে, এবং

(খ) যখন করদায়িক ফার্মের অংশীদার হন, তিনি ফার্মের দ্বারা বহন করা কোন লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানিবার এবং তাহার নিজস্ব আয় দ্বারা পূরণ করিবার অধিকারী হইবেন না।

(৪) যখন কোন ব্যক্তি পরিচালনাধীন কোন ব্যবসা বা পেশায় বংশানুক্রম ব্যতীত ভিন্নরূপে অপর ব্যক্তির দ্বারা অনুরূপ ক্ষমতায় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় লোকসানকারী ব্যক্তি ব্যতীত অপর ব্যক্তি অনুরূপ ব্যবসা বা পেশার লোকসানকে অপর কোন খাতের অধীন তাহার আয় দ্বারা পূরণ করিবার অধিকারী হইবেন না।

(৫) ফার্মের ক্ষেত্রে যাহার সংবিধানে পরিবর্তন ঘটিয়াছে–

(ক) ফার্ম লোকসানের অংশে মৃত বা অবসর প্রাপ্ত অংশীদারের সমানুপাতিক অংশ পূরণ করিবার অধিকারী হইবে না যাহা ফার্মের আয় বৎসরে তাহার মুনাফার অংশ, যদি থাকে, তাহা অতিক্রম করে, এবং

(খ) ফার্মের অংশীদার উক্ত লোকসানের কোন অংশের সুবিধা ভোগের অধিকারী হইবেন না যাহা তাহাকে যথোচিত বন্টনযোগ্য নহে।

(৬) যখন কোন বৎসরের জন্য কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে, উক্ত বৎসরের জন্য আরোপযোগ্য মুনাফা বা লাভ না থাকার জন্য অথবা অনুরূপ মুনাফা বা লাভ ভাতার চাইতে কম হওয়ার জন্য ধারা ২৯ (১) (ঋ) তে উল্লিখিত ভাতার পূর্ণ প্রয়োগ দিতে অসমর্থ হয় তখন, উপ-ধারা (৭) এর বিধানাবলী-সাপেক্ষে, ভাতা বা, ক্ষেত্রমত, ভাতার অংশ যাহার প্রয়োগ দেওয়া যায় না, পরবর্তী বৎসরের জন্য অবচয় ভাতার অঙ্কের সহিত যোগ করা হইবে এবং উক্ত ভাতার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে বা উক্ত বৎসরের জন্য অনুরূপ ভাতা যদি না থাকে, উক্ত বৎসরের জন্য ভাতা বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপে ক্রমানুসারে পরবর্তী বৎসরসমূহের জন্য।

(৭) যখন, উপ-ধারা (৬) এর অধীন, অবচয় ভাতারও অগ্রবর্তী জের টানা হয়, ধারা ৩৮ এবং ৩৯ (২) এর বিধানাবলীর প্রয়োগ প্রথমে দেওয়া হইবে।

আইনের বিধানের কারণ ও উদ্দেশ্যঃ-লোকসানের অগ্রবর্তী জের অনধিক ছয়টি পর পর কর নির্ধারণী বৎসর পর্যন্ত টানা যাইবে, কিন্তু অবচয়ের অগ্রবর্তী জের অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য টানা যাইবে যেহেতু কোন ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের দ্বারা অবচয় এড়ানো যায় না, কিন্তু লোকসান এড়ানো যায়।

ঝুঁকিপূর্ণ কর্মশীলতায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের আয়কর আইনে কর লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা সংক্রান্ত বিধানাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যখন, কোন কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য, "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" বা "কৃষি আয়" বা "মূলধনী মুনাফা" খাতের অধীন আয় গণনার নীট ফলাফল লোকসান হয় এবং অনুরূপ লোকসান, আয়কর আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে, সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হয়, লোকসানের যে অংশ সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হয় অনুরূপ অংশ সমন্বয় বা পূরণের জন্য করদায়িক অব্যবহিত পরের কর নির্ধারণী বৎসরে জের টানিবার অধিকারী হইবেন। "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন আয়ের উৎসসমূহ আবর্তক বৈশিষ্ট্যের এবং তাহাতে অনিশ্চিয়তার উপাদান কম থাকে। এইজন্য যে ব্যবসা বা পেশা হইতে লোকসান মূলতঃ গণনা করা হইয়াছিল করদায়িক কেবল উহার আয়, যদি থাকে, দ্বারা লোকসান পূরণের জন্য লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানিবার অধিকারী হইবেন। "মূলধনী মুনাফা" অভাবনীয় বৈশিষ্ট্যের এবং "কৃষি আয়" খাতের অধীন আয়ের উৎসসমূহে অনিশ্চিয়তার উপাদান বেশী থাকে। এইজন্য কোন কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য "মূলধনী মুনাফা" বা "কৃষি আয়" খাতের অধীন লোকসানের যে অংশ সম্পূর্ণরূপে পূরণ না হয় অনুরূপ অংশকে করদায়িক একই খাতের অধীন যে কোন উৎসের সমন্বিত গ্রস আয় বা, ক্ষেত্রমত, গ্রস আয় দ্বারা পূরণের জন্য অব্যবহিত পরের কর নির্ধারণী বৎসরে লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানিবার অধিকারী হইবেন। কোন কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য, "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন কোন উৎসের সমন্বিত গ্রস আয় বা,

ক্ষেত্রমত, গ্রস আয় হইতে উক্ত উৎসের অসমন্বিত লোকসানের জেরকে সমন্বয় বা পূরণ করিয়া উক্ত উৎসের আয় গণনার ফলাফল নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর ফটকা ব্যবসা ব্যতীত, "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের নীট ফলাফল নির্ণয় করিতে হইবে। করদায়িক কর্তৃক পরিচালনাধীন ফটকা ব্যবসাকে অপর যে কোন ব্যবসা হইতে স্বতন্ত্র ও পৃথক হিসেবে গণ্য করিতে হইবে। "বেতন" ও "লগ্নিপত্রের ওপর সুদ" খাতের অধীন কোন লোকসান হয় না। ভাড়া দেওয়া গৃহ-সম্পত্তি ঝুঁকিপূর্ণ পোর্টফোলিও নহে। এইজন্য ভাড়া দেওয়া গৃহ-সম্পত্তির অসমম্বিত লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা সংক্রান্ত কোন বিধান আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। কোন কর নির্ধারণী বৎসর সম্পর্কে "লগ্নিপত্রের ওপর সুদ" বা "গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয়" বা "অন্যান্য উৎস হইতে আয়" খাতের অধীন আয় গণনার নীট ফলাফল হইতেছে উক্ত খাতের অধীন আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের সমন্বিত গ্রস আয় বা, ক্ষেত্রমত, গ্রস আয়ের সমষ্টি।

লোকসান পূরণ ও লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধানাবলীর সহিত ভারতের আয়কর আইন, ১৯৬১ এবং পাকিস্তানের আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর বিধানাবলীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, কৃষি আয়কর যেহেতু প্রাদেশিক বিষয় সেই হেতু আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৪১ এর অনুরূপ কোন ধারা ভারতের আয়কর আইন, ১৯৬১ এবং পাকিস্তানের আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ তে পরিলক্ষিত হয় না। উল্লেখ্য, ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২ যখন প্রবর্তিত হইয়াছিল তখন উক্ত আইনে লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা সংক্রান্ত কোন বিধান সন্নিবেশিত ছিল না। ১৯৩৯ সনে ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২ এর ধারা ২৪ (২) প্রতিস্থাপন করিয়া লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল।

আইনের বিধানের ব্যাখ্যাঃ— যখন, কোন কর নির্ধারণী বৎসর সম্পর্কে, কোন অনিবন্ধিত ফার্ম নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়, উহার অসমন্বিত লোকসানের জের সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী বৎসর সম্পর্কে উহার আয় বা উহার অংশীদারগণের আয় দ্বারা পূরণ হইবে না। কারণ, নিবন্ধিত ফার্মের ক্ষেত্রে কোন কর নির্ধারণী বৎসর সম্পর্কে কোন আয়ের খাতের অধীন কোন লোকসান যাহা ফার্ম উহার অপর কোন খাতের অধীন আয় দ্বারা পূরণ করিতে অসমর্থ হয় উহা উক্ত কর নির্ধারণী বৎসরে ফার্মের অংশীদারগণের মধ্যে যথোচিত বন্টন হইবে এবং কেবল তাহারা অব্যবহিত পরের কর নির্ধারণী বৎসরে উক্ত অসমম্বিত লোকসানের অঙ্কের অগ্রবর্তী জের টানিবার এবং পূরণ করিবার অধিকারী হইবেন এবং ফার্ম অংশীদারগণের মধ্যে বন্টিত লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানিবার এবং পূরণ করিবার অধিকারী হইবেন না অর্থাৎ কোন কর নির্ধারণী বৎসর সম্পর্কে নিবন্ধিত ফার্মের আয় দ্বারা উক্ত কর নির্ধারণী বৎসরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কর নির্ধারণী বৎসরের অসমম্বিত লোকসান সমন্বয় বা পূরণ করিবার জন্য লোকসানের অগ্রবর্তী জের টানা যাইবে না।

অনিবন্ধিত ফার্মের ক্ষেত্রে লোকসানের জের অনধিক ছয়টি পর পর কর নির্ধারণী বৎসর পর্যন্ত টানা যাইবে। পর পর ছয়টি কর নির্ধারণী বৎসরের মধ্যে যদি কোন কর নির্ধারণী বৎসরে অনিবন্ধিত ফার্ম নিবন্ধন লাভ করে তৎসত্ত্বেও লোকসানের জের ছয়টি কর নির্ধারণী বৎসরের অধিক টানা যাইবে না।

এতদসংক্রান্ত পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের একটি ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট ১৯৮৯ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী C. I. T. v Sunil Theatre মামলায় সিদ্ধান্ত লইয়াছিল যে, যদি কোন অনিবন্ধিত ফার্ম পরবর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহে নিবন্ধিত ফার্মে পরিণত হয়, ইহার নিবন্ধন সত্ত্বেও পরবর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহে অনিবন্ধিত ফার্ম দ্বারা সংঘটিত লোকসানের জের টানিতে পারিবে এবং পূরণ করিতে পারিবে।

৪৩। মোট আয় গণনা।–(১) কর ধার্যের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, করদায়িকের মোট আয় এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী গণনা করা হইবে।

(২) করদায়িকের মোট আয় গণনায়, Sixth Schedule এর Part B তে উল্লিখিত কোন অব্যাহতি বা ভাতা এবং ধারা ১৯ এর অধীন করদায়িকের আয় বলিয়া গণ্য কোন আয়, তাহাতে বর্ণিত সীমাবদ্ধতা, শর্ত ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) যখন করদায়িক ফার্মের অংশীদার হয়, তখন, ফার্মের মুনাফা বা লোকসান যাহা হউক না কেন, তাহার শেয়ার (নীট মুনাফা বা নীট লোকসান যাহা হউক না কেন) হিসেবে গ্রহণ করা হইবে ফার্মের মুনাফা বা লোকসানে তাহার যথানুপাত অংশ যাহা আয় বৎসর সম্পর্কে ফার্ম কর্তৃক তাহাকে প্রদেয় কোন বেতন, সুদ, কমিশন বা অন্যান্য পারিশ্রমিক দ্বারা যথাক্রমে বর্দ্ধিত বা হ্রাসকৃত হইবে আয় বৎসর সম্পর্কে কোন অংশীদারকে প্রদেয় কোন বেতন, সুদ, কমিশন বা অন্যান্য পারিশ্রমিক বাদ দেওয়ার পরে এবং আরও, নিবন্ধিত ফার্মের ক্ষেত্রে, ইহার দ্বারা প্রদেয় কর; এবং অনুরূপ শেয়ার তাহার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপে গণনা করা তাহার শেয়ারে লোকসান হয়, অনুরূপ লোকসান ধারা ৪২ এর বিধানাবলী অনুযায়ী পূরণ করিতে পারিবে অথবা অগ্রবর্তী জের টানিতে পারিবে এবং পূরণ করিতে পারিবে।

(৪) কর নির্ধারণের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন একক ব্যক্তির মোট আয় গণনায়, মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইবে–

অনিবন্ধিত ফার্মের ক্ষেত্রে লোকসানের জের অনধিক ছয়টি পর পর কর নির্ধারণী বৎসর পর্যন্ত টানা যাইবে। পর পর ছয়টি কর নির্ধারণী বৎসরের মধ্যে যদি কোন কর নির্ধারণী বৎসরে অনিবন্ধিত ফার্ম নিবন্ধন লাভ করে তৎসত্ত্বেও লোকসানের জের ছয়টি কর নির্ধারণী বৎসরের অধিক টানা যাইবে না।

এতদসংক্রান্ত পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের একটি ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত রহিয়াছে। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট ১৯৮৯ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী C. I. T. v Sunil Theatre মামলায় সিদ্ধান্ত লইয়াছিল যে, যদি কোন অনিবন্ধিত ফার্ম পরবর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহে নিবন্ধিত ফার্মে পরিণত হয়, ইহার নিবন্ধন সত্ত্বেও পরবর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহে অনিবন্ধিত ফার্ম দ্বারা সংঘটিত লোকসানের জের টানিতে পারিবে এবং পূরণ করিতে পারিবে।

৪৩। মোট আয় গণনা।–(১) কর ধার্যের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, করদায়িকের মোট আয় এই অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী গণনা করা হইবে।

(২) করদায়িকের মোট আয় গণনায়, Sixth Schedule এর Part B তে উল্লিখিত কোন অব্যাহতি বা ভাতা এবং ধারা ১৯ এর অধীন করদায়িকের আয় বলিয়া গণ্য কোন আয়, তাহাতে বর্ণিত সীমাবদ্ধতা, শর্ত ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) যখন করদায়িক ফার্মের অংশীদার হয়, তখন, ফার্মের মুনাফা বা লোকসান যাহা হউক না কেন, তাহার শেয়ার (নীট মুনাফা বা নীট লোকসান যাহা হউক না কেন) হিসেবে গ্রহণ করা হইবে ফার্মের মুনাফা বা লোকসানে তাহার যথানুপাত অংশ যাহা আয় বৎসর সম্পর্কে ফার্ম কর্তৃক তাহাকে প্রদেয় কোন বেতন, সুদ, কমিশন বা অন্যান্য পারিশ্রমিক দ্বারা যথাক্রমে বর্দ্ধিত বা হ্রাসকৃত হইবে আয় বৎসর সম্পর্কে কোন অংশীদারকে প্রদেয় কোন বেতন, সুদ, কমিশন বা অন্যান্য পারিশ্রমিক বাদ দেওয়ার পরে এবং আরও, নিবন্ধিত ফার্মের ক্ষেত্রে, ইহার দ্বারা প্রদেয় কর; এবং অনুরূপ শেয়ার তাহার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপে গণনা করা তাহার শেয়ারে লোকসান হয়, অনুরূপ লোকসান ধারা ৪২ এর বিধানাবলী অনুযায়ী পূরণ করিতে পারিবে অথবা অগ্রবর্তী জের টানিতে পারিবে এবং পূরণ করিতে পারিবে।

(৪) কর নির্ধারণের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন একক ব্যক্তির মোট আয় গণনায়, মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইবে–

(ক) উক্ত একক ব্যক্তির স্ত্রী। স্বামী বা নাবালক সন্তানের আয়ের অংশ যাহা উদ্ভূত হয়, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে,-

(অ) ফার্মে স্ত্রী। স্বামীর সদস্যপদ হইতে যাহাতে উক্ত একক ব্যক্তি অংশীদার;

(আ) ফার্মে নাবালক সন্তানের সুবিধাভোগী অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্তি হইতে যাহাতে উক্ত একক ব্যক্তি অংশীদার;

(ই) পৃথকভাবে বসবাস সংক্রান্ত চুক্তি বা [২]"উপযুক্ত প্রতিদান বা দান রূপে ব্যতীত ভিন্নরূপে" স্ত্রী। স্বামীকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে; অথবা

(ঈ) [২]"উপযুক্ত প্রতিদান বা দান রূপে ব্যতীত ভিন্নরূপে" অনুরূপ একক ব্যক্তির দ্বারা, বিবাহিত কন্যা নহে, নাবালক সন্তানকে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে; এবং

(খ) কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ যাহা [৩]" উপযুক্ত প্রতিদান বা দান রূপে ব্যতীত ভিন্নরূপে" স্ত্রী/ স্বামী বা নাবালক সন্তান বা উভয়ের উপকারের জন্য অনুরূপ একক ব্যক্তির দ্বারা অনুরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংঘকে সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত হয়।

(৫) প্রত্যাহারযোগ্য হউক বা না হউক সম্পত্তি নিস্পত্তিকরণ বা বন্দোবস্তকরণের কারণে কোন ব্যক্তির উদ্ভূত সকল আয় সম্পত্তি নিস্পত্তিকারী বা বন্দোবস্তকারীর থাকিলে নিস্পত্তিকারী বা বন্দোবস্তকারীর আয় বলিয়া গণ্য হইবে, এবং সম্পত্তির প্রত্যাহারযোগ্য হস্তান্তরের কারণে কোন ব্যক্তির উদ্ভূত সকল আয় হস্তান্তরকারীর আয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ ব্যক্তির মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

[৪]* * * * * * * *

(৬) উপ-ধারা (৫) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) নিস্পত্তিকরণ, বন্দোবস্তকরণ বা হস্তান্তর প্রত্যাহারযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে যদি ইহা নিস্পত্তিকারী, বন্দোবস্তকারী বা হস্তান্তরকারীর আয় বা সম্পত্তির প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে পুনঃহস্তান্তর সংক্রান্ত কোন বিধান অন্তর্ভুক্ত করে অথবা যে কোনভাবে নিস্পত্তিকারী, বন্দোবস্তকারী বা হস্তান্তরকারীকে আয় বা সম্পত্তি পুনরায় গ্রহণ করার অধিকার দেয়;

(খ) "নিস্পত্তিকরণ বা বন্দোবস্তকরণ" অভিব্যক্তি বলিতে যে কোন বন্দোবস্তকরণ, ট্রাস্ট, সংবিদা, চুক্তি বা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং কোন নিস্পত্তিকরণ বা বন্দোবস্তকরণের ক্ষেত্রে, "নিস্পত্তিকারী বা বন্দোবস্তকারী" অভিব্যক্তি বলিতে যে কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার দ্বারা নিস্পত্তিকরণ বা বন্দোবস্তকরণ সম্পন্ন হইয়াছিল।

১৯৮৪ সনের পরে আনীত সংশোধনী।

[১]১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইনের ৮ ধারা বলে "বা দান রূপে" শব্দাবলী পুনরায় সংযোজিত যাহা ১৯৮৫ সনের XXXII নং অধ্যাদেশের ৮ ধারা বলে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

[২]১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইনের ৮ ধারা বলে "বা দান রূপে" শব্দাবলী পুনরায় সংযোজিত যাহা ১৯৮৫ সনের XXXII নং অধ্যাদেশের ৮ ধারা বলে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

[৩]১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইনের ৮ ধারা বলে " বা দান রূপে' শব্দাবলী পুনরায় সংযোজিত যাহা ১৯৮৫ সনের XXXII নং অধ্যাদেশের ৮ ধারা বলে বিলুপ্ত হইয়াছিল।

[৪]১৯৮৮ সনের ৩৩ নং আইনের ৮ ধারা বলে উপ-ধারা (৫) এর শেষ প্রান্তে কোলনটির পরিবর্তে দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত এবং তৎপর শর্তাংশটি বিলুপ্ত।

স্বামী যে অংশীদারী ফার্মের অংশীদার স্ত্রী যদি উক্ত ফার্মের অংশীদার হয়, ফার্ম হইতে স্ত্রীর শেয়ার আয় স্বামীর মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইবে-স্ত্রীর নামে বেনামী বিনিয়োগের মাধ্যমে করদায়িক যাহাতে কর ফাঁকি দিতে না পারে তদ্দুদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সনে উপরোক্ত বিধান ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২-এ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। ফার্ম হইতে স্ত্রীর শেয়ার আয় স্বামীর মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত করিবার সময়ে ফার্মে স্ত্রীর বিনিয়োগকৃত মূলধনের উৎস বা ফার্মে স্ত্রীর অধিকার অর্জনের রীতি ও ধরন বিবেচনা করা হয় না। স্বামী যে ফার্মের অংশীদার স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে উক্ত ফার্মের অংশীদার হইলেও কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্ত্রী পৃথক অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হয় না। ফলে স্বামী যে ফার্মের অংশীদার স্ত্রী উক্ত ফার্মে তাহার বিনিয়োগযোগ্য মূলধনকে বিনিয়োগ করিতে নিরুৎসাহিত হইতে পারে। পাকিস্তানে বলবৎ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ তে অনুরূপ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। যদিও ভারতের সুপ্রীম কোর্ট Balaji Vs. I.T.O. (1961) 43 ITR 393 মামলায় রাজস্বের অনুকূলে রায় দিয়েছিল তৎসত্ত্বেও ভারতের লোকসভা Direct Tax Laws (Amendment) Act, 1987 এর দ্বারা ১.৪.৮৯ ইং তারিখ হইতে কার্যকারিতা দিয়ে ভারতে বলবৎ আয়কর আইন, ১৯৬১ হইতে অনুরূপ বিধানকে রহিত করিয়াছে।

আয় বলিতে লোকসানকেও বুঝায়। সুতরাং কোন একক ব্যক্তি করদায়িক যে ফার্মের অংশীদার উক্ত ফার্মে যদি তাহার স্ত্রী বা নাবালক সন্তান অংশীদার হয় এবং ফার্ম হইতে তাহার স্ত্রী বা নাবালক সন্তানের অংশ লোকসান হয়; কর নির্ধারণের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে স্ত্রী বা নাবালক সন্তানের লোকসানের অংশ একক ব্যক্তি করদায়িকের মোট

আয়ে অন্তর্ভুক্ত হইবে।— C.I.T Vs. J.H. Gotla (1985) 48 CTR (SC) 363 : (1985) Supp. 2 SCR 711 এবং C. I.T Vs. P. Chetty (1990) CTR VOL. 86 Page 192.

Addepally v CIT 79 ITR 306, 315; CIT v Kesarimal 81 ITR 693; Chimanlal v CIT 98 ITR 306, 310; Jeewanram v CIT 64 ITR 483, 487-9; Krishna v CIT 69 ITR 135; Rameshwarlal v CIT 126 ITR 209; CIT v Syed Mohammed 149 ITR 441 এবং Jagadhri v CIT 166 ITR 143 মামলায় সিদ্ধান্ত লইয়াছিল যে, নাবালক অংশীদারীত্বে তাহার অংশ পর্যন্ত লোকসান বহন করিবে।

Tulsidas Kilachand v. Commissioner of Income-tax [(1961) 421 I.T.R. 1,6 : (1961) 3 S.C.R. 351 মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ভারতীয় আয়কর আইন, ১৯২২ এর ধারা ১৬(৩) (খ) এর "উপযুক্ত প্রতিদান" শব্দাবলী ব্যাখ্যা করিয়াছিল, বিচারপতি হেদায়েতুল্লা, যিনি কোর্টের পক্ষে কথা বলিয়াছিলেন, এইভাবে অবলোকন করিয়াছিলেন ঃ

"'উপযুক্ত প্রতিদান' শব্দাবলী কেবল ভালোবাসা ও স্নেহ ব্যতীত প্রতিদান বুঝায় যাহা, একজন স্ত্রীর ক্ষেত্রে; (সত্য বলিয়া) ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। যখন আইন দৃঢ়তাসহকারে বলে যে, তথায় 'উপযুক্ত প্রতিদান' হইবে এবং 'ভালো প্রতিদান' নয়, ইহা কেবল ভালোবাসা ও স্নেহ বাদ দেয়। তাহারা কোন চুক্তি পরিপালন করার ভালো প্রতিদান হইতে পারে; তৎসত্ত্বেও কর এড়ানোর উপযুক্ত প্রতিদান সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। অন্য অর্থ সম্পর্কে দৃঢ়তাসহকারে বলা সত্যিই বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রতিদান অবশ্যই কেবল প্রত্যাশা করিতে হইবে, যখন ভালোবাসা ও স্নেহ লুপ্ত হয়।"

H. N. Patwardhan vs C.I.T (1970) 76 I.T.R 279 (Bom) মামলায় বোম্বে হাইকোর্ট স্থির করিয়াছিল যে, উপযুক্ত প্রতিদান ব্যতিরেকে স্ত্রী বা নাবালক সন্তানকে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে, উক্ত সম্পত্তি হইতে আয়ের কেবল ততখানি অন্তর্ভুক্ত হইবে যতখানি অনুপযুক্ত প্রতিদান বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

অব্যাহতি এবং ভাতা

৪৪। অব্যাহতি।- (১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, Sixth Schedule এর Part A তে বর্ণিত সীমাবদ্ধতা, শর্ত ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, তাহাতে উল্লিখিত কোন আয় বা শ্রেণীর আয় বা কোন ব্যক্তির আয় বা শ্রেণীর ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদেয় কর হইতে অব্যাহতি পাইবেন এবং এই অধ্যাদেশের অধীন মোট আয় গণনা হইতে বহির্ভূত হইবে।

[১]"(২) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী এবং Sixth Schedule এর Part B তে বর্ণিত সীমাবদ্ধতা, শর্ত ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে,-

(ক) উক্ত Part B এর অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৬ তে উল্লিখিত কোন আয় বা অঙ্ক সম্পর্কে কোন করদায়িক কর্তৃক কোন কর প্রদেয় হইবে না; এবং

(খ) কোন করদায়িক তাহার মোট আয়ের ওপর প্রদেয় করের অঙ্ক হইতে উক্ত Part B এর অনুচ্ছেদ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩ [২]", ১৭ এবং ২১"-এ উল্লিখিত অঙ্কের শতকরা ১৫ ভাগের সম পরিমাণ অঙ্ক রেয়াত পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

(৩) Sixth Schedule এর Part B এর অনুচ্ছেদ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩, [৩]", ১৭ এবং ২১" অনুচ্ছেদের অধীন অনুমোদনযোগ্য ভাতার সমষ্টি করদায়িকের মোট আয়ের শতকরা ২০ ভাগ বা এক লক্ষ টাকা, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম, তদাপেক্ষা অধিক হইবে না।";

(৪) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) Sixth Schedule-এ সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন বা বিধিনিষেধ রূপে যেরূপ সংশোধন সমীচীন বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ সংশোধন করিবেন; এবং

(খ) কর অব্যাহতি, কর হার হ্রাস অথবা যে কোন শ্রেণীর ব্যক্তির আয়ের সম্পূর্ণ বা কোন অংশ সম্পর্কিত অথবা যে কোন শ্রেণীর আয়ের অনুকূলে কর সম্পর্কিত অন্যবিধ যে কোন পরিবর্তন করিতে পারিবে।

১৯৮৪ সনের পরে আনীত সংশোধনী।

[১]১৯৯২ সনের ২১ নং আইনের ৮ ধারা বলে মূল (২) এবং সংশোধিত (৩) উপ-ধারার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২]১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইনের ৭ ধারা বলে উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) তে "এবং ১৭" শব্দটি ও সংখ্যাটির পরিবর্তে ", ১৭ এবং ২১ " কমাটি, শব্দটি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপরোক্ত আইন বলে উপ-ধারা (৩) এ "এবং ১৭" শব্দটি ও সংখ্যাটির পরিবর্তে ", ১৭ এবং ২১" কমাটি, শব্দটি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত।

করদায়িতা গণনা ঃ- ১৯৯১-৯২ ও তৎপূর্ববর্তী কর নির্ধারণী বৎসর বা বৎসরসমূহের কর নির্ধারণ বা, ক্ষেত্রমত, পুনঃনির্ধারণের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "ফাইলিং থ্রেশোল্ড" পদ্ধতি অনুসৃত হইবে এবং ১৯৯২-৯৩ ও তৎপরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসর বা বৎসরসমূহের কর নির্ধারণ বা, ক্ষেত্রমত, পুনঃনির্ধারণের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "কনভেনশনাল একজেম্পশন লিমিট" পদ্ধতি অনুসৃত হইবে যেহেতু অর্থ আইন, ১৯৯২

এর দ্বারা "ফাইলিং থ্রেশোল্ড" পদ্ধতির পরিবর্তে "কনভেনশনাল একজেম্পশন লিমিট" পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। "ফাইলিং থ্রেশোল্ড পদ্ধতিতে একক ব্যক্তি করদায়িকের মোট আয় হইতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (X X X VI of 1984) এর Sixth Schedule এর Part "B" এর অনুচ্ছেদ ১ ,২ ,৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ , ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮ ও ২০ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ভাতার সমষ্টি সরাসরি বাদ দিয়া করযোগ্য আয় গণনা করা হইবে। অতঃপর করযোগ্য আয়ের ওপর কর হারের ক্রমানুযায়ী সেট প্রয়োগ করিয়া করদায়িতা গণনা করা হইবে। একক ব্যক্তি করদায়িক তাহার করযোগ্য আয়ের ওপর প্রদেয় করের অঙ্ক হইতে উক্ত Part "B" এর অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৬ তে উল্লিখিত কোন আয় বা কোন অঙ্ক সম্পর্কে গড় হারে রেয়াত পাইবেন। প্রকৃত করদায়িতা করমুক্ত আয় সীমার অতিরিক্ত মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Sixth Schedule এর Part "B" এর অনুচ্ছেদ ১ , ২, ৩, ৪ , ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮ এবং ২০ অনুযায়ী প্রদত্ত কর অব্যাহতি (কিছু থাকিলে) মোট আয় হইতে বাদ দেওয়ার পূর্বে মোট আয় যদি করমুক্ত আয় সীমা অতিক্রম না করে, তাহা হইলে উক্ত মোট আয়ের ওপর একক ব্যক্তি করদায়িককে কোন আয়কর দিতে হইবে না। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর Sixth Schedule এর Part "B" তে উল্লিখিত খাতসমূহে একক ব্যক্তি করদায়িকের কোন বিনিয়োগ না থাকিলে মোট আয় করযোগ্য আয় বলিয়া গণ্য হইবে।

অর্থ আইন, ১৯৯২ এর দ্বারা বিলুপ্ত ধারা ২ (৬৩) এর বিলুপ্তির অব্যবহিত পূর্ববর্তী রূপ এবং প্রতিস্থাপিত ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) এর প্রতিস্থাপনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী রূপ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ-

২। সংজ্ঞা।- বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,

(৬৩) "করযোগ্য আয়" অর্থ-

(ক) যে ক্ষেত্রে করদায়িক, কোম্পানী নহে, বাংলাদেশে অনাবাসিক কোন ব্যক্তি, বা সমবায় সমিতি, মোট আয়; এবং

(খ) অন্য যে কোন ক্ষেত্রে করদায়িকের মোট আয় যাহা Sixth Schedule এর Part B এর অনুচ্ছেদ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮ এবং ২০ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ভাতার দ্বারা হ্রস্বীকৃত হইবে।

৪৪। অব্যাহতি।- (২) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী-সাপেক্ষে, Sixth Schedule এর part B তে বর্ণিত সীমাবদ্ধতা, শর্ত ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, তাহাতে উল্লিখিত কোন আয় বা কোন অঙ্ক সম্পর্কে কোন করদায়িক কর্তৃক কোন কর প্রদেয় হইবে না।

(৩) Sixth Schedule এর part "B" এর অনুচ্ছেদ ১ হইতে ১৪ (উভয়সহ) এবং ১৭ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ভাতার সমষ্টি করদায়িকের মোট আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ বা এক লক্ষ টাকা, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম, তদাপেক্ষা অধিক হইবে না।

নিম্নে "ফাইলিং থ্রেশোল্ড" পদ্ধতিতে কর গণনার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল (ধরিয়া লওয়া হইল যে, প্রথম উদাহরণটির ক্ষেত্রে কর নির্ধারণী বৎসর ১৯৯০-৯১ এবং দ্বিতীয় উদাহরণটির ক্ষেত্রে কর নির্ধারণী বৎসর ১৯৯১-৯২)ঃ-

ক্রমিক নং	**বিবরণ**	**করযোগ্য আয়**	**হার**	**করদায়িতা**
১।				
	একক ব্যক্তি করদায়িকের মোট আয় (ধরিয়া লওয়া হইল যে, করদায়িক একজন বেতনভুক্ত কর্মকর্তা এবং মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত মূলধনী মুনাফার অঙ্ক ১,০০,০০০ টাকা যাহা মূলধনী সম্পত্তি অর্জনের দিন হইতে পাঁচ বৎসর পরে কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যে ইহার হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত এবং মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত উয়িনিং হইতে আয়ের অঙ্ক ২,৫০,০০০ টাকা)	=৬,০০,০০০ টাকা		
	বাদঃ-Sixth Schedule এর part "B" তে বর্ণিত সীমাবদ্ধতা, শর্ত ও বিধিনিষেধ সাপেক্ষে তাহাতে উল্লিখিত কোন আয় বা কোন অঙ্ক-			
	১।Sixth Schedule এর part "B" এর অনুচ্ছেদ ১ হইতে ১৪ (উভয়সহ) ও ১৭ এর অধীন একক ব্যক্তি করদায়িকের বিনিয়োগ ও অনুদানের সমষ্টি	= ১,৩৫,০০০টাকা		
	Sixth Schedule এর part "B" এর অনুচ্ছেদ ১ হইতে ১৪ (উভয়সহ)			

ও ১৭ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ভাতার সমষ্টি করদায়িকের মোট আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ বা এক লক্ষ টাকা, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম, তদাপেক্ষা অধিক হইবে না অর্থাৎ

১,০০,০০০ টাকা

২। Sixth Schedule এর part "B" এর অনুচ্ছেদ ১৮ (গ) এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ভাতা =৬,৬০০ টাকা

Sixth Schedule এর Part "B" এর অনুচ্ছেদ ১ হইতে ১৪ (উভয়সহ) এবং ১৭ও ১৮ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ভাতার সমষ্টি =১,০৬,৬০০টাকা

				হার	করদায়িতা
		৪,৯৩,৪০০			
প্রথম	=	৫৫,০০০	টাকা	১০%	৫,৫০০
অবশিষ্ট	=	৪,৩৮,৪০০	টাকা		
পরবর্তী	=	৫৫,০০০	টাকা	২০%	১১,০০০
	=	৩,৮৩,৪০০	টাকা		
পরবর্তী	=	৫৫,০০০	টাকা	৩০%	১৬,৫০০
	=	৩,২৮,৪০০	টাকা		
পরবর্তী	=	৫৫,০০০	টাকা	৪০%	২২,০০০
অবশিষ্ট	=	২,৭৩,৪০০	টাকা	৫০%	১,৩৬,৭০০
					১,৯১,৭০০ টাকা।

মূলধনী মুনাফার ওপরে প্রদেয় কর হইবে উক্ত মূলধনী মুনাফাসহ মোট আয়ের ওপরে করের গড় হারে (১,৯১,৭০০০÷৬,০০,০০০)=·৩২ বা মূলধনী মুনাফার অঙ্কের ওপরে ·২০ হারে, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম সেটি, অর্থাৎ ·২০ হারে।

উয়িনিং হইতে আয়ের ওপরে প্রদেয় কর হইবে উক্ত আয়সহ মোট আয়ের ওপরে করের গড় হারে (১,৯১,৭০০+৬,০০,০০০)=·৩২ বা উক্ত আয়ের ওপরে নিম্নবর্ণিত হারে; যথা–

		হার	করদায়িতা
(১) প্রথম	২৫,০০০ টাকার ওপরে	৫%	১,২৫০
(২) পরবর্তী	২৫,০০০ টাকার ওপরে	১৫%	৩,৭৫০
(৩) পরবর্তী	৫০,০০০ টাকার ওপরে	২৫%	১২,৫০০
(৪) পরবর্তী	১,০০,০০০ টাকার ওপরে	৩৫%	৩৫,০০০
(৫) অবশিষ্ট	৫০,০০০ টাকার ওপরে	৪৫%	২২,৫০০
			কর = ৭৫,০০০ টাকা

এর গড় হারে (৭৫,০০০+২,৫০,০০০)=·৩০, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম সেটি, অর্থাৎ ·৩০ হারে।

মূলধনী মুনাফা ও উয়িনিং হইতে আয় ব্যতীত অবশিষ্ট মোট আয়ের ওপরে ৩২% হারে	৮০,০০০
মূলধনী মুনাফার ওপরে ২০% হারে	২০,০০০
উয়িনিং হইতে আয়ের ওপরে ৩০% হারে	৭৫,০০০
	১,৭৫,০০০

২।

একক ব্যক্তি করদায়িকের মোট আয় =২৫,০০,০০০ টাকা
(ধরিয়া লওয়া হইল যে, করদায়িক
একজন বেতনভুক্ত কর্মকর্তা নহেন
এবং মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত অনিবন্ধিত
ফার্মের কর প্রদত্ত আয়ে তাহার শেয়ার
বা শেয়ারের অংশ ১,০০,০০০টাকা)
বাদঃ Sixth Schedule এর part "B" তে
বর্ণিত সীমাবদ্ধতা, শর্ত ও বিধিনিষেধ
সাপেক্ষে, তাহাতে উল্লিখিত কোন
আয় বা কোন অঙ্ক–
Sixth Schedule এর part "B" এর

অনুচ্ছেদ ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩,
১৪ ও ১৭ এর অধীন একক ব্যক্তি
করদায়িকের বিনিয়োগ ও অনুদানের
সমষ্টি =৬,০০,০০০টাকা

Sixth Schedule এর part "B" এর
অনুচ্ছেদ ১, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩
১৪ও ১৭ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য
ভাতার সমষ্টি করদায়িকের মোট
আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ বা এক
লক্ষ টাকা, এ দুয়ের মধ্যে যেটি
কম, তদাপেক্ষা অধিক হইবে না
অর্থাৎ ১,০০,০০০টাকা

২৪,০০,০০০টাকা

প্রথম=৬০,০০০টাকা ১০% ৬,০০০টাকা

অবশিষ্ট= ২৩,৪০,০০০টাকা

পরবর্তী= ৬০,০০০টাকা ২০% ১২,০০০টাকা

=২২,৮০,০০০টাকা

পরবর্তী =৬০,০০০টাকা ৩০% ১৮,০০০টাকা

অবশিষ্ট = ২২,২০,০০০টাকা ৪৫%৯,৯৯,০০০টাকা

১০,৩৫,০০০টাকা

করদায়িক অনিবন্ধিত ফার্মের কর
প্রদত্ত আয়ে তাহার শেয়ার বা
শেয়ারের অংশ ১,০০,০০০টাকা
সম্পর্কে গড় হারে রেয়াত
পাইবেন–

কর রেয়াত = ১০,৩৫,০০০x১,০০,০০০÷২৫,০০০০০

৪১,৪০০টাকা

৯,৯৩,৬০০টাকা

কিন্তু অর্থ আইন, ১৯৯১ এর তৃতীয় তফসিলের শর্ত অনুযায়ী প্রদেয় আয়কর (টাকা ২৫,০০,০০০–৪০,০০০) ২৪,৬০,০০০ টাকার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৮,২০,০০০ টাকার অধিক হইবে না।

নিম্নে "কনভেনশনাল একজেম্পশন লিমিট" পদ্ধতিতে কর গণনার একটি উদাহরণ দেওয়া হইল (ধরিয়া লওয়া হইল যে, কর নির্ধারণী বৎসর ১৯৯৩–৯৪)ঃ–

ক্রমিক নং	মোট আয়	হার	করদায়িতা
১।	টাকা =১১,০০,০০০		
	প্রথম = ৫০,০০০	শূন্য	--
	অবশিষ্ট = ১০,৫০,০০০		
	পরবর্তী = ৫০,০০০	১৫%	৭,৫০০
	অবশিষ্ট =১০,০০,০০০		
	পরবর্তী =১,৫০,০০০	২০%	৩০,০০০
	অবশিষ্ট= ৮,৫০,০০০	২৫%	২,১২,৫০০
			২,৫০,০০০

Sixth Schedule এর Part "B" এর দফা
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৩,
১৭ও ২১ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য
ভাতার সমষ্টি করদায়িকের মোট
আয়ের ২০% অর্থাৎ ১১,০০,০০০ টাকার
২০%= ২,২০,০০০টাকা বা এক লক্ষ
টাকা, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম,
তদাপেক্ষা অধিক হইবে না অর্থাৎ
১,০০,০০০ টাকা
কর রেয়াত পাইবেনঃ– অনুমোদনযোগ্য
ভাতার ১৫% অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকার ১৫% ______ ১৫,০০০

করদায়িতা= ২,৩৫,০০০

বিনিয়োগের ওপর অনুমোদনযোগ্য কর রেয়াতের ফলে আরোপযোগ্য করের পরিমাণ ঋণাত্মক হইলে, "শূন্য দাবী" নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে কোন রিফান্ড সৃষ্টি হইবে না।

দ্বৈত করারোপণ উপশম

১৪৪। দ্বৈত করারোপণ পরিহার চুক্তি।- (১) দ্বৈত করারোপণ পরিহার এবং এই অধ্যাদেশের অধীন ও অপর রাষ্ট্রে বলবৎ অনুরূপ আইনের অধীন করারোপযোগ্য আয়ের ওপর কর সম্পর্কিত রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের জন্য সরকার উক্ত অপর রাষ্ট্রের সরকারের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবেন এবং চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ প্রয়োজন হইতে পারে অনুরূপ বিধানাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) যখন অপর কোন রাষ্ট্রের সরকারের সহিত উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত অনুরূপ কোন চুক্তি সম্পাদিত হয়, চুক্তি এবং ইহা বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত বিধানাবলী, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যতদূর পর্যন্ত তাহা বিধান করা হইবে ততদূর পর্যন্ত, বলবৎ হইবে-

(ক) এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদেয় কর হইতে উপশম;

(খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন উৎস হইতে অনাবাসিকের উদ্ভূত বা উৎপন্ন, অথবা উদ্ভূত বা উৎপন্ন বলিয়া গণ্য কোন আয় নির্ধারণ;

(গ) যখন ব্যবসা বা পেশার সকল কার্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পরিচালিত হয় না, বাংলাদেশে তাহাদের এজেন্সি, শাখা বা প্রতিষ্ঠানসহ অনাবাসিকের বাংলাদেশে করারোপযোগ্য আয়; অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে পরিচালিত কার্য হইতে আরোপণীয় আয় নির্ধারণ;

(ঘ) একজন অনাবাসিকের সহিত কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকায় বাংলাদেশে কোন আবাসিক ব্যক্তির আরোপণীয় আয় নির্ধারণ;

(ঙ) এই অধ্যাদেশের অধীন এবং উক্ত রাষ্ট্রে বলবৎ অনুরূপ আইনের অধীন আরোপযোগ্য কর আদায়; বা

(চ) এই অধ্যাদেশের অধীন এবং উক্ত রাষ্ট্রে বলবৎ অনুরূপ আইনের অধীন আরোপযোগ্য আয়ের ওপর কর পরিহার বা রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের জন্য তথ্য বিনিময়।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রণীত কোন চুক্তিতে চুক্তি প্রণয়নের পূর্বের বা এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পূর্বের কোন মেয়াদের জন্য কর হইতে উপশমের জন্য বিধানাবলী এবং যে আয় দ্বৈত করারোপণের অধীন নয় তৎসম্পর্কিত বিধানাবলীও চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

(৪) সপ্তম তফসিলের বিধানাবলীও কার্যকর থাকিবে যখন এই ধারার অধীন কোন চুক্তি বিধান করে যে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইনের অধীন প্রদেয় কর বাংলাদেশে প্রদেয় কর দ্বারা রেয়াত রূপে অনুমোদন করা হইবে।

১৪৫। বাংলাদেশের বাহিরে উদ্ভূত আয় সম্পর্কে রেহাই।—কোন বৎসরে বাংলাদেশে আবাসিক এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি উপ-কর কমিশনারকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করেন যে, উক্ত বৎসরে বাংলাদেশের বাহিরে তাহার উদ্ভূত বা উৎপন্ন এইরূপ কোন আয় সম্পর্কে, দ্বৈত করারোপণ পরিহার বা রেহাই সম্পর্কিত পারস্পরিক ব্যবস্থা নাই এইরূপ কোন রাষ্ট্রে, কর্তন বা অন্যভাবে তিনি কর প্রদান করিয়াছেন, উপ-কর কমিশনার, এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড যেরূপ বিধি প্রণয়ন করিবে অনুরূপ বিধি সাপেক্ষে, বাংলাদেশের করের গড় হার বা উক্ত রাষ্ট্রের করের গড় হার, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম, সেই হারে অনুরূপ দ্বিগুণভাবে কর ধার্য আয়ের ওপর নির্ণীত করের সম পরিমাণ অঙ্ক এই অধ্যাদেশের অধীন তাহার দ্বারা প্রদেয় কর হইতে বাদ দিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ "করের গড় হার" অভিব্যক্তির অর্থ মোট আয়ের ওপর নির্ণীত করের অঙ্ককে অনুরূপ আয় দ্বারা ভাগ করিয়া প্রাপ্ত হার।

দ্বৈত করারোপণ পরিহার এবং আয়ের ওপর কর সম্পর্কিত রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহিত যুক্তরাজ্য, কানাডা, সুইডেন, প্রজাতন্ত্রী সিংগাপুর, প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া, ইসলামী প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান, প্রজাতন্ত্রী রুমানিয়া, গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী শ্রীলংকা, প্রজাতন্ত্রী ফ্রান্স, মালয়েশিয়া এবং জাপান সরকারের সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধানাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন। এর ফলে কোম্পানী ব্যতীত অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডারগণ এবং বিমান ও জাহাজ পরিবহন ব্যবসায় নিয়োজিত অনাবাসিক কোম্পানীসমূহ সরাসরি সুবিধা ভোগ করিতেছে।

বিবিধ

১৮২। মামলা ও অভিযোগ বারিত, ইত্যাদি।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন কোন কর নির্ধারণ বাতিল বা পরিবর্তন করিবার জন্য কোন দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কিছুর জন্য বা সরল বিশ্বাসে কোন কিছু সম্পাদন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবার জন্য কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা, অভিযোগ বা অন্য কোন কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

১৮৩। কর ধার্য সংক্রান্ত আইনগত বিধান অনিস্পন্ন থাকা সত্ত্বেও অধ্যাদেশ কার্যকর থাকিবে।-যদি কোন বৎসরের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে উক্ত বৎসরের জন্য আয়কর

ধার্যের উদ্দেশ্যে সংসদের আইন–দ্বারা বিধান করা না যায়, অনুরূপ বিধান না হওয়া পর্যন্ত তৎসত্ত্বেও এই অধ্যাদেশ কার্যকর থাকিবে, যেন পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যকর বিধান অথবা বিলে প্রস্তাবিত বিধান যাহা সম্ভবতঃ তখন সংসদে উত্থাপনীয়, এ দুয়ের মধ্যে যেটি করদায়িকের নিকট অধিকতর সুবিধাজনক সেটি, প্রকৃতপক্ষে কার্যকর হইবে।

বিধি ও রহিতকরণ

১৮৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।–(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ বিধিতে কোন ফৌজদারী দায়, যতদূর পর্যন্ত তাহা আরোপ করা হয় না বা আরোপ করা হয় ততদূর পর্যন্ত, পিছনের দিন হইতে কার্য্যকারিতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি–উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ–

(ক) কোন আয়ের শ্রেণীবিভাগ নিরূপণ ও নির্ধারণ, যাহার সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী স্পষ্ট নয়;

(খ) (অ) অনাবাসিক, এবং

(আ) অংশতঃ কৃষি হইতে এবং অংশতঃ ব্যবসা হইতে প্রাপ্ত আয়, এর ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে, এবং যে প্রক্রিয়ার দ্বারা, আয় এবং উহার ওপর প্রদেয় কর নির্ধারণ করা হইবে;

(গ) করদায়িকের মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত কোন আয় বা শ্রেণীর আয় নিরূপণ ও নির্ধারণ;

(ঘ) মোট আয় বা কোন খাতের আয় সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের অধীন অনুমোদনযোগ্য কোন ভাতা, সুবিধা এবং বেতনপূরকের মূল্য নির্ধারণ;

(ঙ) পর্যটন বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর অব্যাহতি অনুমোদনের পদ্ধতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক অন্য যে কোন বিষয়;

(চ) যে পদ্ধতিতে, এবং যে প্রক্রিয়ার দ্বারা, স্ব–কর নির্ধারণ করিতে হইবে;

(ছ) ধারা ১০৭ এর অধীন কর মোচন সার্টিফিকেট বা কর অব্যাহতি সার্টিফিকেট ইস্যুর পদ্ধতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক অন্য যে কোন বিষয়;

(জ) কর প্রত্যর্পণের জন্য আবেদনে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে;

(ঝ) আয়কর ব্যবহারজীবীগণের নিবন্ধন, নিবন্ধনের জন্য যোগ্যতা, শর্ত ও সীমাবদ্ধতা যাহার অধীন আয়কর ব্যবহারজীবীগণ এই অধ্যাদেশের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত

প্রতিনিধি রূপে কার্য-সম্পাদন করিতে পারিবেন, নিবন্ধন বাতিলকরণ বা আয়কর ব্যবহারজীবীগণ সম্পর্কে অন্যবিধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা;

(ঞ) এই অধ্যাদেশের অধীন কোন সেবা সম্পাদন সম্পর্কে যে ফি এবং অন্যান্য উসুল প্রদত্ত হইবে বা কোন বিষয় যাহার সম্পর্কে ফি এবং উসুল প্রদেয় হইবে; এবং

(ট) এই অধ্যাদেশের অধীন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে, অথবা নির্ধারণ করা যাইবে বা করিতে হইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

(৩) উপ-ধারা ২ (খ) এর আওতাধীন বিধি পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে যাহার দ্বারা অনুরূপ আয়ের মোটামুটি হিসাব করিতে পারিবে এবং নির্ধারিত অনুপাত "কৃষি আয়" বা "ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়" খাতের অধীন শ্রেণী-বিভাগের যোগ্য আয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ মোটামুটি হিসাব বা, ক্ষেত্রমত, অনুপাতের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী অনুযায়ী যথাযথভাবে কর নির্ধারণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা, ইহার প্রয়োগের প্রথম উপলক্ষ ব্যতীত, প্রাক-প্রকাশনা শর্ত সাপেক্ষ করা যাইবে।

যে ধারার অধীন বিধি প্রণীত হইবে উহার সহায়তায় বিধিকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করিতে হইবে [C.I.T. v.s Central Popular Assurance Co Ltd (1939) I. T. R. 2931301]। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ কোন ধারার কোন বিধানের পূর্ণ ক্রিয়াশক্তি সম্পন্ন কার্যকারিতা পরিবর্তন বা হ্রাস করিতে পারে না [North British and Mercantile Insurance Co. In re (1937) I. T. R. 349, 383/4]।

১৮৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) Income-tax Act, 1922 (XI of 1922) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও-

(ক) এই অধ্যাদেশের প্রবর্তন পূর্ববর্তী কোন মেয়াদ, বা তৎসম্পর্কিত, কোন আয়; এবং

(খ) উক্ত আইনের অধীন জারীকৃত কোন নোটিশ, বা কোন কর নির্ধারণ, আদেশ, দায়েরকৃত আবেদন বা আপীল, আরম্ভ কোন কার্যধারা বা অভিযোগ;

সম্পর্কে Income-tax Act, 1922 (XI of 1922) এবং তদধীনে প্রণীত সকল বিধি প্রযোজ্য হইবে, যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান থাকা সত্ত্বেও, উপ-ধারা (১)এর অধীন রহিত এবং এই অধ্যাদেশের প্রবর্তন, General Clauses Act, 1897 (X of 1897) এর

উদ্দেশ্য পূরণকল্পে Income-tax Act, 1922 (XI of 1922) এর রহিত ও পুনঃপ্রবর্তন বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮৭। অসুবিধা দূরীকরণ।—(১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থ, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) ৩০শে জুন, ১৯৮৮ তারিখের পরে এই ধারার অধীন কোন প্রজ্ঞাপন জারী হইবে না।

—)৮(—

77777

গ্রন্থাগার
বাংলাদেশ লোক – প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা